MP3 বাংলাদেশ বিষয়াবলি: পার্ট ২

বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকা

তথ্যপ্রবাহ.......

পত্রিকার নাম	প্রথম প্রকাশ	সম্পাদক
বেঙ্গল গেজেট	১৭৮০	জেমস অগাস্টাস হিকি
দিগদর্শন (মাসিক)	১৮১৮	জন ক্লার্ক মার্শম্যান
সংবাদ প্রভাকর	১৮৩১	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
সংবাদ রত্নাবলী	১৮৩২	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
পাষন্ড পীড়ন	১৮৪৬	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
সমাচার দর্পণ	১৮১৮	উইলিয়াম কেরী
বাঙ্গাল গেজেট	১৮১৮	গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য
মীরাতুল আখবার	১৮২২	রাজা রামমোহন রায়
রংপুর বার্তাবহ	১৮৪৭	গুরুচরণ রায়
সংবাদ রসসাগর	১৮৫০	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
সর্বশুভঙ্করী পত্রিকা	১৮৫০	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
সাপ্তাহিক বার্তাবহ	১৮৫৩	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
ঢাকা প্রকাশ	১৮৬১	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার
সম্বাদ কৌমুদি	১৮২১	রাজা রামমোহন রায় ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
সমাচার চন্দ্রিকা	১৮২২	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্রাহ্মণ সেবধি	১৮২১	রাজা রামমোহন রায়
বঙ্গদূত	১৮২৯	নীলমণি হালদার
জ্ঞানান্বেষণ	১৮৩১	দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
তত্ত্ববোধিনী	১৮৪৩	অক্ষয়কুমার দত্ত
বঙ্গদর্শন	১৮৭২	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও পরবর্তীতে মোহিতলাল মজুমদার
বিবিধার্থ সংগ্রহ (সচিত্র)	১৮৫১	রাজেন্দ্রলাল মিত্র
মাসিক পত্রিকা	১৮৫৪	প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার
ভারতী	১৮৭৭	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
সাধনা	১৮৯১	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সবুজপত্র	১৯১৪	প্রমথ চৌধুরী
কল্লোল	১৯২৩	দীনেশরঞ্জন দাস
কালিকলম	১৯২৬	শৈলজানন্দ
সমাচার সভারাজেন্দ্র	১৮৩১	শেখ আলীমুল্লাহ
জগদুদ্দীপক ভাস্কর	১৮৪৬	মৌলভী রজব আলী
আজীজন নেহার	১৮৭৪	মীর মশাররফ হোসেন
গ্রামবার্তা	১৮৬৩	কাঙ্গাল হরিনাথ
ইসলাম প্রচারক	১৮৮৫	মোঃ রেয়াজউদ্দিন
সুধাকর	১৮৯৪	শেখ আবদুর রহিম
GK Book F-18	১৮৯২	শেখ আবদুর রহিম
হাফেজ	১৮৯৬	শেখ আবদুর রহিম
কোহিনুর	১৮৯৮	মোঃ রওশন আলী
লহরী	১৯০০	মোজাম্মেল হক
নবনূর	১৯০৩	সৈয়দ এমদাদ আলী
বাসনা	১৯০৮	শেখ ফজলুল করিম
আল-এসলাম	১৯১৫	মাওলানা আকরাম খাঁ
সওগাত	১৯১৮	মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন
মোসলেম ভারত	১৯২০	মোজাম্মেল হক
ধূমকেতু	১৯২২	কাজী নজরুল ইসলাম
শিখা (বার্ষিক)	১৯২৭	আবুল হোসেন
এডুকেশন গেজেট	১৮৪৬	রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
অরুনোদয়	১৯৫৬	লাল বিহারী দে
ঝলক	১৮৮৫	জ্ঞানদানন্দিনী দেবী
লাঙ্গল	১৯২৫	কাজী নজরুল ইসলাম
দৈনিক নবযুগ	১৯৪১	কাজী নজরুল ইসলাম
আঙ্গুর	১৯২০	ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
শিখা	১৯২৭	কাজী মোতাহার হোসেন
গুলিস্তা	-	এস ওয়াজেদ আলী
সৈনিক	-	শাহেদ আলী
পূর্ণিমা	১৮৫৯	বিহারীলাল চক্রবর্তী
সাহিত্য সংক্রান্তি	১৮৬৩	বিহারীলাল চক্রবর্তী
অবোধ বন্ধু	১২৭৫ বঙ্গাব্দ	বিহারীলাল চক্রবর্তী
সংলাপ	-	আবুল হোসেন
মুসলিম জগৎ	১৯২৩	খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন
সাম্যবাদী	-	খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন
পরিষৎ	১৩০৫-১০ বঙ্গাব্দ	রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
মাহে নও	১৯৪৯	আবদুল কাদির
জয়তী	১৩৩৭ বঙ্গাব্দ	আবদুল কাদির
দৈনিক আজাদ	১৯৩৫	মোহাম্মদ আকরাম খাঁ
বান্ধব	১৮৭৪	কালীপ্রসন্ন ঘোষ
শিক্ষক	-	কাজী ইমদাদুল হক

বর্তমান সংবাদপত্র ও সম্পাদক

সংবাদপত্র	সম্পাদক
আমার দেশ	মাহমুদুর রহমান (ভারপ্রাপ্ত)
দৈনিক ইত্তেফাক	আনোয়ার হোসেন
প্রথম আলো	মতিউর রহমান
যুগান্তর	সালমা ইসলাম
নয়া দিগন্ত	আলমগীর মহিউদ্দিন
দৈনিক ইনকিলাব	এ এম এম বাহাউদ্দীন
সমকাল	গোলাম সারওয়ার
জনকণ্ঠ	মোহাম্মদ আতিকউল্লাহ

	খান মাসুদ
মানবজমিন	মাহবুবা চৌধুরী
কালের কণ্ঠ	আবেদ খান
দৈনিক ভোরের কাগজ	ম্যামল দত্ত
বাংলাদেশ প্রতিদিন	শাহজাহান সরদার
দৈনিক সংগ্রাম	আবুল আসাদ
দৈনিক সংবাদ	আলতামাশ কবির
দৈনিক আমাদের সময়	নাইমুল ইসলাম খান
নতুন দিগন্ড়	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
The Daily Star	Mahfuz Anam
The Daily Independent	Syed Mahbubul Alam
The Financial Express	Moazzer Hossain
New Age	Nurul Kabir
The News Today	Reazuddin Ahmed

বাংলাদেশের চুক্তি ও সনদ

- বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৯ মার্চ ১৯৭২।
- বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ২৫ বছরের জন্য।
- বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়- ১৮ মার্চ ১৯৯৭।
- বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন- বাংলাদেশের পক্ষে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ভারতের পক্ষে দেশটির তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।
- বাংলাদেশ-ভারত গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬।
- গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ৩০ বছরের জন্য।
- গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- নয়াদিলি- র হায়দ্রাবাদ হাউসের মূঘল ডাউনিং হলে।
- গঙ্গার পানিবণ্টন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন- বাংলাদেশের পক্ষে শেখ হাসিনা, ভারতের পক্ষে দেব গৌড়া।
- গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি ১৯৯৬ অনুযায়ী ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে পর্যন্ড় বাংলাদেশ কমপক্ষে ৩৫ হাজার কিউসেক পানি পাবে।
- পানি প্রবাহ ৭৫ হাজার বা তার উর্ধ্বে হলে ভারত ৪০ হাজার কিউসেক পানি পাবে।
- ফারাক্কা বাঁধে পানির পরিমাণ ৭০ হাজার কিউসেক হলে ভারত সামন হারে পানি পাবে।
- ফারাক্কা বাঁধ চালু হয় ১৯৭৫ সালে।
- বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ফারাক্কা ইস্যু উত্থাপন করা হয়- জাতিসংঘের ৩১তম অধিবেশনে।
- ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ড় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়-১৯৭৪ সালে ১৬ মে।
- ১৯৭৪ সালের চুক্তি অনুযায়ী- বাংলাদেশ দহগ্রাম (ভারত বের ু বাড়ী) এর অধিকার পায়।
- পার্বত্য শান্ড়ি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭।
- পার্বত্য শান্ড়ি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন- বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জাতীয় সংসদের তৎকালীন চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল- াহ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষে জ্যোতিরিন্দ্র বোধি প্রিয় লারমা (সন্ডু লারমা)
- পার্বত্য শান্ড়ি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ের আন্ড়র্জাতিক সম্মেলন কক্ষে।
- শান্ড়িবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত হয়- ৫ মার্চ ১৯৯৮।
- পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্ড়ি চুক্তি অনুযায়ী আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা- ২২ জন (চেয়ারম্যানসঘ.
- SOPA-এর পূর্ণরূপ - Status of Forces Agreement.
- HANA - Humanitarian Assistance Needs Assessment.
- বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের HANA চুক্তিতে সাক্ষর করে - আগষ্ট ১৯৯৮ সালে।
- বাংলাদেশ CTBT চুক্তি স্বাক্ষর করে - ২৪ অক্টোবর ১৯৯৬।
- বাংলাদেশ CTBT চুক্তি স্বাক্ষরকারী - ১২৯ তম দেশ হিসেবে।
- বাংলাদেশ CTBT চুক্তি অনুমোদন করে - ৮ মার্চ ২০০০।
- বাংলাদেশ CTBT চুক্তি অনুমোদনকারী- ২৬ তম দেশ হিসেবে।
- CTBT-এর পূর্ণরূপ - Comprehensive Nuclear - Test Ban Treaty.
- বাংলাদেশ স্থলমাইন চুক্তি বা অটোয়া চুক্তি স্বাক্ষর করে - ১২৬ তম দেশ হিসেবে।
- বাংলাদেশ স্থলমাইন চুক্তি অনুমোদন করে - ৬ সেপ্টেম্বর ২০০০।
- TIFA-এর পূর্ণরূপ - Trade and Investment Framework Agreement.
- NET or NNPT-এর পূর্ণরূপ - Nuclear Non-Proliferation Treaty.
- বাংলাদেশ NPT চুক্তি অনুমোদন করে - ৩১ আগষ্ট ১৯৭৯।
- বাংলাদেশ কিয়োটো প্রটোকল স্বাক্ষর করে - ২২ অক্টোবর ২০০১।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমুদ্র আইন অনুমোদন করে - ২৭ জুলাই ২০০১।
- বাংলাদেশ সমুদ্র আইন অনুমোদন করে- ১৩৮তম দেশ হিসেবে।
- ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC)-এর মূল সনদ গৃহিত হয় - ১৯৭২ সালে।
- ওআইসির সংশোধিত সনদ গৃহীত হয় - ১৪ মার্চ ২০০৮।

courstika

- বাংলাদেশ ওআইসির সংশোধিত সনদে স্বাক্ষর করে - ২০ জুন ২০০৮।
- PRGF-এর পূর্ণরূপ - Poverty Reduction and Growth Facility.
- বাংলাদেশ রাসায়নিক অস্ত্র কনভেনশন চুক্তি স্বাক্ষর করে - ১৪ জানুয়ারী ১৯৯৩।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘ পরমাণু সন্ত্রাস প্রতিরোধ চুক্তি স্বাক্ষর করে - ৭ জুন ২০০৭।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘ পরমাণু সন্ত্রাস প্রতিরোধ চুক্তি স্বাক্ষর করে - ২২ তম দেশ হিসেবে।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী কনভেনশন অনুমোদন করে - ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৭।
- বাংলাদেশ-ভারত নৌ-ট্রানজিট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় - ১ নভেম্বর ১৯৭২।
- বাংলাদেশ-ভারত বানিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় - ৪ অক্টোবর ১৯৭২।
- বাংলাদেশ-ভারত নৌ-চুক্তি অনুসারে ভারত বাংলাদেশের নৌবন্দর ব্যবহার করতে পারে - নারায়নগঞ্জ, মংলা, খুলনা ও সিরাজগঞ্জ নৌবন্দর।
- বাংলাদেশ-ভারত নৌ চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ ভারতের নৌবন্দর ব্যবহার করতে পারে - কলকাতার, হলদিয়া, করিমগঞ্জ ও পান্ডু নৌবন্দর।
- বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সোফা (SOFA) চুক্তি স্বাক্ষর করে - ১৯৯৮ সালে।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘ প্রতিবন্ধী অধিকার সনদে স্বাক্ষ করে - ৯ মে ২০০৭।
- বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে স্থল সীমান্ড় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় - ১২ নভেম্বর ১৯৯৮।

ABBREVIATION

ADP	-	Annual Development Programme.
BFDC	-	Bangladesh Film Development Corporation.
BSRS	-	Bangladesh Shilpa Rin Sangstha.
BEPZA	-	Bangladesh Export Processing Zones Authority.
BRDB	-	Bangladesh Rural Development Board.
BRAC	-	Bangladesh Rural Advancement committee.
BSB	-	Bangladesh Shilpa Bank.
BSS	-	Bangladesh Sangbad Sangstha.
BUET	-	Bangladesh University of Engineering and Technology.
BIRDEM	-	Bangladesh Institute of Research and Rehabilitation-in Diabetes Endocrine and Metabalic Disorders.
BRRI	-	Bangladesh Rice Research Institute.
BARD	-	Bangladesh Academy for Rural Development.
BRTC	-	Bangladesh Road Transport Corporation.
BAIRA	-	Bangladesh Association of International Recruiting Agenets.
BARI	-	Bangladesh Agricultural Research Institute.
BCC	-	Bank of Credit and Commerce.
BSTI	-	Bangladesh Standard Testing institute.
BAF	-	Bangladesh Air Force.
BJMA	-	Bangladesh Jut Mills Association.
BRTA	-	Bangladesh Rural Telecommunication Authority.
BCCB	-	Bangladesh Cricket Control Board.
BGMEA	-	Bangladesh Garments Manufacturers and Exporters Association.
BKSP	-	Bangladesh Krira Shikha Protistan.
BRC	-	Bangladesh River Commission.
BPATC	-	Bangladesh Public Administration Training Centre.
BPC	-	Bangladesh Petroleum Corporation.
BSC	-	Bachelor of Science.
BTRC	-	Bangladesh Telecom Regulatory Comission.
CIDA	-	Canadian Institute Development Agency.

courstika

CNG - Compresed Natural Gas.
C&AG - Comptroller and Auditor General.
CEC - Chief Election Commissioner.
CEPZ - Chittagong Export Processing Zone.
DUCSU - Dhaka University Central Student Union.
DMP - Dhaka Matropoliton Police.
DSE - Dhaka Stock Exchange.
DA - Daily Allowance. Dearness Allowance.
DB - Detactive Branch.
DCC - Dhaka City Corporation.
DMC - Dhaka Medical College.
DIG - Deputy Inspector General (of police.)
EPZ - Export Processing Zone.
ENA - Easten News Agency.
ECNEC - Executive Committee of National Economic Council.
EPI - Expanded Programme on Immunization.
GDP - Gross Domestic Product.
GNP - Gross National Product.
GSP - Generalised System of preference.
ICDDRB - International Centre for Diarrhoa Diseases Research Bangladesh.
IGP - Inspector General of Poloce.
IRRI - International Rice Research Institute.
ISSB - Inter Service Selection Board.
ISI - Inter Service Intelligence.
LGRD - Local Government and Rural Development.
LGEB - Local Government Engineering Bureau.
LGED - Local Government Engineering Development.
MBA - Master of Business Administration.
MA - Master of Arts.
MP - Member of Parliament.
NSI - National Security Intelligence (of Bangladesh)
NAEM - National Academy for Educational Management.
NIPORT - National Institute of Population Research & Training.
NSI - National Security intelligence of Bangladesh
PATC - Public Administration Training Centre.
PRSP - Poverty Reduction Strategy Paper
R&H - Roads and Highways.
RAB - Rapid Action Batalion.
SPARRSO - Space Reaserach and Remote Sensing Organization.
TSC - Teachers Students Centre.
TNO - Thana Nirbahi Officer.
T&T - Telephone & Telegraph.
UGC - University Grants Commission.
VAT - Value added Tax.
VGF - Vulnerable Groups Feeding.
VGD - Vutnerable Group Development.
VC - Vice Chancellor.
WASA - Water and Swerage Authority.

বাংলা শব্দসংক্ষেপ

- কাবিখা - কাজের বিনিময় খাদ্য।
- মূসক - মূল্য সংযোজন কর।
- বাসস - বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা
- বাউবি - বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
- বাফুফে - বাংলাদেশ ফুঠবল ফডারেশন।
- সওজ - সড়ক ও জনপথ।
- রাজউক - রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
- বাপা - বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন।
- দুদক - দুর্নীতি দমন কমিশন।
- কাবিটা - কাজের বিনিময়ে টাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নাবলী

০১। কোন্ কবির মাও একজন কবি? (ঢাবি খ'০৭-০৮)
ক.বিষ্ণু দে খ.শামসুর রাহমান

courstika

গ. জীবনানন্দ দাশ ঘ. আহসান হাবীব

০২। **বাংলাদেশের কোথায় সর্বশেষ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে? (ঢাবি খ'০৭-০৮)**
ক.বান্দরবান খ.কলাকোপা
গ. মহাস্থানগড় ঘ. উয়ারি বটেশ্বর/নরসিংদী

০৩। **আক্ষরিক অর্থে আন্ড়র্জাতিক ভাষা (ঢাবি খ'০৭-০৮)**
ক.আরবি খ.ফরাসি
গ. এস্পারেনটো ঘ. ইংরেজি

০৪। **বিশ্ববরেণ্য সঙ্গীতজ্ঞ আলি আকবর খাঁর পিতা (ঢাবি খ'০৭-০৮)**
ক.আলাউদ্দিন খাঁ খ.আফতাবুদ্দিন খাঁ
গ. আয়াত আলি খাঁ ঘ. বিসমিল- াহ খাঁ

০৫। **'আই এস বি এন' কোন্ বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত? (ঢাবি খ'০৭-০৮)**
ক.বই ও প্রকাশনা খ.জাতিসংঘ শান্ড়িরক্ষী বাহিনী
গ. টিভি চ্যানেল ঘ. গ্রীনহাউস

০৬। **জ্ঞান হল (ঢাবি খ'০৭-০৮)**
ক.প্রশ্নহীন অন্ধ বিশ্বাস খ.দৃঢ় বিশ্বাস
গ. সত্য বিশ্বাস ঘ. প্রমাণ সমর্থিত সত্য বিশ্বাস

০৭। **অস্ড়িত্ববাদ কি? (ঢাবি খ'০৭-০৮)**
ক.একটি দার্শনিক মতবাদ খ.একটি প্রাণিবিদ্যা-তত্ত্ব
গ. একটি পদার্থবিদ্যা-তত্ত্ব ঘ. একটি সাহিত্যিক মতবাদ

০৮। **সংস্কৃতিক অংশ নয় (ঢাবি খ'০৭-০৮)**
ক.ভূমি খ.জনগণ
গ. সরকার ঘ. ধর্ম

০৯। **বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় (ঢাবি খ'০৭-০৮)**
ক.১৯৫০ খ.১৯৫২
গ. ১৯৫৪ ঘ. ১৯৫৬

১০। **সেলিম আল দীনের নাটক (ঢাবি খ'০৭-০৮)**
ক.স্বপ্নমঙ্গল খ.কেরামত মঙ্গল
গ. র্ন্দ্রমঙ্গল ঘ. মনসা মঙ্গল

১১। **'এ গোল্ডেন এজ' উপন্যাসটির রচয়িতা (ঢাবি ঘ'০৭-০৮)**
ক.তাহমিমা আনাম খ.মনিকা আলী
গ. সৈয়দা মজুর্ল ইসলাম ঘ. এঁদের কেউ নন

১২। **বাংলা পিডিয়া-র প্রকাশক (ঢাবি ঘ'০৭-০৮)**
ক. বাংলা একাডেমী খ.ইউপিএল
গ. এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ
ঘ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৩। **'অপরাজেয় বাংলা'র ভাস্কর (ঢাবি ঘ'০৭-০৮)**
ক.লুই কান খ.নিতুন কুন্ডু
গ. শামীম সিকদার ঘ. সৈয়দ আবদুল- াহ খালেদ

১৪। **কোন্ সংস্থা ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্ড়র্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষনা করে? (ঢাবি ঘ'০৭-০৮)**
ক.UNICEF খ.UNESCO
গ. ILO ঘ. UNIFEM

১৫। **কান্ড়জী'র মন্দিরের অবস্থান (ঢাবি ঘ'০৭-০৮)**
ক.নাটোর খ.দিনাজপুর গ. সিলেট ঘ. রংপুর

১৬। **কোন্ গ্রন্থটির লেখক হাসান আজিজুল হক? (ঢাবি খ'০৬-০৭)**
ক.আগুনপাখি খ.বরফগলা নদী
গ. কাঁদো নদী কাঁদো ঘ. খোয়াবনামা

১৭। **কাজী নজর্ল ইসলাম সম্পাদিত পত্রিকা (ঢাবি খ'০৬-০৭)**
ক.সওগাত খ.কলে- াল গ. মোহম্মদী ঘ. লাঙ্গল

১৮। **আলোকিত মানুষ তৈরির কর্মসূচি কোন্ সংগঠনের? (ঢাবি খ'০৬-০৭)**
ক.ব্র্যাক খ.এশিয়াটিক সোসাইটি
গ. বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র ঘ. গ্রামীণ ব্যাংক

১৯। **বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয় - (ঢাবি ঘ'০৬-০৭)**
ক.১৯৪৮ খ.১৯৫২ গ. ১৯৫৫ ঘ. ১৯৬২

২০। **'সংগ্রাম' চিত্রকর্মের শিল্পী-(ঢাবি ঘ'০৬-০৭)**
ক.এস এম সুলতান খ.জয়নুল আবেদীন
গ. কামর্ল হাসান ঘ. যামিনী রায়

২১। **বাংলা নববর্ষ 'পহেলা বৈশাখ' চালু করেছিলেন্ (ঢাবি ঘ'০৬-০৭)**
ক.লক্ষণ সেন খ.বিজয় সেন
গ. সম্রাট আকবর ঘ. সম্রাট শাহজাহান

২২। **'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয় - (ঢাবি ঘ'০৬-০৭)**
ক.১৮১৮ খ.১৮১৯ গ. ১৯২০ ঘ. ১৮২১

২৩। **আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর গ্রন্থটির রচয়িতা- (ঢাবি খ'০৬-০৭)'**
ক.ড. মুহাম্মদ শহীদুল- াহ খ.আবুল মনসুর আহমদ
গ. আবুল ফজল ঘ. আবুল কালাম শামসুদ্দীন

২৪। **গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' প্রকাশ করেছিলেন- (ঢাবি ঘ'০৬-০৭)**
ক.রাজা রামমোহন রায় খ.দীনবন্ধু মিত্র
গ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঘ. কাঙ্গাল হরিনাথ

২৫। **'খোয়াবনামা' উপন্যাসের লেখক (ঢাবি ঘ'০৫-০৬)**
ক.সৈয়দ ওয়ালীউল- াহ খ.শহীদুল- াহ কায়সার
গ. আখতার্জ্জামান ইলিয়াস ঘ. শওকত ওসমান

২৬। **'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রের নির্মাতা (ঢাবি ঘ'০৫-০৬)**
ক.আলমগীর কবির খ.জহির রায়হান
গ. খান আতাউর রহমান ঘ. চাষী নজর্ল ইসলাম

২৭। **দ্য ক্রুয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ গ্রন্থের রচয়িতা- (ঢাবি খ'০৪-০৫)**
ক.সায়মন ড্রিং খ.আর্চার কে ব- াড
গ. এ্যান্থনি মাসকারেনহাস ঘ. এ্যালেন গিন্সবার্গ

২৮। **বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা- (ঢাবি খ'০৪-০৫)**
ক.এপি খ.রয়টার্স
গ. ইউএনবি ঘ. এএফপি

২৯। **বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন- (ঢাবি খ'০৪-০৫)**
ক.ধম্মপদ খ.চর্যাপদ

courstika

গ. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঘ. পদ্মাবতী

৩০। মাটির ময়না ছবির পরিচালক - (ঢাবি খ'০৪-০৫)
ক.মাসুদ রানা খ.আ: রাজ্জাক
গ. তারেক মাসুদ ঘ. কাজী মারুফ

৩১। বাংলা ভাষাকে দেশের দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা দিয়েছে - (ঢাবিখ'০৪-০৫)
ক.লাইবেরিয়া খ.নামিবিয়া
গ. হাইতি ঘ. সিয়েরা লিওন

৩২। সংস্কৃতি হল একটি - (ঢাবি খ'০৪-০৫)
ক.বিনোদন মাধ্যম খ.জীবনপ্রণালী
গ. শিল্পকলা ঘ. নাট্যকলা

৩৩। দি ডেইলি স্টার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক - (ঢাবি ঘ'০৪-০৫)
ক.মাহফুজ আনাম খ.কে. এম. এ. মুনীম
গ. এস.এম. আলী ঘ. আবদুস সালাম

৩৪। আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো .....গানটির সুরকার - (ঢাবি ঘ'০৪-০৫)
ক.আবদুল লতিফ খ.আবদুল আহাদ
গ. আফতাফ মাহমুদ ঘ. আবদুল গাফফার চৌধুরী

৩৫। 'ম্যাডোনা ১৯৪৩' হলো - (ঢাবি ঘ'০৪-০৫)
ক.কামরুল হাসানের চিত্রকর্ম
খ.রশীদ চৌধুরীর টেরাকোটা
গ. জয়নুল আবেদীনের চিত্রকর্ম
ঘ. জহির রায়হানের চলচ্চিত্র

৩৬। 'বনি আদম' গ্রন্থের রচয়িতা - (ঢাবি ঘ'০৪-০৫)
ক.মীর মোশাররফ হোসেন
খ.ইসমাইল হোসেন সিরাজী
গ. ফররুখ আহমদ ঘ. গোলাম মোস্তফা

৩৭। গম্ভীরা কোন্ অঞ্চলের সঙ্গীত? - (ঢাবি ঘ'০৪-০৫)
ক.রংপুর খ.সিলেট গ. রাজশাহী ঘ. চট্টগ্রাম

৩৮। ঢাকার বিখ্যাত তারা মসজিদ কে নির্মাণ করেন? - (ঢাবি খ'০৩-০৪)
ক.শায়েস্তা খান খ.পরী বিবি
গ. শের শাহ ঘ. ঈশা খাঁ

৩৯। আনন্দ বিহার কোথায় অবস্থিত? - (ঢাবি খ'০৩-০৪)
ক.ময়নামতি খ.পাহাড়পুর
গ. মহাস্থানগড় ঘ. সোনারগাঁও

৪০। কবর নাটকটি সর্ব প্রথম অভিনীত হয় -(ঢাবি খ'০৩-০৪)
ক.বাংলাদেশ টেলিভিশনে খ.কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে
গ. ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ঘ. রমনা বটমূলে

৪১। রম্য রচনার লেখক হিসেবে সুপরিচিত -(ঢাবি খ'০৩-০৪)
ক.প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ খ.গাজী শামসুর রহমান
গ. সৈয়দ মুজতবা আলী ঘ. মুহাম্মদ আবদুল হাই

৪২। From Purdah to Parliament গ্রন্থের লেখক- (ঢাবি খ'০৩-০৪)
ক.অরুন্ধতী রায় খ.সালমান রুশদি
গ. শায়েস্তা ইকরামউল্লাহ ঘ. সুফিয়া কামাল

৪৩। সোমপুর বিহার কোথায় অবস্থিত? - (ঢাবি ঘ'০৩-০৪)
ক.ময়নামতি খ.মহাস্থানগড়
গ. বাগেরহাট ঘ. পাহাড়পুর

৪৪। 'মাটির ময়না' চলচ্চিত্রের পরিচালক কে? (ঢাবি ঘ'০৩-০৪)
ক.হুমায়ুন আহমেদ খ.তারেক মাসুদ
গ. তানভীর মোকাম্মেল ঘ. আমজাদ হোসেন

৪৫। বাংলাদেশের কোন্ শিল্পী দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকে বিখ্যাত হন? (ঢাবি ঘ'০৩-০৪)
ক.জয়নুল আবেদীন খ.এস.এম.সুলতান
গ. কামরুল ইসলাম ঘ. শফিউদ্দিন আহমেদ

৪৬। বাংলাদেশে কোথায় হিন্দুদের একটি তীর্থস্থান আছে? - (ঢাবি খ'৯৬-৯৭)
ক.নারায়নগঞ্জ খ.জগন্নাথগঞ্জ
গ. লাঙ্গলবন্ধ ঘ. গৌরিপুর

৪৭। গ্রন্থের একটি পদ্ধতিগত তালিকাকে বলা হয় - (ঢাবি খ'০২-০৩)
ক.জীবনপুঞ্জি খ.তালিকা গ. গ্রন্থপুঞ্জি ঘ. নির্ঘন্ট

৪৮। নীলদর্পণ প্রথম মঞ্চস্থ হয়- (ঢাবি খ'০২-০৩)
ক.ঢাকা খ.কলকাতা গ. চট্টগ্রাম ঘ. বরিশাল

৪৯। বাংলাদেশের প্রথম সিনেমা হল-(ঢাবি খ'০২-০৩)
ক.পিকচার হাউস খ.শাবিস্তান
গ. রূপমহল ঘ. গুলিস্তান

৫০। ব্যঙ্গ চিত্রশিল্পী হিসেবে অধিক পরিচিত- (ঢাবি খ'০২-০৩)
ক.রফিকুন্নবী খ.হাশেম খাঁন
গ. কাইয়ুম চৌধুরী ঘ. এস এম সুলতান

৫১। বাংলাদেশের বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী- (ঢাবি খ'০২-০৩)
ক.বারী মজুমদার খ.আব্দুল আলিম
গ. সোহরাব হোসেন ঘ. সৈয়দ আব্দুল হাদি

৫২। নিচের কোন নাটকটি মঞ্চায়ন করা হয় একটি কারাগারে? (ঢাবি খ'০১-০২)
ক.কারাগার খ.কবর
গ. নীলদর্পণ ঘ. সিরাজউদ্দৌলা

৫৩। কমলাপুর রেল স্টেশনের স্থপতি কে? (ঢাবি খ'০১-০২)
ক.এফ আর খান খ.বব বোই
গ. লুই কান ঘ. মাজহারুল ইসলাম

৫৪। বাংলাদেশ ভূখন্ড থেকে প্রকাশিত স্থপতি কে? (ঢাবি খ'০১-০২)
ক.বরিশাল হিতৈষী খ.সমাচার দর্পণ
গ. ঢাকা প্রকাশ ঘ. রঙ্গপুর বার্তবহ

৫৫। পাঁচ বিবির মাজার কোথায়? (ঢাবি খ'০১-০২)
ক.সোনারগাঁও খ.লালবাগ
গ. চট্টগ্রাম ঘ. সিলেট

৫৬। 'খোয়াবনামা'র লেখক কে? (ঢাবি খ'০১-০২)
ক.আখতারুজ্জমান ইলিয়াস

খ.মাওলানা আতাহার আলী
গ. মুন্সী মেহের‍ুল- াহ ঘ. নজীবর রহমান সাহিত্যরত্ন

৫৭। **বিলোনিয়া সীমান্ড় কোন জেলার অন্তর্ভুক্ত? (ঢাবি খ'০০-০১)**
ক.সাতক্ষীরা খ.যশোহর গ. ফেনী ঘ. সিলেট

৫৮। **পাহাড়পুর খনন কার্যের ফলে প্রাপ্ত ধ্বংশাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে সংস্কৃতির নিদর্শন। (ঢাবি খ'০০-০১)**
ক.হিন্দু খ.মুসলিম গ. খ্রিস্টান ঘ. বৌদ্ধ

৫৯। **ফুড কনফারেন্স গ্রন্থের রচয়িতা - (ঢাবি খ'০০-০১)**
ক.আবুল কালাম শামসুদ্দীন খ.আবুল মনসুর আহমদ
গ. আবুল ফজল ঘ. মাহবুবুল আলম

৬০। **সত্যজিৎ রায় হচ্ছেন- (ঢাবি খ'০০-০১)**
ক.একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা খ.একজন সঙ্গীত পরিচালক
গ. একজন লেখক ঘ. উপরের সবগুলোই

৬১। **"নবীবংশ" কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে? (ঢাবি খ'০০-০১)**
ক.শাহ মুহম্মদ সগীর খ.কায়কোবাদ
গ. সৈয়দ সুলতান ঘ. আলাওল

৬২। **'বিশ্বনবী' গ্রন্থের রচয়িতা কে? (ঢাবি খ' ৯৯-০০)**
ক.মাওলানা আকরাম খাঁ খ.গোলাম মোস্ড়ফা
গ. মোঃ বরকমুল- াহ ঘ. শেখ আবদুর রহিম

৬৩। **বাংলাদেশের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক স্থান হল- (ঢাবি খ' ৯৯-০০)**
ক.ময়নামতি খ.পাহাড়পুর
গ. মহাস্থানগড় ঘ. সোনারগাঁও

৬৪। **বিখ্যাত ভারতীয়-বৃটিশ সাহিত্যিক নীরদ, সি চৌধুরীর পৈতৃক বাসভূমি কোথায়? (ঢাবি খ' ৯৯-০০)**
ক.পশ্চিমবাংলার কৃষ্ণনগরে
খ.পশ্চিম বাংলার কলিকাতায়
গ. বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জে
ঘ. বাংলাদেশের বিক্রমপুরে

৬৫। **"আসাদের শার্ট" কবিতাটির রচয়িতা কে? (ঢাবি খ' ৯৯-০০)**
ক.শাসুর রাহমান খ.আবু জাফর ওবায়দুল- াহ
গ. সিকানদার আবু জাফর ঘ. নির্মলেন্দু গুণ

৬৬। **বৈরাগীর ভিটা কোথায় অবস্থিত? (ঢাবি ঘ' ৯৯-০০)**
ক.বগুড়া খ.দিনাজপুর
গ. রাজশাহী ঘ. চট্টগ্রাম

৬৭। **কার্জন হল কবে নির্মিত হয়? (ঢাবি ঘ' ৯৯-০০)**
ক.১৯২৭ সালে খ.১৯০৫ সালে
গ. ১৯০৪ সালে ঘ. ১৯২৪ সালে

৬৮। **জাতীয় স্মৃতিসৌধের উচ্চতা কত? (ঢাবি ঘ' ৯৯-০০)**
ক.৪৬.৫ মিটার খ.৫০ মিটার
গ. ৬৫.৭ মিটার ঘ. ৪০ মিটার

৬৯। **বাসস কি? (ঢাবি ঘ' ৯৮-৯৯)**
ক.একটি পুস্ড়কের নাম খ.একটি সংবাদ সংস্থা
গ. একটি ঔষধ কোম্পানি ঘ. একটি বহুজাতিক সংস্থা

৭০। **'সংস্কৃতি' বলতে কি বোঝায়? (ঢাবি খ' ৯৭-৯৮)**
ক.মার্জিত আচরণ খ.সার্বিক জীবনাচরণ
গ. শিল্প ও সাহিত্য ঘ. উন্নত জীবনধারা

৭১। **বাংলাদেশ একাডেমী ফর র‍ুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট (BARD) এর প্রতিষ্ঠাতা- (ঢাবি খ' ৯৭-৯৮)**
ক.এ.কে.ফজলুল হক
খ.মাওলানা হামিদ খান ভাসানী
গ. মাহবুবুল আলম চাষী
ঘ. অধ্যক্ষ আখতার হামিদ খান

৭২। **নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে কোনটি প্রথম ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়? (ঢাবি খ' ৯৭-৯৮)**
ক.জমিদার দর্পণ খ.দুর্গেশ নন্দিনী
গ. নীল দর্পণ ঘ. অগ্নি-বীনা

৭৩। **'মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা কোন ধরনের অধিকার? (ঢাবি খ' ৯৭-৯৮)**
ক.সামাজিক অধিকার খ.প্রাকৃতিক অধিকার
গ. রাজনৈতিক অধিকার ঘ. জন্মগত অধিকার

৭৪। **'গম্ভীরা' বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের লোকসঙ্গীত? (ঢাবি খ' ৯৭-৯৮)**
ক.সিলেট খ.বগুড়া গ. চট্টগ্রাম ঘ. রাজশাহী

৭৫। **ময়নামতি বৌদ্ধবিহার কত সালে খনন করা হয়? (ঢাবি ঘ' ৯৭-৯৮)**
ক. ১৯৫৫ সালে খ. ১৯৭২ সালে
গ. ১৯৪০ সালে ঘ. ১৯৪৮ সালে

৭৬। **কোন সালে প্রথম সরকারিভাবে Dacca বানানটি পরিবর্তন করে Dhaka করা হয়? (ঢাবি খ' ৯৬-৯৭)**
ক.১৯৮২ সালে খ.১৯৮৮ সালে
গ. ১৯৭৮ সালে ঘ. ১৯৭৬ সালে

৭৭। **নিচের বইগুলোর কোনটি কাজী নজর‍ুল ইসলাম লিখেছেন? (ঢাবি খ' ৯৬-৯৭)**
ক.মহুয়া খ.সন্ধ্যা সংগীত
গ. সন্ধ্যা ঘ. কুহু ও কেকা

উত্তরমালা

০১. গ	০২. ঘ	০৩. গ	০৪. ক	০৫. ক	০৬. ঘ	০৭. ক
০৮. ক	০৯. খ	১০. খ	১১. ক	১২. গ	১৩. ঘ	১৪. খ
১৫. খ	১৬. ক	১৭. ঘ	১৮. গ	১৯. গ	২০. খ	২১. গ
২২. ক	২৩. খ	২৪. ঘ	২৫. গ	২৬. খ	২৭. খ	২৮. গ
২৯. খ	৩০. গ	৩১. ঘ	৩২. খ	৩৩. গ	৩৪. গ	৩৫. গ
৩৬. ঘ	৩৭. গ	৩৮. ক	৩৯. ক	৪০. গ	৪১. গ	৪২. খ
৪৩. ঘ	৪৪. খ	৪৫. ক	৪৬. গ	৪৭. ঘ	৪৮. ক	৪৯. গ
৫০. ক	৫১. ক	৫২. খ	৫৩. খ	৫৪. গ	৫৫. ক	৫৬. ক
৫৭. গ	৫৮. ঘ	৫৯. খ	৬০. ঘ	৬১. গ	৬২. খ	৬৩. গ
৬৪. গ	৬৫. ক	৬৬. ক	৬৭. গ	৬৮. ক	৬৯. খ	৭০. খ
৭১. ঘ	৭২. গ	৭৩. ক	৭৪. ঘ	৭৫. ক	৭৬. খ	৭৭. গ

আগে নিজে চেষ্টা কর,

courstika

পরে সঠিক উত্তর জেনে নাও

০১। হিলি স্থলবন্দরটি কোথায় অবস্থিত?
ক.সাতক্ষীরা খ.দিনাজপুর গ. চুয়াডাঙ্গা ঘ. ময়মনসিংহ

০২। বাংলাদেশের "স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ" কবে গঠন করা হয়?
ক.১৯৯৯ খ.২০০০ গ. ২০০১ ঘ. ১৯৯৭

০৩। "চিম্বুক পাহাড়" কোথায় অবস্থিত?
ক.খাগড়াছড়ি খ.বান্দরবান
গ. রাজশাহী ঘ. সিলেট

০৪। বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে কত সালে?
ক.১৯৭২ খ.১৯৯৫ গ. ১৯৭৮ ঘ. ১৯৮০

০৫। "জাতীয় শিক্ষক দিবস" কত তারিখে পালন করা হয়?
ক.১৫ নভেম্বর খ.১৯ জানুয়ারী
গ. ৭ নভেম্বর ঘ. ১৭ মার্চ

০৬। "জাহান্নাম হতে বিদায়" উপন্যাসটি কার লেখা?
ক.শওকত ওসমান খ.জহির রায়হান
গ. আনোয়ার পাশা ঘ. আল মাহমুদ

০৭। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
ক.১৯৭৫ খ.১৯৭২ গ. ১৯৭৩ ঘ. ১৯৭৪

০৮। "পানিহাটা দীঘি" কোথায় অবস্থিত?
ক.নরসিংদী খ.শেরপুর গ. রাজশাহী ঘ. নওগাঁ

০৯। আধুনিক গণতন্ত্রের জনক কে?
ক.মন্টেস্কু খ.কাল মার্কস
গ. জন লক ঘ. লামব্রোবসা

১০। "সামাজিক চুক্তি" মতবাদা প্রবক্তা কে?
ক.এডাম স্মিথ খ.জ্যাক রুশো
গ. মন্টেস্কু ঘ. ডেভিড রিকার্ডো

১১। "গুনরাজ খান" কার উপাধি?
ক.বাহারাম খান খ.মালাধর বসু
গ. মধুসূদন দত্ত ঘ. মধুসূদন মজুমদার

১২। "রামায়ন" মহাকব্যটির রচয়িতা কে?
ক.বেদব্যাস খ.নবীনচন্দ্র সেন
গ. বাল্মীকি ঘ. যোগীন্দ্রনাথ বসু

১৩। "ঘোড়াদীঘি" কোথায় অবস্থিত?
ক.রাজশাহী খ.বাগেরহাট গ. নওগাঁ ঘ. দিনাজপুর

১৪। "দীপু নাম্বার টু" শিশুতোষ চলচিত্রটি কে নির্মাণ করেন?
ক.জহির রায়হান খ.মোরশেদুল ইসলাম
গ. আনোয়ার হোসেন ঘ. আওলাদ খান

১৫। ঢাকা জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
ক.১৯৭২ খ.১৯১৩ গ. ১৯১৯ ঘ. ১৯১০

১৬। "সব কটি জানালা খুলে দাও না"। গানটির সুরকার কে?
ক.দ্বিজেন্দ্রলাল খ.আপেল মাহমুদ
গ. নজরুল ইসলাম বাবু ঘ. কোনটিই নয়

১৭। নিম্নের কোনজন 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন?
ক.প্রথম চৌধুরী খ.বিষ্ণু দে
গ. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ঘ. মোজাম্মেল হক

১৮। ১ ও ৫ টাকার ধাতব মুদ্রা তৈরি করা হয় কোথা থেকে?
ক.জার্মানী খ.কানাডা গ. অস্ট্রেলিয়া ঘ. জাপান

১৯। বাংলাদেশে মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু হয় কত সালে?
ক.১৯৯০ খ.১৯৯১ গ. ১৯৮৮ ঘ. ১৯৮৬

২০। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের কার্যাকাল কত বছর?
ক.৬০ বছর খ.৬২ বছর গ. ৬৫ বছর ঘ. ৬৭ বছর

২১। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র A STATE IN BOM এর পরিচালক কে?
ক.দিলদার হোসেন খ.আবু সায়ীদ
গ. মোস্তফা কামাল ঘ. জহির রায়হান

২২। বাংলাদেশের জাতীয় দিবস কোনটি?
ক.২৫ মার্চ খ.১৬ ডিসেম্বর
গ. ২৬ মার্চ ঘ. ২ মার্চ

২৩। 'নির্মল চর' কোথায় অবস্থিত?
ক.নাটোর খ.রাজশাহী গ. রংপুর ঘ. বরিশাল

২৪। 'ভবানীগঞ্জের' বর্তমান নাম কি?
ক.ভোলা খ.গাইবান্ধা গ. সিলেট ঘ. হবিগঞ্জ

২৫। বাংলাদেশের প্রথম মহিলা কুটনীতিক কে?
ক.মাহমুদা হক চৌধুরী খ.সুফিয়া আখতার
গ. তাহমিনা খান ডলি ঘ. নাজমুন আরা বেগম

২৬। সার্কভূক্ত কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই?
ক.মালদ্বীপ খ.নেপাল গ. ভুটান ঘ. শ্রীলংকা

২৭। ১০ টাকার পলিমার নোট কোন দেশ থেকে তৈরি করা হয়?
ক.জার্মানি খ.অস্ট্রেলিয়া গ. জাপান ঘ. সুইডেন

২৮। "প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড" কত সালে গঠিত হয়?
ক.১৯৯২ খ.১৯৯৩ গ. ১৯৯০ ঘ. ১৯৯১

২৯। বর্তমানে বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য প্রদান করে কোন দেশ?
ক.অস্ট্রেলিয়া খ.জাপান
গ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘ. বৃটেন

৩০। বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বি.আর.টি.সি. কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক.১৯৬০ খ.১৯৬৫ গ. ১৯৬২ ঘ. ১৯৬১

৩১। ভৈরব ব্রীজ কোন নদীর উপর অবস্থিত?
ক.পদ্মা খ.মেঘনা গ. যমুনা ঘ. কর্ণফুলী

৩২। "ভাটিয়ালী" বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের গান?
ক.রংপুর খ.ময়মনসিংহ
গ. রাজশাহী ঘ. সিলেট

৩৩। "শিশু একাডেমী" প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
ক.১৯৭৬ খ.১৯৭৭ গ. ১৯৮৮ ঘ. ১৯৯২

৩৪। "মাতা, মাতৃভাষা আর মাতৃভূমি- প্রত্যেক মানুষের পরম শ্রদ্ধার বস্তু" উক্তিটি কার?
ক.ড.মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খ.রবি ঠাকুর

courstika

গ. কাজী নজরুল ইসলাম ঘ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

৩৫। **"আমির হামজা" কাব্যটি রচনা করেন -**
ক.সৈয়দ আমির আলী খ.ফকির গরিবুল্লাহ
গ. শাহ মুহাম্মদ সগীর ঘ. কায়কোবাদ

৩৬। **শেষ লেখা কি?**
ক.কাব্য খ.গ্রন্থ
গ. পত্রকাব্য ঘ. নাট্যকাব্য

৩৭। **'সংশপ্তক' এর রচয়িতা -**
ক.কাজী এনামুল হক খ.শহীদুল্লাহ কায়সার
গ. আবদুল হাকিম ঘ. টেকচাঁদ ঠাকুর

৩৮। **"বঙ্গবন্ধু পদক" দেওয়া হয় কোন ক্ষেত্রে?**
ক.স্বাধীনাত ক্ষেত্রে অবদানের জন্য খ.কৃষি ক্ষেত্রে
গ. বিজ্ঞান ক্ষেত্রে ঘ. চিকিৎসা ক্ষেত্রে

৩৯। **হিযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরটি স্থপতি-**
ক.লারোস খ.শামীম শিকদার
গ. হামিদুজ্জামান ঘ. লুই-আই-কান

৪০। **সোনারগাঁও এর পূর্ব নাম কি?**
ক.সোনাপুর খ.সুধারাম গ. সুবর্ণগ্রাম ঘ. চন্দ্রদ্বীপ

৪১। **বাংলাদেশের জাতীয় মহিলা ক্রীড়া উন্নয়ন সংস্থা কবে গঠিত হয়?**
ক.১৯৭১ খ.১৯৭২ গ. ১৯৭৬ ঘ. ১৯৭৬

৪২। **শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয় -**
ক.১৬ ডিসেম্বর খ.১৪ ডিসেম্বর
গ. ২৬ মার্চ ঘ. ৩১ ডিসেম্বর

৪৩। **"ক্রীতদাসের হাসি" কার লেখা?**
ক.শওকত ওসমান খ.সুভাষ চন্দ্র বসু
গ. বুদ্ধদেব বসু ঘ. জীবনানন্দ দাস

৪৪। **হিরণ পয়েন্ট কি?**
ক.একটি ক্রীড়া সংস্থা খ.একটি বিখ্যাত সাহিত্য
গ. একটি মনোরম স্থান ঘ. একটি মাদক দ্রব্য

৪৫। **সংশপ্তক কোথায় অবস্থিত?**
ক.ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
খ.রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে
গ. জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে
ঘ. চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে

৪৬। **বাংলাদেশে কোন স্পীকার পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন?**
ক.মোহাম্মদ উল্লাহ খ.শামসুল হুদা চৌধুরী
গ. শাহ আবদুল হামিদ ঘ. হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী

৪৭। **নর্থবেঙ্গল পেপার মিলে ব্যবহৃত কাঁচামাল কি?**
ক.বাঁশ খ.আখের ছোবড়া
গ. খড় ঘ. পাটখড়ি

৪৮। **খাজা আবদুল গণি কর্তৃক আহসান মঞ্জিল নির্মিত হয় কত সালে?**

GK Book ***F-19***

ক.১৮৩২ খ.১৮৬২ গ. ১৮৭২ ঘ. ১৮৮২

৪৯। **ছোট সোনা মসজিদ কোথায় অবস্থিত?**
ক. চাপাই নবাবগঞ্জ খ.সিলেট
গ. ঢাকা ঘ. বাগেরহাট

৫০। **বাংলাদেশ বিজ্ঞান যাদুঘর ঢাকার কোথায় অবস্থিত?**
ক.গুলিস্তান খ.আগারগাঁও
গ. সেগুনবাগিচা ঘ. ধানমন্ডি

৫১। **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজিব হল সংলগ্ন "মা ও শিশু" স্থাপত্য কর্মটির স্থপতি কে?**
ক.হামিদুজ্জামান খ.মঈনুল হোসেন
গ. শামীম শিকদার ঘ. নভেরা আহমেদ

৫২। **"সার্ক ফোয়ারা" নিতুন কুন্ডু'র একটি বিখ্যাত স্থাপত্যকর্ম, ইহা ঢাকায় কোথায় অবস্থিত?**
ক.তেজগাঁও খ.পান্থপথ
গ. জিগাতলা ঘ. মতিঝিল

৫৩। **"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো" গানটির প্রথম সুরকার কে ছিলেন?**
ক.আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী খ.আলতাফ মাহমুদ
গ. আব্দুল লতিফ ঘ. মাহবুব আলম চৌধুরী

৫৪। **নিম্নের কোন জন "ভাষা সৈনিক" হিসেবে খ্যাত?**
ক.আব্দুল জব্বার খ.আব্দুস সালাম
গ. ক + খ উভয়ই ঘ. গাজীউল হক

৫৫। **"কাজী নজরুল ইসলাম চত্বর" কোথায় অবস্থিত?**
ক.ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ সংলগ্ন
খ.বাংলা একাডেমীতে গ. শহীদ মিনার সংলগ্ন
ঘ. কবি নজরুল কলেজের পেছনে

৫৬। **বাংলাদেশ কত সালে স্বাক্ষরতা পুরস্কার লাভ করে?**
ক.১৯৯৮ খ.১৯৯৯
গ. ২০০০ ঘ. ১৯৯৭

৫৭। **"বন্দী শিবির থেকে" কাব্য গ্রন্থটি রচনা করেন কে?**
ক.নজরুল ইসলাম খ.প্রমথ চৌধুরী
গ. শামসুর রাহমান ঘ. গোলাম মোস্তফা

৫৮। **বঙ্গভবন কি?**
ক.প্রধানমন্ত্রীর বাস ভবন খ.রাষ্ট্রপতির বাসভবন
গ. রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন ঘ. স্পীকারের বাসভবন

৫৯। **নিম্নের কোন্ সংসদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল না?**
ক.তৃতীয় খ.চতুর্থ গ. পঞ্চম ঘ. ষষ্ঠ

৬০। **"শিশু স্বর্গ" কোথায় অবস্থিত?**
ক.ঢাকা খ.ময়মনসিংহ গ. নড়াইল ঘ. খুলনা

৬১। **"আমি বিজয় দেখেছি" মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থটির রচয়িতা কে?**
ক.জাহানারা ইমাম খ.এম.আর.আকতার মুকু
গ. সামসুল হুদা চৌধুরী ঘ. শেখ হাসিনা

৬২। **ঐতিহ্যবাহী 'তাজহাট জমিদার বাড়ি' কোথায় অবস্থিত?**
ক.দিনাজপুর খ.রংপুর গ. বগুড়া ঘ. টাঙ্গাইল

উত্তরমালা

বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত যেকোন সাধারণ জ্ঞানের PDF শীট ডাউনলোড করতে
ভিজিট করো ► www.courstika.com

০১. খ	০২. গ	০৩. খ	০৪. খ	০৫. খ	০৬. ক	০৭. খ
০৮. খ	০৯. গ	১০. খ	১১. খ	১২. গ	১৩. খ	১৪. খ
১৫. খ	১৬. গ	১৭. গ	১৮. খ	১৯. খ	২০. ঘ	২১. ঘ
২২. খ	২৩. খ	২৪. খ	২৫. গ	২৬. ক		২৭. ক
	২৮. খ	২৯. খ	৩০. ঘ	৩১. খ	৩২. খ	৩৩. খ
	৩৪. ক	৩৫. খ	৩৬. গ	৩৭. খ	৩৮. খ	৩৯. ক
	৪০. গ	৪১. খ	৪২. খ	৪৩. ক	৪৪. গ	৪৫. গ
	৪৬. ক	৪৭. খ	৪৮. গ	৪৯. ক	৫০. খ	৫১. ঘ
	৫২. খ	৫৩. গ	৫৪. ঘ	৫৫. খ	৫৬. ক	৫৭. গ
	৫৮. খ	৫৯. খ	৬০. গ	৬১. খ	৬২. খ	

লেকচার ১২

বিশ্বসভ্যতার পরিচিতি

গ্রীক সভ্যতা

- **প্রথম নগর রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে-** গ্রীক সভ্যতায় (গ্রীসের এথেন্স ও স্পার্টায়)।
- **নদীর তীরে গড়ে উঠেনি-** গ্রীক সভ্যতা।
- **গ্রীকদের অবদান ছিল-** সভ্যতার ক্ষেত্রে।
- **সভ্যতা ছাড়া গ্রীকদের অবদান ছিল-** জ্যামিতি (উপপাদ্য), গণিত ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে।
- **গ্রীক সভ্যতার অন্যতম অবদান-** গণতন্ত্র।

মিশরীয় সভ্যতা

- **মিশরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল-** নীলনদের তীরে।
- **সভ্যতায় মিশরীয়দের প্রথম অবদান-** কৃষিকাজ।
- **সভ্যতায় মিশরীয়দের অবদান ছিল-** পিরামিড, লিখন পদ্ধতি, জ্যোতির্বিদ্যা।
- **মিশরীয়দের লিখন পদ্ধতির নাম-** হায়রোগি- ফিক্স।
- **প্রাচীন মিশরীয় রাজাদের বলা হত-** ফারাও।
- **নগর সভ্যতার সূচনা ঘটে-** মিশরে।
- **৩৬৫ দিনে বছর ৩০ দিনে মাস গণনা শুরু করে-** মিশরীয়রা।
- **মিশরীয়দের সবচেয়ে বড় পিরামিডের নাম-** ফারাও খুফুর পিরামিড।
- **ফারাওদের মৃতদেহকে পচনের হাত থেকে রক্ষার জন্য মিশরীয়রা তৈরি করে-** মমি (পিরামিড)।
- **ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলা হত-** মিশরীয়দেরকে।
- **পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম এক ঈশ্বরের ধারণা দেন-** ফারাও ইখনাটন।
- **"মিশরকে নীল নদের দান" বলে অভিহিত করেছেন-** হেরোডোটাস।

মেসোপটেমিয়া সভ্যতা

- **মেসোপটেমিয়া সভ্যতা গড়ে উঠে-** ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদীর তীরে।
- **বর্তমানে মেসোপটেমিয়া বলতে বুঝায়-** ইরাককে।
- **পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা-** মেসোপটেমিয়া সভ্যতা।
- **মেসোপটেমিয়া সভ্যতার পর্যায় ছিল-** ৪টি (সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, অ্যাসেরীয় ও ক্যালডীয় সভ্যতা)।

সুমেরীয় সভ্যতা

- **মেসোপটেমিয়ায় গড়ে উঠা প্রাচীন সভ্যতা-** সুমেরীয় সভ্যতা।
- **সভ্যতায় সুমেরীয়দের অবদান ছিল-** লিখন পদ্ধতি (কিউনিফর্ম)।
- **সুমেরীয় রাজার পদবী ছিল-** লুগাস।
- **পাটিগণিতের গুণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন-** সুমেরীয়রা।

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

- **ব্যাবিলনীয় সভ্যতার স্থপতি-** আমেরাইট নেতা হাম্মুরাবী।
- **সভ্যতায় ব্যাবিলনীয়দের অবদান ছিল-** আইন প্রণয়ন।
- **ব্যাবিলনীয়দের আইন পরিচিত ছিল-** হাম্মুরাবীর আইন নামে।
- **সর্বপ্রথম পঞ্জিকা প্রচলন হয়-** ব্যাবিলনীয় সভ্যতায়।
- **ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান তৈরি করেন-** নেবুচাঁদ নেজার।
- **ব্যাবিলনীয় শূন্য উদ্যান বর্তমানে অবস্থিত-** ইরাকে।

অ্যাসেরীয় সভ্যতা

- **সভ্যতায় অ্যাসেরীয়দের অবদান-** যুদ্ধবিদ্যা, অস্ত্র ও হাতিয়ার তৈরি।
- **৩৬০° কোণ আবিষ্কার করেন-** অ্যাসেরীয়রা।
- **সর্বপ্রথম পৃথিবীকে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ ভাগ করেছিল-** অ্যাসেরীয় সভ্যতার লোকেরা।
- **পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম গোলন্দাজ বাহিনী গঠন করে-** অ্যাসেরীয়রা।

ক্যালডীয় সভ্যতা

- **সভ্যতায় ক্যালডীয়দের অবদান ছিল-** ব্যাবিলনের শূন্য (ঝুলন্ড) উদ্যান তৈরি।
- **৭ দিনে সপ্তাহ গণনা শুরু করেন-** ক্যালডীয়রা।
- **ক্যালডীয় সভ্যতার অপর নাম-** নতুন ব্যাবিলনীয় সভ্যতা।
- **ব্যাবিলনের শূণ্য উদ্যান তৈরি করেন-** নেবুচাঁদ নেজার।
- **সর্বপ্রথম বছরের দৈর্ঘ্য বের করেন-** ক্যালেডীয়রা।

সিন্ধু সভ্যতা

▲ **সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠে-** পাকিস্তানের মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে।
▲ **সিন্ধু সভ্যতায় নিদর্শন পাওয়া যায়-** পরিকল্পিত নগর ব্যবস্থায়।
▲ **সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়-** ১৯২২ সালে।
▲ **সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারক-** রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায়, স্যার জন মার্শাল, দয়া রাম সাহনী।
▲ **বাটখারা ব্যবহার শুরু হয়-** সিন্ধু সভ্যতায়।
▲ **সিন্ধু সভ্যতা গড়ে তুলেছিল-** দ্রাবিড় জাতি।
▲ **সিন্ধু সভ্যতা-** তাম্র যুগের।
▲ **সিন্ধু সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অবদান-** পরিমাপ পদ্ধতির উদ্ভাবন।

হিব্রু সভ্যতা

▲ **হিব্রু সভ্যতা গড়ে উঠে-** জেরুজালেম নগরীকে কেন্দ্র করে ।
▲ **সভ্যতায় হিব্রুদের অবদান-** ধর্ম প্রচার।
▲ **হিব্রু জাতি বর্তমানে বসবাস করে-** ইসরাইলে।
▲ **হিব্রু অর্থ-** নিচু বংশের লোক বা যাযাবর।
▲ **পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা-** হিব্রু।

পারস্য সভ্যতা

▲ **পারস্যের সবচেয়ে সফল শাসক ছিলেন-** দারিয়ুস।
▲ **সভ্যতায় পারস্যদের অবদান ছিল-** ধর্ম সংস্কার।
▲ **পারস্যের ধর্মের নাম ছিল-** জরথুষ্টবাদ।
▲ **'জরথুষ্ট' ছিলেন-** প্রাচীন ইরানীদের ধর্মগুরু।
▲ **প্রাচীনকালে পারস্য নামে পরিচিত ছিল-** ইরান।
▲ **পারস্য সভ্যতার অপর নাম-** একমেনিড সভ্যতা।

ফিনিশীয় সভ্যতা

▲ **ফিনিশীয়দের বর্ণমালা ছিল-** ২২টি।
▲ **সভ্যতায় ফিনিশীয়দের অবদান ছিল-** ব্যবসা-বাণিজ্য ও নৌকা তৈরি।
▲ **ফিনিশীয় সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান-** বর্ণমালা উদ্ভাবন।
▲ **ফিনিশীয় সভ্যতার বর্ণমালার সাথে বর্তমানকালের মিল রয়েছে-** বর্তমান কালের ব্যঞ্জন বর্ণমালার সাথে।

বাংলাদেশ নামের উৎপত্তি

▲ **বাঙালী জাতিকে বলা হয়-** নিষাদ জাতি।
▲ **বাঙালী জাতি-** শংকর জাতি।
▲ **সর্বপ্রথম 'বাঙ্গালা' শব্দ ব্যবহার করেন-** ঐতিহাসিক জিয়া-উদ-দীন বারণী।
▲ **সমগ্র বাংলা 'বঙ্গ' নামে ঐক্যবদ্ধ ছিল-** প্রাচীন আমলে।
▲ **সমগ্র প্রাচীন জনপদ একত্রিত করেন-** শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ।
▲ **মোঘল আমলে (সম্রাট আকবরের) বাংলা চিহ্নিত হয়েছিল-** সুবাহ-ঈ -বাঙ্গালা নামে।
▲ **সুবাহ-ঈ -বাঙ্গালা উলে-খ আছে-** আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে।
▲ **বাংলার প্রাচীন জনপদগুলোর জনগোষ্ঠীর ভাষা ছিল-** অস্ট্রিক।
▲ **বাংলা নামের উৎপত্তি-** বঙ্গ থেকে।
▲ **সুলতানী আমলে বাংলাকে বলা হত-** বাঙ্গালাহ।
▲ **পর্তুগীজরা বাংলাকে বলত-** বেঙ্গালা।
▲ **ইংরেজরা বাংলাকে বলত-** বেঙ্গল।
▲ **বাংলা পূর্ব বাংলা বা পূর্ব বঙ্গ নামে পরিচিতি পায়-** ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময়।
▲ **ইংরেজরা বাংলাকে বেঙ্গল বলত-** ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত।
▲ **ভারত বিভক্তির পর পূর্ব পাকিস্তান শব্দটি পাকিস্তানের সংবিধানে লিপিবদ্ধ হয়-** ১৯৫৬ সালের ২৩ শে মার্চ।
▲ **বাংলাদেশ শব্দটি ব্যবহার শুরু হয়-** ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল।
▲ **প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ বলতে বুঝায়-** আধুনিক মালদহ (কর্ণসুবর্ণ) অথবা মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটির নিকটবর্তী অঞ্চলকে।
▲ **বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে-** সম্রাট অশোকের আমলে।
▲ **আর্যদের ধর্মগ্রন্থের নাম-** বেদ।

বাংলার প্রাচীন জনপদসমূহ

▲ **বাংলার প্রাচীন উলে-খযোগ্য জনপদ-** বঙ্গ, পুণ্ড্র, গৌড়, সমতট, রাঢ় ও হরিকেল।
▲ **চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর বর্ণনা অনুযায়ী বাংলায় জনপদ ছিল-** ৫টি।
▲ **সর্বপ্রথম 'বঙ্গ' নাম পাওয়া যায়-** ঋগবেদের ঐতরেয় আরণ্যক গ্রন্থে।
▲ **জনপদসমূহের মধ্যে সুপ্রাচীন নাম-** পুণ্ড্র।
▲ **প্রাচীন পুন্ড্র জনপদের রাজধানী ছিল-** পুণ্ড্রনগর।
▲ **প্রাচীন পুণ্ড্র জনপদের স্বাধীন সত্তা বিলুপ্ত হয়-** মৌর্য সম্রাট অশোকের আমলে।
▲ **রাঢ়ের রাজধানী ছিল-** কোটিবর্ষ।
▲ **বঙ্গকে গঙ্গারিডাই বা গঙ্গারিড নাম দিয়েছেন-** গ্রীক দার্শনিক টলেমি।

প্রশ্ন-উত্তরে ইতিহাস

০১। মুসলমানদের মধ্যে কে প্রথম বাংলা জয় করেন?

বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত যেকোন সাধারণ জ্ঞানের PDF শীট ডাউনলোড করতে
ভিজিট করো ► www.courstika.com

উত্তর- ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী (১২০৪ সালে)।

০২। **বখতিয়ার খলজী কোন দেশের অধিবাসী ছিলেন?**
উত্তর- আফগানিস্হানের গরমিশরের (জাতি- তুর্কি)।

০৩। **কে সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রথম মুসলিম শাসনের সূচনা করেন?**
উত্তর- ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী।

০৪। **বখতিয়ার খলজীর বাংলা জয়ের সময় তার সাথে সৈন্যসংখ্যা ছিল কত?**
উত্তর- ১৮ জন অশ্বারোহী (বখতিয়ারসহ)।

০৫। **বখতিয়ার খলজী কোথায় রাজধানী স্থাপন করেন?**
উত্তর- গৌড়ে (লক্ষণাবতী), পরে দেবকোটে (দিনাজপুর।)

০৬। **বখতিয়ার খলজীর সময়ে দিল-ীর শাসক কে ছিলেন?**
উত্তর- কুতুবউদ্দীন আইবেক।

০৭। **বখতিয়ার খলজীর সময়ে গজনীর শাসনকর্তা কে ছিলেন?**
উত্তর- মুহম্মদ ঘুরী।

০৮। **বখতিয়ার খলজী কত সালে মারা যান?**
উত্তর- ১২০৬ সালে।

০৯। **বখতিয়ার খলজী কোথায় মারা যান?**
উত্তর- দেবকোটে (উত্তর দিনাজপুর)।

১০। **বখতিয়ার খলজীর সহচর আলী মর্দান স্বাধীনতা ঘোষণা করে কি উপাধি ধারণ করে?**
উত্তর- আলাউদ্দীন আলী শাহ।

১১। **মুসলিম রাজ্যের প্রথম স্বাধীন নৃপতি কে ছিলেন?**
উত্তর- আলাউদ্দীন আলী শাহ (আলী মর্দান খলজী)।

১২। **সুলতানদের মধ্যে কে প্রথম নৌবাহিনী গড়ে তুলেন?**
উত্তর- গিয়াসউদ্দীন ইওজ খলজী।

১৩। **হযরত শাহজালাল কোন দেশের অধিবাসী ?**
উত্তর- তুরস্ক।

১৪। **বাংলার সুলতানদের মধ্যে সর্বপ্রথম কোন সুলতান মুদ্রা চালু করেন?**
উত্তর- সুলতান গিয়াসউদ্দীন ইওয়াজ খলজী।

১৫। **বাংলায় প্রথম স্বাধীন সুলতানী যুগের সূচনা কে করেন?**
উত্তর-ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ।

১৬। **ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ সোনারগাঁয়ের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন কত সালে?**
উত্তর- ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে।

১৭। **সুলতানী আমলে প্রথম নারী শাসক কে ছিলেন?**
উত্তর- ইলতুৎমিশের কন্যা সুলতানা রাজিয়া।

১৮। **ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ-এর শাসনামলে কোন পর্যটক বাংলায় আসেন?**
উত্তর-ইবনে বতুতা।

১৯। **ইবনে বতুতা কোন দেশ থেকে বাংলায় আসেন?**
উত্তর- মরক্কো (উত্তর আফ্রিকা)।

২০। **ইবনে বতুতা বাংলাকে কি বলেছেন?**
উত্তর- 'দোযখপুর নিয়ামত বা ধনসম্পদ পূর্ণ নরক'।

২১। **ইবনে বতুতার লেখা গ্রন্থের নাম কি?**
উত্তর- কিতাবুল রেহালা।

২২। **দাম মুদ্রা কে চালু করেন?**
উত্তর- মুহম্মদ বিন তুঘলক।

২৩। **কোন সুলতান চট্টগ্রাম থেকে চাঁদপুর পর্যন্ড় সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ড় সড়ক নির্মাণ করেন?**
উত্তর- ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ।

২৪। **দিল-ীর কুতুব মিনার কে নির্মাণ করেন?**
উত্তর- কুতুবউদ্দীন আইবেক।

২৫। **দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?**
উত্তর- কুতুবউদ্দীন আইবেক।

২৬। **সুলতান মাহমুদ কতবার ভারত অভিযানে বের হন?**
উত্তর- ১৭ বার।

২৭। **সুলতান মাহমুদের সভাকবি কে ছিলেন?**
উত্তর- ফেরদৌসি।

২৮। **ইবনে বতুতার প্রকৃত নাম কি?**
উত্তর- আবু-আব্দুল- াহ মুহাম্মদ।

২৯। **ইবনে বতুতা কোন শাসকের সময়ে (১৩৩৩ সালে) দিল-ীতে আসেন?**
উত্তর- মুহম্মদ বিন তুঘলক।

৩০। **হোসেন শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান ছিলেন কে?**
উত্তর- আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (সৈয়দ হোসেন)।

৩১। **আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আমলে বাংলার রাজধানী ছিল কোথায়?**
উত্তর- একডালা (পান্ডুয়ায়)।

৩২। **বাংলার আকবর বলা হয় কাকে?**
উত্তর- আলাউদ্দীন হোসেন শাহকে।

৩৩। **আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সময়ে সিলেটে আবির্ভাব ঘটে বৈষ্ণব ধর্মের কোন প্রবর্তকের?**
উত্তর- শ্রী চৈতন্যদেব।

৩৪। **আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সময়ে কারা উচ্চ রাষ্ট্রীয় কাজে নিয়োজিত ছিল?**
উত্তর- হিন্দুরা।

৩৫। **কাদের পৃষ্টপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরনন্দী মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করেন?**
উত্তর- পরাগল খান ও ছুটি খান (আলাউদ্দীনের চট্টগ্রামের সেনাপতি)।

৩৬। **গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ কে নির্মাণ করেন?**
উত্তর- আলাউদ্দীন হোসেন শাহ।

৩৭। **বাংলাদেশের মুসলিম সুলতানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে?**
উত্তর- আলাউদ্দীন হোসেন শাহ।

৩৮। **আরাকানদের চট্রগ্রাম হতে বিতাড়িত করেন কে?**
উত্তর- আলাউদ্দীন হোসেন শাহ।

courstika

৩৯। **গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ কে নির্মাণ করেন?**
উত্তর- নুসরত শাহ (আলাউদ্দীন হোসেন শাহের পুত্র)।

৪০। **সুলতানী যুগের শেষ হয় কার আমলে?**
উত্তর- গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ শাহ (হোসেন শাহী বংশের শেষ সুলতান)।

৪১। **বাংলার মামলুক শাসনকর্তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।**
উত্তর- তুঘরিল তুগান ।

৪২। **সোনারগাঁও-এ 'নারিকেল দুর্গ' কে নির্মাণ করেন?**
উত্তর- তুঘরিল তুগান।

৪৩। **কোন সুলতান শাসকের সময়ে হযরত শাহজালাল বাংলায় আসেন?**
উত্তর- সুলতান শামসুদ্দীন ফির ুজ শাহ (আসল নাম ফির ুজ ইতগীন)।

৪৪। **ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?**
উত্তর- শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ।

৪৫। **শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের প্রকৃত নাম কি?**
উত্তর- হাজী ইলিয়াস।

৪৬। **আদিনা মসজিদ কে নির্মাণ করেন?**
উত্তর- সিকান্দার শাহ (মালদহের বড় পা ুয়ায়)।

৪৭। **কোন সুলতানের সাথে পারস্যের কবি হাফিজের সাথে পত্র বিনিময় হয়?**
উত্তর- গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ।

৪৮। **গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের রাজত্বকালে চীন থেকে কোন দূত আসেন?**
উত্তর- মা-হুয়ান।

৪৯। **শাহ মুহম্মদ সগীরকে 'ইউসুফ জোলেখা' লিখতে পৃষ্ঠপোষকতা কে করেন?**
উত্তর- গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ।

৫০। **রাজা গণেশের পুত্র যদুসেন ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে কোন নাম ধারণ করেন?**
উত্তর- জালালউদ্দিন মাহমুদ/মুহম্মদ।

৫১। **দ্বিতীয় ইলিয়াস শাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?**
উত্তর- নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ।

৫২। **খান জাহান আলী কার সময়ে বাগেরহাটে আসেন?**
উত্তর- নাসিরউদ্দীন মাহমুদ শাহ।

৫৩। **গৌড়ের দাখিল দরওয়াজা স্থাপন করেন কে?**
উত্তর- র ুকনুদ্দীন বারবক শাহ।

৫৪। **'ষাট গম্বুজ' মসজিদ নির্মাতা কে এবং কোথায় অবস্থিত?**
উত্তর- খান জাহান আলী, বাগেরহাট।

৫৫। **গৌড়ের কদম রসুল মসজিদ, দরসবাড়ি মসজিদ, তাঁতিরপাড়া মসজিদ ও লোটন মসজিদ নির্মাণ করেন কে?**
উত্তর- শামস্উদ্দীন ইউসুফ শাহ।

৫৬। **কার সময়ে খানজাহান আলী খুলনা - যশোরে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য বাংলায় আসেন?**
উত্তর- নাসির ুদ্দীন মাহমুদ শাহ (২য়)।

৫৭। **হাবশী শাসকদের মধ্যে সর্বশেষ কে ছিলেন ?**
উত্তর- শামসুদ্দীন মুজাফফর শাহ।

৫৮। **বাংলায় আফগান শাসনের প্রতিষ্ঠাতা কে?**
উত্তর- শের খান শুর।

৫৯। **শের খানের প্রকৃত নাম কি?**
উত্তর- ফরিদখান।

৬০। **কোন যুদ্ধে হুমায়ুনের বির ুদ্ধে জয়লাভের পর শের খান 'শেরশাহ' উপাধি গ্রহন করেন?**
উত্তর- চৌসার যুদ্ধে (১৫৩৯)।

৬১। **'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড' কে তৈরি করেন?**
উত্তর- শেরশাহ।

৬২। **'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড' এর দূরত্ব কত ছিল?**
উত্তর- প্রায় ১৪০০ মাইল (সোনারগাঁও থেকে সিন্ধুনদ পর্যন্ড়)।

৬৩। **হুমায়ুনের সাথে শেরশাহের সর্বশেষ যুদ্ধ হয় কত সালে?**
উত্তর- ১৭ মে, ১৫৪০ সালে (কনৌজের যুদ্ধ)।

৬৪। **ঘোড়ার ডাকের প্রচলন কে করেন?**
উত্তর- শেরশাহ।

৬৫। **কররাণী বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?**
উত্তর- তাজখান কররাণী।

৬৬। **কররাণী বংশের সর্বশেষ শাসক কে ছিলেন?**
উত্তর- দাউদ কররাণী।

৬৭। **সোলায়মান কররাণী তার রাজধানী গৌড় থেকে স্থানান্ড়র করেন কোথায়?**
উত্তর- তানডায়।

৬৮। **দাউদ কররাণীর পতন ঘটে কোন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে?**
উত্তর- রাজমহলের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে।

৬৯। **দাউদ খানকে পরাজিত করে কে বাংলাকে মুঘল শাসনাধীনে নিয়ে আসেন?**
উত্তর- সম্রাট আকবর।

৭০। **হুমায়ুন বাংলা জয় করেন কত সালে?**
উত্তর- ১৫৩৮ সালে।

৭১। **'কালাপাহাড়' কে?**
উত্তর- সুলায়মান কররানীর সেনাপতি।

বাংলার বিখ্যাত বার ভূঁইয়া

- **বার ভুঁইয়াদের উৎপত্তি-** মুসলিম শাসনামলে।
- **বার ভুঁইয়াদের আবির্ভাব ঘটে-** মুঘল সম্রাট আকবরের সময়ে।
- **বার ভুঁইয়াদের প্রধান ছিলেন-** ঈশা খাঁ।
- **ঈশা খাঁ জমিদার ছিলেন-** সোনারগাঁও-এর।
- **ঈশা খাঁর মৃত্যুর (১৫৯৯ সাল) পর বারভূঁইয়াদের নেতৃত্ব দেন-** ঈশা খাঁর পুত্র মুসা খান।
- **বার ভূইঁয়াদের দমন করেন-** সুবেদার ইসলাম খান।
- **সুবেদার ইসলাম খানের সাথে বার ভূঁইয়া জমিদারদের নৌযুদ্ধ হয়-** ১৬১১ সালের ১২ই মার্চ।

- সোনারগাঁওয়ে রাজধানী স্থাপন করেন- ঈশা খাঁ।
- বার ভুঁইয়াদের সংখ্যা- ৩৬ জন।
- লক্ষ্মণ মানিক্য জমিদার ছিলেন- ভুলুয়ার (নোয়াখালী)।
- প্রতাপাদিত্য জমিদার ছিলেন- যশোর ও খুলনার।
- চাঁদ রায় ও কেদার রায় জমিদার ছিলেন- বিক্রমপুরের (বর্তমান শ্রীপুর)।
- বিনোদ রায় ও মধু রায় জমিদার ছিলেন- চন্দ্রপ্রতাপের (বর্তমান মানিকগঞ্জ)।

মোঘল আমলে বাংলা

সাধারণ আলোচনা

০১। মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে?
উত্তর- জহিরুদ্দীন মুহম্মদ বাবর।

০২। বাবরের মৃত্যুর পর কে সিংহাসনে বসেন?
উত্তর- নাসিরুদ্দীন মুহম্মদ হুমায়ুন।

০৩। কোন মোঘল সম্রাট সিঁড়ি থেকে পরে মারা যান?
উত্তর- সম্রাট হুমায়ুন।

০৪। সম্রাট হুমায়ুন বাংলাকে কি নাম দেন?
উত্তর- জান্নাতাবাদ।

০৫। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কত সালে হয়?
উত্তর- ২১ শে এপ্রিল, ১৫২৬ সালে।

০৬। কার কার মধ্যে পানি পথের প্রথম যুদ্ধ হয়?
উত্তর- বাবর ও ইব্রাহিম লোদির মধ্যে (ইব্রাহিম লোদি পরাজিত)।

০৭। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ কবে হয়?
উত্তর- ১৫৫৬ সালে।

০৮। কার সাথে পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়?
উত্তর- বৈরাম খাঁ ও হিমুর মধ্যে (হিমু পরাজিত)।

০৯। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ কার কার মধ্যে হয়?
উত্তর- আহমদ শাহ আবদালী ও মারাঠার মধ্যে (মারাঠারা পরাজিত)।

১০। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয় কত সালে?
উত্তর- ১৭৬১ সালে।

১১। সম্রাট আকবরের প্রথম সেনাপতি কে ছিল?
উত্তর- মুনিম খান।

১২। 'মনসবদারী প্রথা' কে চালু করেন?
উত্তর- সম্রাট আকবর।

১৩। আকবরের ধর্মনীতির নাম কি?
উত্তর- দ্বীন-ই-ইলাহী (১৫৮১ সাল)।

১৪। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থটি কার লেখা?
উত্তর- আকবরের আইন বিশেষজ্ঞ আবুল ফজল।

১৫। বুড়িগঙ্গা নদীর পূর্ব নাম কি?
উত্তর- দোলাই খাল বা দোলাই নদী।

১৬। নূরজাহান কে?
উত্তর- জাহাঙ্গীরের স্ত্রী।

১৭। নূরজাহানের আসল নাম কি?
উত্তর- মেহেরউন্নিসা।

১৮। কোন সম্রাট ঢাকার রাজধানী রাজমহলে নিয়ে যান?
উত্তর- যুবরাজ শাহ সুজা (শাহজাহানের পুত্র)।

১৯। কে বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ২য় বার ঢাকায় আনেন।
উত্তর- মীর জুমলা ।

২০। কত সালে মীর জুমলা বাংলার রাজধানী ঢাকায় নিয়ে আসেন?
উত্তর- ১৬৬০ সালে।

২১। শায়েস্তা খান কার সময়ে বাংলার সুবেদার হন?
উত্তর- সম্রাট আওরঙ্গজেব।

২২। শায়েস্তা খানের কন্যার নাম কি?
উত্তর- পরিবিবি।

২৩। পরিবিবির আসল নাম কি?
উত্তর- ইরান দুখত।

২৪। ইরান দুখত-এর সমাধি সৌধ কোথায়?
উত্তর- লালবাগ কেল- া।

২৫। 'লালবাগ কেল-া' এর কাজ কে শুরু করেন?
উত্তর- যুবরাজ মুহম্মদ আজম (১৬৭৮ সাল)।

২৬। লালবাগ কেল-া নির্মাণের বেশীর ভাগ কাজ করেন কে?
উত্তর- শায়েস্তা খান।

২৭। কার সময়ে টাকায় আটমণ চাল পাওয়া যেত?
উত্তর- শায়েস্তা খান।

২৮। কার আমলে লালবাগের শাহী মসজিদ নির্মিত হয়?
উত্তর- যুবরাজ মুহম্মদ আজম।

২৯। বিরান বিবি কে?
উত্তর- শায়েস্তা খানের বোন।

৩০। চট্টগ্রামের নাম 'ইসলামাবাদ' রাখেন কে?
উত্তর- শায়েস্তা খান।

৩১। চট্টগ্রামের মগ জলদস্যুদের দমন কে করেন?
উত্তর- শায়েস্তা খান।

৩২। ওসমানী উদ্যানের সামনে রক্ষিত কামানটি ব্যবহার করেন কে?
উত্তর- মীর জুমলা।

৩৩। ওসমানী উদ্যানের সামনে রক্ষিত কামানটি কোন যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল?
উত্তর- আসাম যুদ্ধে।

৩৪। ঢাকা গেইট নির্মাণ করেন কে?
উত্তর- মীর জুমলা।

৩৫। শায়েস্তা খান কোথায় থাকতেন?
উত্তর- ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতাল প্রাঙ্গনে, বুড়িগঙ্গার তীরে।

৩৬। সম্রাট আকবর কবে বাংলা জয় করেন?
উত্তর- ১৫৭৬ সালে।

৩৭। সম্রাট আকবরের রাজস্বমন্ত্রী কে ছিল?

উত্তর- টোডরমল।

৩৮। **মমতাজ কে?**
উত্তর- শাজাহানের স্ত্রী।

৩৯। **কোন মুঘল সম্রাট বুলন্দ দরওয়াজা নির্মাণ করেন?**
উত্তর- সম্রাট আকবর।

৪০। **'অমৃতসর স্বর্ণ মন্দির' কোন সম্রাটের আমলে তৈরি?**
উত্তর- সম্রাট আকবর।

৪১। **'জিজিয়া কর' কে রহিত করেন?**
উত্তর- সম্রাট আকবর।

৪২। **আকবর কোন রাজপুত রমনীর পাণি গ্রহন করেন?**
উত্তর- যোধা বাঈ।

৪৩। **ঢাকার 'মসলিন' কোন আমলে জগদ্বিখ্যাত ছিল?**
উত্তর- মুঘল আমলে।

৪৪। **সম্রাট আকবরের সমাধি কোথায় অবস্থিত?**
উত্তর- সেকেন্দ্রায়।

৪৫। **কোন মুঘল সম্রাটকে Prince of Builders বলা হয়?**
উত্তর- সম্রাট শাহজাহানকে।

৪৬। **ময়ূর সিংহাসনের নির্মাতা কে?**
উত্তর- সম্রাট শাহজাহান।

৪৭। **ময়ূর সিংহাসন কে লুণ্ঠন করেন?**
উত্তর- পারস্যের নাদির শাহ (১৭৩৯ সাল)।

৪৮। **ময়ূর সিংহাসন কোথায় রক্ষিত আছে?**
উত্তর- ইরানে।

৪৯। **দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের সমাধি কোথায়?**
উত্তর- রেঙ্গুনে (মায়ানমার)।

৫০। **বড় কাটরা কে, কত সালে নির্মাণ করেন?**
উত্তর- সুবেদার ইসলাম খান, ১৬৪৪ সালে।

৫১। **বাংলার কোন সুবেদার আরাকান জঙ্গলে নিখোঁজ হন?**
উত্তর- শাহ মোহাম্মদ সুজা।

৫২। **শাহজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি কি?**
উত্তর- আগ্রার তাজমহল।

৫৩। **মারাঠা বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?**
উত্তর- শিবাজী।

৫৪। **শিবাজীর তরবারীর আঘাতে কার আঙ্গুল কাটা যায়?**
উত্তর- শায়েস্তা খানের।

৫৫। **মুর্শিদকুলি খান কার সময়ে বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন?**
উত্তর- সম্রাট ফররুখ শিয়ার।

৫৬। **কোন শাসকের আমলে মুর্শিদকুলি খান বাংলার দেওয়ান নিযুক্ত হন?**
উত্তর- সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে ।

৫৭। **কোন মুঘল সুবেদার চট্টগ্রাম থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করেন?**
উত্তর- শায়েস্তা খান।

৫৮। **বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব কে?**
উত্তর- মুর্শিদকুলি খান।

৫৯। **বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব কে?**
উত্তর- সিরাজউদ্দৌলা (১০ এপ্রিল, ১৭৫৬ সালে ২৩ বছর বয়সে ক্ষমতা গ্রহণ)।

৬০। **কার সময়ে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ ছিল?**
উত্তর- নবাব মুর্শিদকুলি খান।

৬১। **ইংরেজদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি দেন কে?**
উত্তর- শাহজাদা সুজা। জেব্রাইল ব্রাউটন নামক ইংরেজের চিকিৎসায় খুশী হয়ে তিনি এ অনুমতি দেন।

৬২। **মাল জামিনি ব্যবস্থা (ভূমি জরিপ ও খাজনা নির্ধারণ) ও নানকার কর নির্ধারণ করেন কে?**
উত্তর- মুর্শিদকুলি খান।

৬৩। **লালবাগ কেল্লার সামনে এক গম্বুজওয়ালা কারুকাজমন্ডিত স্থাপত্য নিদর্শন কি?**
উত্তর- পরিবিবির মাজার।

৬৪। **শায়েস্তা খান কে ছিলেন?**
উত্তর- সম্রাট শাহজাহানের প্রধানমন্ত্রী আসফ খানের ছেলে।

৬৫। **শাহ মোহাম্মদ আজম কে ছিলেন?**
উত্তর- সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৃতীয় সন্তান।

৬৬। **শাহ মোহাম্মদ আজম প্রথমে লালবাগ কেল্লার নামকরণ করেন?**
উত্তর- কিল্লা আওরঙ্গবাদ।

৬৭। **আকবর দিল্লীর সিংহাসনে বসার সময় তার বয়স কত?**
উত্তর- ১৩ বছর।

৬৮। **কোন মোঘল সম্রাট 'জিজিয়া কর' রহিত করেন?**
উত্তর- সম্রাট আকবর।

৬৯। **দিল্লীর 'দেওয়ান-ই-আম' ও 'দেওয়ান-ই-খাস' নির্মাণ করেন কে?**
উত্তর- সম্রাট শাজাহান।

৭০। **আগ্রার জামে মসজিদ নির্মাণ করেন কে?**
উত্তর- সম্রাট শাজাহান।

৭১। **দিল্লীর লাল কেল্লা কে নির্মাণ করেন?**
উত্তর- শাজাহান।

৭২। **সর্বশেষ মোঘল সম্রাট কে?**
উত্তর- দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ।

৭৩। **সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের সমাধি কোথায় অবস্থিত?**
উত্তর- রেঙ্গুনে (ইয়াঙ্গুন, মায়ানমার)।

৭৪। **হোসেনী দালান (ইমাম বাড়ী) কে নির্মাণ করেন?**
উত্তর- মীর মুরাদ।

৭৫। **ঢাকার সাত গম্বুজ মসজিদ কবে, কে নির্মাণ করেন?**
উত্তর- ১৬৮০ সালে, নবাব শায়েস্তা খাঁ।

৭৬। **কোন সম্রাটের মৃত্যুর পর মুর্শিদকুলী খান স্বাধীনভাবে বাংলাদেশ শাসন করেন?**
উত্তর- আওরঙ্গজেব।

৭৭। **বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব কে ছিলেন?**
উত্তর- মুর্শিদকুলী খান।

৭৮। **মুঘল সুবেদারদের প্রথম রাজধানী কোথায় ছিল?**
উত্তর- মুর্শিদাবাদ।

৭৯। **বক্সারের যুদ্ধ হয় কত সালে?**
উত্তর- ২২ অক্টোবর, ১৭৬৪ সালে (মীর কাসিম ও ইংরেজদের মধ্যে। এতে মীর কাসিম পরাজিত হয়)।

৮০। **কত খ্রিস্টাব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ দখল করেন?**
উত্তর- ১৭৫৬ সালের ২০ জুন।

৮১। **ইংরেজরা কবে কলকাতা অধিকার করে?**
উত্তর- ১৭৫৭ সালের ২ জানুয়ারী।

৮২। **কোন সালে নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যু হয়?**
উত্তর- ১৭৫৬ সালে।

৮৩। **পলাশীর যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়?**
উত্তর- ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন।

৮৪। **কে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তর করেন?**
উত্তর- মীর কাশিম।

৮৫। **ইংরেজদের সাথে মীর কাশিমের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল কোথায়?**
উত্তর- বক্সারে।

৮৬। **সিরাজউদ্দৌলার পিতা ও মাতার নাম কি?**
উত্তর- জয়নুদ্দীন আহমদ, আমেনা বেগম।

৮৭। **নবাব আলীবর্দী খানের আসল নাম কি?**
উত্তর- মীর্যা বন্দি বা মীর্যা মুহম্মদ আলী।

৮৮। **বক্সারের যুদ্ধের সময় ইংরেজ সেনানায়ক কে ছিল?**
উত্তর- মেজর হেক্টর মুন্‌রো।

বণিকদের কবলে বাংলাদেশ

তথ্যপ্রবাহ.......

- বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে প্রথম এসেছিল- **পর্তুগীজরা**।
- পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ভারতবর্ষে আসেন- **১৪৯৮ সালে**।
- ইউরোপ থেকে সমুদ্র পথে ভারতবর্ষে আসার পথ আবিষ্কৃত হয়- ১৪৮৭ সালে।
- পর্তুগীজরা বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্য আরম্ভ করে- **১৫৮০ সালে**।
- পর্তুগীজদের পর বাণিজ্যের জন্য বাংলায় আসে- **ওলন্দাজরা**।
- 'ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে- **ওলন্দাজরা, ১৬০২ সালে**।
- ইংরেজরা বাংলায় প্রথম কুঠি স্থাপন করে- **সুরাটে**।
- শান্তিপূর্ণ বাণিজ্য নীতি পরিত্যাগ করে বন্দর আক্রমণ করে- **ইংরেজ নৌবাহিনীর জন চাইল্ড**।
- বাংলায় ইংরেজদের সবচেয়ে সুরক্ষিত ছিল- **ফোর্ট উইলিয়াম কুঠিটি**।
- মুঘল সম্রাটের সাথে ইংরেজদের সন্ধি হয়- **১৬৬০ সালে**।
- কলকাতা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন- **ইংরেজ কর্মচারী জন চার্ণক**।
- কলকাতা নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়- **১৬৯০ সালে**।
- বর্গী নামে পরিচিত ছিল- **মারাঠারা**।

ইউরোপীয়দের আগমন

ক্রম	আগমনকারী দেশ	জাতি	বাংলায় যে নামে পরিচিত	আগমন
প্রথম	পর্তুগাল	পর্তুগীজ	ফিরিঙ্গি	১৫১৬
দ্বিতীয়	নেদারল্যান্ড	ডাচ	ওলন্দাজ	১৬০২
তৃতীয়	ইংল্যান্ড	ইংরেজ	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি	১৬০৮
চতুর্থ	ডেনমার্ক	ডেনিশ	দিনেমার	১৬১৬
পঞ্চম	ফ্রান্স	ফরাসি	ফরাসি	১৬৬৮

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন সাধারণ আলোচনা

- উপমহাদেশের প্রথম ব্রিটিশ গভর্ণর-**লর্ড ক্লাইভ**।
- দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন- **লর্ড ক্লাইভ**।
- দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু হয়- **১৭৬৫ সালে**।
- দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় শাসন কর্তৃত্ব ন্যস্ত হয়- **নবাবের হাতে**।
- দ্বৈত শাসন ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়- **লর্ড ক্লাইভের হাতে**।
- বাংলায় দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা রহিত করেন- **ওয়ারেন হেস্টিংস**।
- নিলাম সূত্রে জমি বন্দোবস্তের প্রথা চালু করেন- **ওয়ারেন হেস্টিংস**।
- ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হন- **১৭৭৪ সালে**।
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন- **লর্ড কর্ণওয়ালিস (১৭৯৩ সালে, ২২ শে মার্চ)**।
- 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' হয়েছিল- **১১৭৬ বাং (১৭৭০ ইং)**।
- 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' হয়েছিল- **১৩৫০ বাং এবং ১৯৪৩ ইং সালে**।

courstika
বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত যেকোন সাধারণ জ্ঞানের PDF শীট ডাউনলোড করতে
ভিজিট করো ▸ www.courstika.com

- বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্ড়র করেন- **ওয়ারেন হেস্টিংস।**
- ব্রিটিশ পার্লামেন্টে 'ভারত শাসন আইন' বা 'রেগুলেটিং এ্যাক্ট' পাশ হয়- **১৭৭৩ সালে।**
- পাঁচশালা বন্দোবস্ড়ের প্রবর্তক- **ওয়ারেন হেস্টিংস।**
- উপমহাদেশে সর্বপ্রথম 'রাজস্ব বোর্ড' স্থাপন করেন- **ইংরেজ শাসক ওয়ারেন হেস্টিংস।**
- আদালতে ফরাসি ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষার প্রচলন করেন- **লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক।**
- "সতীদাহ প্রথার বিলোপ আইন" পাশ করেন- **লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক (১৮২৯ সালে)।**
- উপমহাদেশে সংস্কৃতি ও ফরাসি পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করেন- **লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক।**
- "বিধবা বিবাহ আইন" প্রচলন করেন- **লর্ড ডালহৌসি (১৮৫৬ সালে)।**
- বাংলার প্রথম গভর্ণর জেনারেল- **ওয়ারেন হেস্টিংস।**
- বাংলার সর্বশেষ গভর্ণর ছিলেন- **ওয়ারেন হেস্টিংস।**
- 'সতীদাহ রহিতকরণ আইন' টি কার্যকর হয়- **১৮৩০ সালে।**
- 'দশশালা বন্দোবস্ড়' (১৭৯০) চালু করেন- **লর্ড কর্ণওয়ালিস।**
- 'রামমোহন রায়' কে 'রাজা' উপাধি দেন- **সম্রাট দ্বিতীয় আকবর।**
- সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা দখল করে নাম রাখেন- **আলীনগর।**
- উপমহাদেশে সর্বপ্রথম রেল যোগাযোগ চালু করেন- **লর্ড ডালহৌসী, ১৮৫৩ সালে।**
- উপমহাদেশে প্রথম কাগজের মুদ্রার প্রচলন করেন- **লর্ড ক্যানিং।**
- উপমহাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী সিপাহী বিদ্রোহ হয়- **১৮৫৭ সালে ২৯ মার্চ, বঙ্গদেশের ব্যারাকপুরে।**
- সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজরা শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরকে নির্বাসনে প্রেরণ করে- **বর্তমান মায়ানমারে (রেঙ্গুনে)।**
- মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফরের সমাধি অবস্থিত- **মায়ানমারে।**
- উপমহাদেশের সর্বশেষ ব্রিটিশ ভাইসরয় ছিল- **লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন।**
- ইংরেজ শাসনামলে হিন্দু সমাজের পুনর্জাগরণের অগ্রনায়ক *GK Book F-20* **রামমোহন রায়।**
- ব্রাহ্মন ধর্ম ও ব্রাহ্ম সমাজের প্রবর্তন করেন- **রাজা রামমোহন রায়, ১৮২৯ সালে।**
- সতীদাহ প্রথা রহিতকরণ আইন পাশ হয়- **১৮২৯ সালে।**
- বিধবা বিবাহের বৈধকরণ আইন পাশ হয়- **১৮৫৬ সালে।**
- মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্ড়ারের জন্য সমস্ড় সম্পত্তি দান করে যান- **হাজী মুহম্মদ মুহসীন।**
- নওয়াব আব্দুল লতিফ জন্ম গ্রহণ করেন- **১৮২৮ সালে, ফরিদপুরে।**
- সতীদাহ প্রথা রহিতকরণে প্রধান ভূমিকা পালন করেন- **রাজা রামমোহন রায়।**
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হেড প ি ত ছিলেন- **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের।**
- হিন্দু বিধবা বিবাহের প্রচলন হয়- **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহায়তায়।**

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সময়ে সংঘঠিত বিদ্রোহ

- প্রথম দিকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন- **তিতুমীর।**
- তিতুমীর এর প্রকৃত নাম- **মীর নিসার আলী।**
- তিতুমীর এর জন্মগ্রহন করেন- **চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে।**
- বাশেঁর কেল- া তৈরীর পরিকল্পনা করেন- **গোলাম মাসুম।**
- নারিকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল- া ধ্বংস হয়- **১৮৩১ সালে।**
- নারিকেলবাড়ীয়ার প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হয়- **আলেকজান্ডার (বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট)।**
- বাংলাদেশে ফরায়েজী আন্দোলনের প্রবক্তা- **হাজী শরীয়তউল- াহ।**
- বাঁশের কেল- া ধ্বংস হয়- **লেফটেন্যান্ট কর্ণেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে।**
- হাজী শরীয়তউল- াহ জন্ম গ্রহন করেন- **১৭৮১ সালে শরীয়তপুর জেলায়।**
- ফকিরদের উলে- খ্যযোগ্য নেতা ছিলেন- **মজনুশাহ মস্ড়ানা**
- সন্ন্যাসীদের উলে- খযোগ্য নেতা ছিলেন- **ভবানী পাঠক।**
- ফকিরদের সাথে যুদ্ধে নিহত হন- **ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ড।**
- ফকির মজনু শাহের তৎপরতার তথ্য নিয়ে কবিতা রচনা করেন- **পঞ্চানন দাস।**

ব্রিটিশ শাসনামলের উলে- খযোগ্য ঘটনাবলি-

সাধারণ আলোচনা

- **ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ-** ১৭৬৩ সালে ফকির মজনু শাহের নেতৃত্বে এ বিদ্রোহ হয়।
- **ফরায়েজী আন্দোলন-** ১৮১৮ সালে হাজী মোহাম্মদ শরীয়তউল- াহর নেতৃত্বে এ আন্দোলন হয়। তিনি

বাংলাকে দারুল হারব (যুদ্ধরত দেশ) নামে অভিহিত করেন। তার মৃত্যুর পর আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন পুত্র মুহসীন উদ্দিন (দুদু মিয়া)।

- **ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন**- ১৮২৩-১৮২৯ পর্যন্ড় লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর নেতৃত্বে এ আন্দোলন হয়। কলকাতা হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করে গঠিত এ আন্দোলন একটি সামাজিক ছাত্র আন্দোলন।
- **তিতুমীরের বিদ্রোহ**- ১৮৩১ সালের ২৩ অক্টোবর মীর নিসার আলীর (তিতুমীর) নেতৃত্বে সশস্ত্র আন্দোলন হয়। কলকাতার বারাসত মহকুমার নারিকেল বাড়িয়াতে তাঁর বাঁশের কেল- া ছিল। কর্নেল স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে বাঁশের কেল- ার পতন হয়। তিতুমীরের সেনাপতি ছিলেন গোলাম মাসুম।
- **সাঁওতাল বিদ্রোহ**- ১৮৫৫-৫৬ সালে সিধু ও কানু দুই ভাইয়ের নেতৃত্বে এ আন্দোলন হয়।
- **নীল বিদ্রোহ**- ১৮৫৯-৬০ সালে এ আন্দোলন হয়। বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান কমিটির নাম 'ইন্ডিগো কমিশন' (মার্চ ৩১, ১৮৬০)। নীল চাষীদের উপর অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে রচিত গ্রন্থের নাম- নীল দর্পণ।
- **কংগ্রেস**- ১৮৮৫ সালে গঠিত। ১ম সভাপতি- উমেশচন্দ্র ব্যাণার্জী। ১ম সাধারণ সম্পাদক- এলান অক্টোভিয়ান হিউম।
- **বঙ্গভঙ্গ**- ১৯০৫ সালের ৫ জুলাই সরকারী ঘোষণার পর ১৬ অক্টোবর এটি কার্যকর হয়। এটি রদ করেন লর্ড হার্ডিঞ্জ। ১২ ডিসেম্বর, ১৯১১ সালে ইংলান্ডের সম্রাট ৫ম জর্জ দিল- ীতে বঙ্গভঙ্গ রদ করার সরকারী ঘোষণা দেন। রদকরণ কার্যকর হয় ১ জানুয়ারী, ১৯১২ সালে।
- **মুসলিম লীগ**- ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠা। ১ম সভাপতি- আগা খান। প্রস্ড়াবক- স্যার সলিমুল- াহ।
- **মর্লি-মিন্টো সংস্কার**- ১৯০৯ সালে ভারত সচিব মর্লি ও ভাইসরয় মিন্টোর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা গঠন সংক্রান্ড় প্রস্ড়াব এবং মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন আইন।
- **নাথান কমিশন**- ১৯১২ সালের ১৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিশন। এর মাধ্যমে ১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।
- **লক্ষ্ণৌ চুক্তি**- ১৯১৬ সালের ১৬ ডিসেম্বর কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ পরস্পরকে রাজনৈতিক দল হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে।
- **মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার**- ১৯১৮ সালে প্রণীত মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯১৯ সালে বৃটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত ভারত শাসন আইনের সংস্কারই মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার।
- **খিলাফত আন্দোলন**- ১৯১৯ সালের ১৭ অক্টোবর খিলাফত দিবস। ১৯১৯-১৯২২ সাল পর্যন্ড় এ অন্দোলন চলে। নেতৃত্ব দেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা মোহাম্মদ আলী প্রমূখ।
- **অসহযোগ আন্দোলন**- ১৯২০-১৯২২ পর্যন্ড় চলে এ আন্দোলন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে এ আন্দোলন সংগঠিত হয়।
- **বেঙ্গল প্যাক্ট**- ১৯২৩ সালে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃর্ত্বে বঙ্গীয় কংগ্রেস ও মুসলমানদের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি।
- **সাইমন কমিশন**- ১৯২৭ সালে গঠিত হয়। এর সদস্য ছিল ৮ জন।
- **ভারত শাসন আইন**- মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার, সাইমন কমিশন ও ১৯৩০ সালের গোলটেবিল বৈঠকের আলোকে ১৯৩৫ সালে প্রণীত শাসন আইন ।
- **আইন অমান্য ও সত্যাগ্রহ আন্দোলন**- ১৯২৯ সালে ভাইসরয় আরউইন কর্তৃক ঘোষিত ডোমিনিয়নের প্রতিবাদে মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০ সালে এই আন্দোলন করেন।
- **গোল টেবিল বৈঠক**- ১৯৩০, ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে লন্ডনে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
- **কৃষক-প্রজা পার্টি**- ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে এই পার্টি প্রধান শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন।
- **দ্বি-জাতি তত্ত্ব**- ১৯৩৯ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কর্তৃক ঘোষিত হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি সম্পর্কিত তত্ত্ব।
- **লাহোর প্রস্ড়াব**- ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে এ কে ফজলুল হক এই প্রস্ড়াব করেন ।
- **পঞ্চাশের মন্বন্ড়র**- বাংলা ১৩৫০ সালে (ইংরেজি ১৯৪৩ সালে)। ১৯৪৩-৪৫ সালে খাজা নাজিমুদ্দিনের শাসনামলের দূর্ভিক্ষ। ১৯৪৪ সালে এটি প্রকট আকার ধারণ করে। এর কারণ অনুসন্ধানে গঠিত কমিশন 'উডহেড কমিশন'।
- **ক্রীপস মিশন**- ১৯৪২ সালে ভারতে প্রেরিত হয়।
- **ভারত ছাড়-আন্দোলন**- ১৯৪২ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আন্দোলন।
- **কেবিনেট মিশন পরিকল্পনা**- ১৯৪৬ সালে ভারত সচিব পেথিক লরেন্স-এর নেতৃত্বে ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিশন ভারতে প্রেরিত হয়।
- **ভারত বিভক্তি**- র‍্যাডক্লিফ কমিশন-এর প্রধান সাইরিল র‍্যাডক্লিফ-এর রোয়েদাদ অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ১৪ অগাস্ট পাকিস্ড়ান ও ১৫ অগাস্ট ভারত স্বাধীন হয়।

বৃটিশ শাসন

সাধারণ আলোচনা

- বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষা চালু হওয়ায় সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়- **হিন্দু সম্প্রদায়।**

- প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তরিত করা হয়- **হিন্দু কলেজকে।**
- মুসলিম সাহিত্য সমাজ এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন- **নওয়াব আব্দুল লতিফ।**
- আলীগড় আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন- **সৈয়দ আহমেদ খান।**
- ভারত উপমহাদেশে প্রথম প্রিভিকাউন্সিলের সদস্য হন- **সৈয়দ আমীর আলী।**
- কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম বিচারপতি ছিলেন- **সৈয়দ মাহমুদ।**
- মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের দাবি স্বীকৃত হয়- **মর্লি মিন্টো সংস্কার আইনের মাধ্যমে।**
- ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত মুসলমানদের বাংলা মুখপাত্রটির নাম- **দৈনিক আজাদ।**
- বাংলায় ঋণ সালিশী আইন প্রবর্তন করেন- **এ.কে. ফজলুল হক।**
- বৃটিশ ভারত বিভক্তির সময় বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- **হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।**
- ভারতে সাধারণ নির্বাচনের নির্দেশ প্রদান করেন- **বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মিস্টার অ্যাটলী।**
- বাংলায় নীল চাষ বিলুপ্ত হয়- **১৮৬০ সালে।**
- বাংলার নীল বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে- **নীলচাষীরা।**
- নওয়াব আব্দুল লতিফের উলে- খযোগ্য কীর্তি- **মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি, প্রতিষ্ঠা ১৮৬৩ সালে।**
- বঙ্গ-ভঙ্গ হয়- **লর্ড কার্জনের সময়।**
- বঙ্গ-ভঙ্গ কার্যকর হয়- **১৯০৫ সালে, ১৬ অক্টোবর।**
- বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করার সুপারিশ করেন- **ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ।**
- বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হয়- **১৯১১ সালে।**
- উপমহাদেশে ভবিষ্যৎ সংবিধানের খসড়া তৈরীর জন্য গঠিত কমিশনের নাম- **১৯২৭ সালে, সাইমন কমিশন।**
- কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়- **১৮৮৫ সালে।**
- কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন- **অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম।**
- লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- **১৯১৬ সালে।**
- অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন- মহাত্মা গান্ধী।
- মহাত্মা গান্ধীর প্রকৃত নাম- **করম চাঁদ মোহন দাস গান্ধী।**
- মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়- **১৯০৬ সালে।**
- মুসলীম লীগের প্রস্তাবক- **নবাব স্যার সলিমুল-াহ।**
- খেলাফত আন্দোলন শুর“ হয়- **১৯২০ সালে।**
- ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত শাসন আইন পাশ হয়- **১৯৩৫ সালে।**
- 'দ্বি-জাতি তত্ত্বের' প্রবক্তা- **মুহম্মদ আলী জিন্নাহ।**
- 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' ঘোষণা করা হয়- **১৯৩৯ সালে।**
- 'লাহোর প্রস্তাব' ঘোষণা করেন- **শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক, ২৩ মার্চ, ১৯৪০ সালে।**
- ব্রিটিশ ভারতে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- **১৯৩৭ সালে।**
- বাংলার প্রথম মূখ্যমন্ত্রী হন- **শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক।**
- ক্ষুদিরামকে ফাঁসি প্রদান করা হয়- **১৯০৮ সালে।**
- মাস্টারদা সূর্যসেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন- **১৯৩০ সালে।**
- মাস্টারদা সূর্যসেনের সাথে মহিলা বিপ- বী ছিলেন- **প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।**
- বৃটিশ সরকার ভারতীয়দের নিকট শাসন ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য লর্ড ওয়াভেলের স্থলে পাঠান- **লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকে।**
- স্বাধীন সার্বভৌম ভারত রাষ্ট্রের জন্ম হয়- **১৫ অগাস্ট, ১৯৪৭ সালে।**
- স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়- **১৪ অগাস্ট, ১৯৪৭ সালে।**

ব্রিটিশ শাসনামলে বিভিন্ন সংস্কার ও অন্যান্য কার্যক্রম

সংস্কার	সন	প্রবর্তক
দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার বিলুপ্তি	১৭৭২	ওয়ারেন হোস্টিংস
দশশালা ভূমি বন্দোবস্ত প্রথা	১৭৯০	লর্ড কর্ণওয়ালিশ
অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি	-	লর্ড ওয়েসলী
আত্মীয়সভা গঠন	১৮১৫	রাজা রামমোহন রায়
সতীদাহ প্রথা বিলোপ	১৮২৯	লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক
সাম্রাজ্যবাদী স্ব ত্ববিলোপ নীতি	-	লর্ড ডালহৌসী
উপমহাদেশে বাজেট পেশ	১৮৬১	লর্ড ক্যানিং
উপমহাদেশে আদমশুমারী প্রবর্তন	১৮৬১	লর্ড রিপন
ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট প্রণয়ন	১৯০৪	লর্ড কার্জন
শিশু হত্যা, নরবলি প্রথার বিলোপ	-	লর্ড হার্ডিঞ্জ

স্থাপত্য ও নির্মাতা

স্থাপত্য	স্থপতি/নির্মাতা	আমল/ যুগ	অবস্থান
লালবাগ কেল- া	শায়েস্তা খাঁ	মুঘল	লালবাগ, ঢাকা
লাল	সম্রাট	মুঘল	দিলি-

কেল- া	শাহজাহান		
ছোট সোনা মসজিদ	আলাউদ্দিন হোসেন শাহ	সুলতানী	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
বড় সোনা মসজিদ	নুসরাত শাহ	সুলতানী	গৌড়
ছোট কাটরা	শায়েস্ড়া খাঁ	মুঘল	চকবাজার, ঢাকা
বড় কাটরা	শাহজাদা সুজা	মুঘল	চকবাজার, ঢাকা
আদিনা মসজিদ	সিকান্দার শাহ	সুলতানী পান্ডুয়া,	ভারত
আনন্দ বিহার	আনন্দ দেব	দেব বংশ	ময়নামতি
সোমপুর বিহার	ধর্মপাল	পাল বংশ	নওগাঁ
শালবন বিহার	দেবপাল	পাল বংশ	ময়নামতি
আফগান দূর্গ	শেরশাহ	মুঘল	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার
তারা মসজিদ	শায়েস্ড়া খাঁ	মুঘল	আরমানিটোলা, ঢাকা
সাত গম্বুজ মসজিদ	খান জাহান আলী	সুলতানী	বাগেরহাট
ঢাকা তোরণ	মীর জুমলা	মুঘল	বনানী, ঢাকা
তাজমহল	শাহজাহান	মুঘল	আগ্রা, দিলি-
ময়ুর সিংহাসন	শাহজাহান	মুঘল	আগ্রা, দিলি-
আহসান মঞ্জিল	নবাব গণি	নবাবী আমল	ওয়াইজঘাট, ঢাকা
সিক্রি	আকবর	মুঘল	দিলি- ফতেপুর
Gate way of India	লর্ড হার্ডিঞ্জ	ইংরেজ	মুম্বাই
দরবার স্ড়ম্ভ		ইংরেজ	তালা, সাতক্ষীরা
কার্জন হল	লর্ড কার্জন	ইংরেজ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মুসা খা মসজিদ	মুসা খাঁ	বার ভূঁইয়া	কার্জন হল, ঢাবি
ইন্দ্রাকপুর দুর্গ	শেরশাহ	মুঘল	বিক্রমপুর
স্বর্ণমন্দির	আকবর	মুঘল	অমৃতসর, পাঞ্জাব
কুতুব মিনার	কুতুবউদ্দিন আইবেক	সুলতানী	দিলি-
বিনত বিবির মসজিদ	শায়েস্ড়া খাঁ	মুঘল	ঢাকা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নাবলী

০১. ইতিহাসখ্যাত 'মসলিন'-এর একটি ছোট টুকরো এখনও সংরক্ষিত আছে- (ঢাবি খ' ০৭-০৮)
ক. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে খ. বরেন্দ্র জাদুঘরে
গ. লালবাগ দুর্গে ঘ. জাতীয় জাদুঘরে

০২. ঢাকায় ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতিজড়িত স্থান (ঢাবি খ' ০৭-০৮)
ক. রমনা পার্ক খ. ন্যাশনাল পার্ক
গ. গুলশান পার্ক ঘ. বাহাদুর শাহ্ পার্ক

০৩. অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী? (ঢাবি ঘ' ০৭-০৮)
ক. খাজা নাজিমুদ্দিন খ. এ. কে. ফজলুল হক
গ. মোহাম্মদ আলী ঘ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

০৪. বাংলায় প্রথম বংশানুক্রমিক শাসন শুর“ করেন- (ঢাবি খ' ০৬-০৭)
ক. শশাঙ্ক খ. বখতিয়ার খলজি
গ. বিজয় সেন ঘ. গোপাল

০৫. ঢাকা প্রাচীণ বাংলার কোন্ জনপদের অর্ন্তগত? (ঢাবি খ' ০৬-০৭)
ক. বঙ্গ খ. রাঢ় গ. বরেন্দ্র ঘ. হরিকেল

০৬. ভারতীয় উপমহাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান হয় কোন্ সালে? (ঢাবি খ' ০৬-০৭)
ক. ১৮৫৭ খ. ১৮৫৮
গ. ১৮৫৯ ঘ. ১৮৬০

০৭. কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়- (ঢাবি ঘ' ০৬-০৭)
ক. রোজ গার্ডেনে খ. সিরাজগঞ্জে
গ. সন্ড়োষে ঘ. সুনামগঞ্জে

০৮. বাংলা নববর্ষ 'পহেলা বৈশাখ' চালু করেছিলেন - (ঢাবি ঘ' ০৬-০৭)
ক. লক্ষ্মণ সেন খ. বিজয় সেন
গ. সম্রাট আকবর ঘ. সম্রাট শাহজাহান

০৯. অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ গভর্নর ছিলেন- (ঢাবি ঘ' ০৬-০৭)
ক. স্যার জন হার্বার্ট্ খ. এন্ডারসন
গ. স্যার এফ বারোজ ঘ. আর জি কেসি

১০. মহাস্থানগড় কোন্ বংশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন? (ঢাবি ঘ' ০৬-০৭)
ক. মৌর্য বংশখ. পাল বংশ
গ. সেন বংশ ঘ. গুপ্ত বংশ

১১. ঢাকা শহরের গোড়াপত্তন হয়- (ঢাবি ঘ' ০৬-০৭)
ক. ব্রিটিশ আমলে খ. সুলতানি আমলে
গ. মুঘল আমলে ঘ. স্বাধীন নবাবী আমলে

১২. প্রাচীন বাংলার কোন্ এলাকা কর্ণসুবর্ণ নামে কথিত হত? (ঢাবি ২০০৫-০৬)
ক. মুর্শিদাবাদ খ. রাজশাহী
গ. চট্টগ্রাম ঘ. মোদিনীপুর

বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত যেকোন সাধারণ জ্ঞানের PDF শীট ডাউনলোড করতে ভিজিট করো ► www.courstika.com

১৩. বর্তমান বাংলাদেশের কোন্ অংশকে 'সমতট' বলা হতো? (ঢাবি খ' ০৪-০৫)
ক. কুমিল- া ও নোয়াখালী খ. রাজশাহী ও বগুড়া
গ. চট্টগ্রাম ঘ. দিনাজপুর ও রংপুর

১৪. সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিশীয়দের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল কোনটি? (ঢাবি ০১-০২)
ক. বর্ণমালা খ. আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার
গ. মুদ্রার প্রচলন ঘ. চিত্রলেখা

১৫. কোন শতকে বাংলায় মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়? (ঢাবি ১৯৯৫-১৯৯৬)
ক. ত্রয়োদশ খ. চর্তুদশ গ. সপ্তদশ ঘ. পঞ্চদশ

১৬. বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান? (ঢাবি ২০০৩-২০০৪)
ক. ফখর‍ুদ্দিন ইলিয়াস শাহ খ. ফখর‍ুদ্দিন মোবারক শাহ
গ. ফখর‍ুদ্দিন জহির শাহ ঘ. মোহম্মদ ঘোরী

১৭. পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয়- (ঢাবি ২০০৫-২০০৬)
ক. ১৫২৬ খ. ১৫৫৬
গ. ১৭৬১ ঘ. ১৭৬৫

১৮. সম্রাট শাহজাহান মুঘল বংশের কততম শাসক? (ঢাবি ২০০৫-২০০৬)
ক. তৃতীয় খ. চতুর্থ গ. পঞ্চম ঘ. ষষ্ঠ

১৯. যে বিদেশী রাজা ভারতের কোহিনুর মণি ও ময়ূর সিংহাসন লুট করেন (ঢাবি ২০০৪-০৫)
ক. আহমদ আবদালী খ. নাদির শাহ
গ. দ্বিতীয় শাহ আব্বাস ঘ. সুলতান মাহমুদ

২০. বাংলা সনের প্রবর্তক কে? (ঢাবি ২০০১-২০০২)
ক. বাবর খ. হুমায়ুন
গ. আকবর ঘ.জাহাঙ্গীর

২১. ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? (ঢাবি ২০০০-২০০২)
ক. সম্রাট বারর খ. সম্রাট আকবর
গ. আবুল ফজল ঘ. লক্ষণসেন

২২. কোন সালে সুবেদার ইসলাম খান ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করেন? (ঢাবি ১৯৯৫-১৯৯৬)
ক. ১২১০ খ. ১৩১০ গ. ১৫১০ ঘ. ১৬১০

২৩. ভারতের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে কত সালে? (ঢাবি ১৯৯৯-২০০০)
ক. ১৭৫৮ খ. ১৮৫৮
গ. ১৯০৫ ঘ. ১৯৪৭

২৪. ব্রিটিশ ভারতে সরকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজি প্রবর্তন হয় কত সালে? (ঢাবি ১৯৯৬-১৯৯৭)
ক. ১৭৯৫ খ. ১৮২২
গ. ১৮৩৫ ঘ. কোনটিই নয়

২৫. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ড় ব্যবস্থার প্রবর্তক কে? (ঢাবি ২০০০-০১)
ক. লর্ড ক্লাইভ খ. লর্ড ডালহৌসী
গ. লর্ড কর্ণওয়ালিশ ঘ. লর্ড ক্যানিং

২৬. কোন্ নেতা জমিদারি প্রথা রদে প্রধান ভূমিকা পালন করেন? (ঢাবি ২০০৫-২০০৬)
ক. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
খ.মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
গ. এ কে ফজলুল হক
ঘ. আতাউর রহমান খান

২৭. তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী - (ঢাবি ২০০৪-২০০৫)
ক. সুমিত্রা দেবী খ. তারামন বিবি
গ. ইলা মিত্র ঘ. মহাশ্বেতা দেব

২৮. ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা হলেন- (ঢাবি ২০০২-২০০৩)
ক. নওয়াব আব্দুল লতিফ খ. রামমোহন রায়
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. কালীদাস

২৯. বাংলায় ফরায়েজী আন্দোলনের সূচনাকারী কে? (ঢাবি ১৯৯৭-১৯৯৮)
ক. হাজী মুহাম্মদ মহসীন খ. হাজী শরীয়ত উল- াহ
গ. দুদু মিয়া ঘ. শহীদ তিতুমীর

৩০. আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তক কে? (ঢাবি ১৯৯৮-১৯৯৯)
ক. রাজা রামমোহন রায় খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসারগর
গ. স্যার সৈয়দ আহমেদ ঘ. লর্ড মেকল

৩১. বঙ্গভঙ্গের বছর কোনটি? (ঢাবি ১৯৯৬-১৯৯৭)
ক. ১৯০১ খ. ১৯০২ গ. ১৯০৬ ঘ. ১৯০৫

৩২. বঙ্গভঙ্গ কোন সনে রদ হয়? (ঢাবি ১৯৯৯-২০০০)
ক. ১৯০৫ খ. ১৯০৯ গ. ১৯১১ ঘ. ১৯১২

উত্তরমালা

০১. ঘ	০২. ঘ	০৩. খ	০৪. খ	০৫. ক	০৬. খ
০৭. খ	০৮. গ	০৯. ক	১০. ক	১১. গ	১২. ক
১৩. ক	১৪. ক	১৫. ক	১৬. খ	১৭. গ	১৮. গ
১৯. খ	২০. গ	২১. ক	২২. ঘ	২৩. খ	২৪. গ
২৫. গ	২৬. গ	২৭. গ	২৮. খ	২৯. খ	৩০. গ
৩১. ঘ	৩২. গ				

আগে নিজে চেষ্টা কর,
পরে সঠিক উত্তর জেনে নাও

০১। চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ড় ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয় কত সালে?
ক. ১৭৫৭ সালে খ. ১৭৮০ সালে
গ. ১৭৯৩ সালে ঘ. ১৭৯৬ সালে

০২। ইংরেজী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন?
ক. ১৬৯০ সালে খ. ১৭৬৫ সালে
গ. ১৭৯৩ সালে ঘ. ১৮২৯ সালে

বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত যেকোন সাধারণ জ্ঞানের PDF শীট ডাউনলোড করতে
ভিজিট করো ► www.courstika.com

০৩। ঢাকায় সুবেদার-বাংলার রাজধানী কখন স্থাপিত হয়?
ক. ১৬১০ সালে খ. ১৫৭৬ সালে
গ. ১৯০৫ সালে ঘ. ১৯৪৭ সালে

০৪। লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন -
ক. শেখ মুজিবুর রহমান খ. এ.কে. ফজলুল হক
গ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদী
ঘ. উলে- খিত একজনও নয়

০৫। পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা কত সালে ভারতবর্ষে আগমন করেন?
ক. ১৪৯২ সালে খ. ১৪৯৩ সালে
গ. ১৪৯৭ সালে ঘ. ১৪৯৮ সালে

০৬। মোহামেডান লিটারিরী সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক. নওয়াব আব্দুল লতিফ খ. নওয়াব সলিমুল- াহ
গ. হাজী শরীয়ত উল- াহ ঘ. সৈয়দ আহমেদ খান

০৭। ঐতিহাসিক "পানিপথ" নামক স্থানটি কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
ক. গঙ্গা খ. যমুনা গ. মেঘনা ঘ. ব্রক্ষ্মপুত্র

০৮। প্রাচীন বাংলার জনপদ গুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীনতম জনপদ ছিল কোনটি?
ক. বঙ্গ খ. পুন্ড্র গ. গৌড় ঘ. সমতট

০৯। "জিজিয়া কর" রহিত করে সম্রাট আকবর কাদের সান্নিধ্যে আসতে চেয়েছিলেন?
ক. মুসলমান খ. হিন্দু
গ. হিন্দু-মুসলমান উভয়ই ঘ. সকল সম্প্রদায়ের

১০। প্রাচীন বাংলার অন্যতম জনপদ 'সমতট' বর্তমান বাংলাদেশের কোন জেলার অর্ন্তভুক্ত ছিল?
ক. সিলেট ও কুমিল- া খ. বরিশাল ও ফরিদপুর
গ. কুমিল- া ও নোয়াখালী ঘ. রংপুর ও দিনাজপুর

১১। স্বাধীন বাংলার প্রথম ডাকটিকিটে কোন ছবি ছিল ?
ক. জাতীয় স্মৃতিসৌধ খ. লালবাগ কেল- া
গ. বাংলাদেশের মানচিত্র ঘ. শহীদ মিনার

১২। ব্রিটিশ ভারতে সরকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজি প্রবর্তন হয় কত সালে?
ক. ১৮৯৮ সালে খ. ১৮২৫ সালে
গ. ১৯৩৫ সালে ঘ. ১৮৩৫ সালে

১৩। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে মীর কাশিম কাদের সাহায্য কামনা করেন?
ক. জমিদারদের খ. কৃষকদের
গ. ফকির সন্ন্যাসীদের ঘ. উঁচুবর্ণের হিন্দুদের

১৪। সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের জন্য নিম্নের কাকে ফাঁসি দেওয়া হয়?
ক. সার্জেন্ট জহুর ল হককে খ. ক্ষুদিরামকে
গ. প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদাকে ঘ. সকলকেই

১৫। ব্রাক্ষ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক. রাজা রামমোহন রায় খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসা
গ. নবাব আব্দুল লতিফ ঘ. সম্রাট আকবর

১৬। "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" - বাংলা কত সালে সংগঠিত হয়?
ক. ১০৭৬ সালে খ. ১৭৭০ সালে
গ. ১১৭০ সালে ঘ. ১১৭৬ সালে

১৭। "ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির" - প্রবক্তা কে?
ক. অগাস্টিন খ. একুইনাস গ. মন্টেস্কু ঘ. র শো

১৮। তিব্বতের রাজার অনুরোধে বৌদ্ধ ধর্মকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য সেখানে কোন বাঙালীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়?
ক. রাজা রামমোহন রায়কে খ. অতীশ দীপঙ্করকে
গ. মাইকেল মধুসূদনকে ঘ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে

১৯। দিল-ীর সিংহাসন আরোহনকারী প্রথম মুসলমান নারী হলেন -
ক. নূরজাহান খ. মমতাজ
গ. সুলতানা রাজিয়া ঘ. কেউই নয়

২০। বাবর দিল-ীর সিংহাসন আরোহন করেন কত সালে?
ক. ১৫২৬ সালে খ. ১৫১৩ সালে
গ. ১৫২২ সালে ঘ. ১৫৫৮ সালে

২১। বর্গী নামে পরিচিত -
ক. মারাঠারা খ. পুর্তগীজরা গ. মগেরা ঘ. আরাকানীরা

২২। উপমহাদেশে প্রথম কাগজের মুদ্রার প্রচলন করেন -
ক. ওয়ারেন হেস্টিংস খ. লর্ড ক্লাইভ
গ. লর্ড ক্যানিং ঘ. লর্ড এলগিন

২৩। নীল বিদ্রোহের অবসান ঘটে কত সালে?
ক. ১৮৫৬ সালে খ. ১৮৫৮ সালে
গ. ১৮৬৮ সালে ঘ. ১৮৬০ সালে

২৪। সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা -
ক. সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী খ. মহাত্মা গান্ধী
গ. অক্টোভিয়ান হিউম ঘ. কেউই নয়

২৫। পূর্ব বাংলার প্রথম গভর্ণর কে ছিলেন?
ক. ইস্কান্দার মীর্জা খ. ফজলুল হক
গ. সোহরাওয়ার্দী ঘ. খালেকুজ্জামান

২৬। সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
ক. ১৯০৫ খ. ১৯০৬ গ. ১৯০৯ ঘ. ১৯৩৫

২৭। রাজা রামমোহন রায় কোন ধর্মে এবং ভাষায় জ্ঞান লাভ করেন?
ক. সংস্কৃত খ. আরবি গ. ফারসী ঘ. সবগুলোই

২৮। প্রাচীন বাংলার কোন্ জনপদের অপর নাম 'সূক্ষ্ম' ছিল?
ক. বরেন্দ্র খ. রাঢ় গ. গৌড় ঘ. সমতট

২৯। ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়-
ক. ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৬ খ. ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৮
গ. ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ ঘ. ২৫ মার্চ, ১৯৯৯

৩০। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন কোন্ ইংরেজ শাসক?
ক. লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক খ. লর্ড ক্লাইভ
গ. লর্ড কর্ণওয়ালিস ঘ. ওয়ারেন হেস্টিংস

৩১। পঞ্চাশের মন্বন্তর ইংরেজি কোন সালের ঘটনা?

courstika

ক. ১৯৫০ খ. ১৯৪৭ গ. ১৯৪৩ ঘ. ১৯৩৭

৩২। মুসলমানগণ কখন বাংলায় আসেন?
ক. ৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে খ. ৭২৫ খ্রিষ্টাব্দে
গ. ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে ঘ. ৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে

৩৩। ভারতবর্ষে মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক. বাবর খ. আকবর গ. হুমায়ুন ঘ. সকলেই

৩৪। বঙ্গ ভঙ্গ কখন হয়?
ক. ১৮৫৬ সালে খ. ১৮৯৫ সালে
গ. ১৯০৫ সালে ঘ. ১৯০৯ সালে

৩৫। ভারত ছাড় আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন -
ক. ইন্দিরা গান্ধী খ. মহাত্মা গান্ধী
গ. জহরলাল নেহের ঘ. ফজলুল হক

৩৬। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের উপর নির্মিত বই-
ক. রাইফেল রটি আওরাত খ. রক্তাক্ত প্রান্ড়র
গ. ওরা এগার জন ঘ. অগ্নিবীণা

৩৭। ইংরেজরা প্রথম বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে কত সালে?
ক. ১৬০৮ সালে খ. ১৬১০ সালে
গ. ১৬০০ সালে ঘ. ১৬০১ সালে

৩৮। নীল করদের অত্যাচারের কাহিনী অবলম্বনে দীনবন্ধু মিত্র ১৮৬০ সালে কোন গ্রন্থটি লেখেন?
ক. জমিদার দর্পন খ. সমাজ দর্পন
গ. নীল দর্পন ঘ. অত্যাচার দর্পন

৩৯। উপমহাদেশে প্রথম কাগজের মুদ্রা চালু করেন কে?
ক. লর্ড বেন্টিঙ্ক খ. লর্ড হার্ডিঞ্জ
গ. লর্ড কর্নওয়ালিস ঘ. লর্ড ক্যানিং

৪০। 'বড় কামতা' প্রাচীন কোন জনপদের রাজধানী ছিল?
ক. হরিকেল খ. সমতট গ. বরেন্দ ঘ. রাঢ়

৪১। ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন করেন কে?
ক. এ,কে,ফজলুল হক
খ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ. এম.এ.জি ওসমানী ঘ. শেখ মুজিবুর রহমান

৪২। নিম্নের কোন জন রাষ্ট্রীয় পদক প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা নন?
ক. হামিদুর রহমান খ. তারামন বিবি
গ. কাদের সিদ্দিকী ঘ. কাঁকন বিবি

৪৩। বাংলাদেশ কত বছর পাকিস্ড়ানের সাথে সংযুক্ত ছিলো?
ক. ২০ বছর খ. ২২ বছর গ. ২৪ বছর ঘ. ৩০ বছর

৪৪। এ পর্যন্ড় ঢাকা রাজধানী হয়-
ক. ২ বার খ. ১ বার গ. ৪ বার ঘ. ৩ বার

৪৫। ওসমানী উদ্যানের সামনে রক্ষিত কামানটি কোন যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল?
ক. কাশ্মীর যুদ্ধে খ. আসাম যুদ্ধে
গ. কারগিল যুদ্ধে ঘ. বক্সারের যুদ্ধে

৪৬। ঢাকা প্রথম রাজধানী হয় কত সালে?
ক. ১৬০৮ খ. ১৬১০ গ. ১৬৬০ ঘ. ১৯০৬

৪৭। তেভাগা আন্দোলন শুর হয়েছিল কোথায়?
ক. রাজশাহী খ. রংপুর গ. নীলফামারী ঘ. কলকাতা

৪৮। মুক্তিযুদ্ধের সময় ১০ নং সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন-
ক. কাজী নুরজ্জামান খ. আব্দুল জলিল
গ. নিয়মিত কেউ ছিলেন না ঘ. মেজর শফিউল- াহ

৪৯। জাতীয় সংগীত গাওয়ার সাথে সাথে প্রথম পতাকার উত্তোলন করা হয় ১৯৭১ সালের?
ক. ২ মার্চ খ. ৩ মার্চ গ. ৭ মার্চ ঘ. ২৩ মার্চ

৫০। পাকিস্ড়ানের প্রথম শাসনতন্ত্র কবে বাতিল হয়?
ক. ১৯৫৬ খ. ১৯৫৮ গ. ১৯৬২ ঘ. ১৯৬০

৫১। পাকিস্ড়ানের প্রথম সামরিক শাসন জারি হয় কবে?
ক. ১৯৫৫ খ. ১৯৫৮ গ. ১৯৫৬ ঘ. ১৯৫৯

৫২। "বঙ্গভঙ্গ" রদ হয় কত সালে?
ক. ১৯০৫ খ. ১৯১১ গ. ১৯০৮ ঘ. ১৯০৯

৫৩। "বিধবা বিবাহ" আইন প্রচলন করা হয় কত সাল থেকে?
ক. ১৮৪৭ খ. ১৮৩৮ গ. ১৮২৯ ঘ. ১৮৬৫

উত্তরমালা

০১. গ	০২. খ	০৩. ক	০৪. খ	০৫. ঘ	০৬. ক	০৭. খ
০৮. খ	০৯. খ	১০. গ	১১. গ	১২. ঘ	১৩. গ	১৪. খ
১৫. ক	১৬. ঘ	১৭. গ	১৮. খ	১৯. গ	২০. ক	২১. ক
২২. গ	২৩. ঘ	২৪. গ	২৫. ক	২৬. খ	২৭. ঘ	২৮. খ
২৯. গ	৩০. গ	৩১. গ	৩২. গ	৩৩. ক	৩৪. গ	৩৫. খ
৩৬. খ	৩৭. ক	৩৮. গ	৩৯. ঘ	৪০. খ	৪১. ক	৪২. ঘ
৪৩. গ	৪৪. গ	৪৫. খ	৪৬. খ	৪৭. গ	৪৮. গ	৪৯. খ
৫০. খ	৫১. খ	৫২. খ	৫৩. ঘ			

লেকচার- ১৩

বাংলাদেশের উপজাতি

তথ্যপ্রবাহ......

- বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার- **১.০৮ ভাগ (প্রায়)** উপজাতি।
- বর্তমানে বাংলাদেশে বসবাসকারী উপজাতির সংখ্যা- **১৪ লাখ (প্রায়)**।
- বাংলাদেশে উপজাতি রয়েছে- **৩১টি**।

- বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বাস করে- **চাকমা উপজাতির লোক** ।
- চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।
- চাকমারা বাস করে- **চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন জেলায়।**
- বাংলাদেশে দ্বিতীয় বৃহত্তর উপজাতি গোষ্ঠী- **সাঁওতাল।**
- বাংলাদেশে খুমী ও চক উপজাতির সংখ্যা কম।
- বাংলাদেশে পিতৃপ্রধান উপজাতি- **মারমা ও হাজং।**
- বাংলাদেশে মাতৃতান্ত্রিক প্রধান উপজাতি- **গারো, (খাসিয়া ও সাঁওতাল)।**
- বাংলাদেশে বসবাস নেই- **মাওরী, মুর, পিগমী, নিগ্রো, জুলু, কুলু, কুর্দী, আফ্রিদি, টোডা, শেরপা, ককেশীয় প্রভৃতি উপজাতির।**
- পাঙন উপজাতিরা মুসলমান।
- 'রাখাইন' উপজাতিরা এদেশে এসেছে- **মায়ানমারের আরাকান থেকে।**
- 'রাখাইন' উপজাতিরা বাস করে- **পটুয়াখালী।**
- 'রাজবংশী' উপজাতিরা বাস করে- **রংপুর।**
- উপজাতিরা সবচেয়ে বেশি বাস করে- **রাঙ্গামাটি, বান্দরবন এবং খাগড়াছড়ি।**
- মুরংদের উৎসবের নাম- **মুৎসলোং।**
- 'বৈসাবি'- **পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের ঐতিহ্যবাহী প্রধান সামাজিক উৎসব। পুরাতন বর্ষকে বিদায় ও নতুন বর্ষকে স্বাগত জানানোর মধ্যে দিয়ে এটি পালিত হয়।**
- বণিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়েছিলেন- **চাকমা জুমিয়া নেতা জুম্মা খান।**
- আদিবাসী ও উপজাতিদের জীবন ধারা নিয়ে সর্বাধিক বই লিখেন- **আব্দুস সাত্তার (অরণ্য জনপদে, অরণ্য সংস্কৃতি)।**
- মারমা উপজাতিরা বাস করে- **কক্সবাজার।**
- চাকমাদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানকে বলা হয়- **বিঝু।**
- **বাংলাদেশে উপজাতীয়দের জন্য তিনটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আছে। যথা-**
  ক. উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমি বিরিশিরি (নেত্রকোণা)
  খ. ট্রাইবাল কালচারাল ইনষ্টিটিউট (রাঙামাটি)
  গ. ট্রাইবাল কালচার একাডেমী (দিনাজপুর)।

উপজাতি সম্প্রদায়ের বসবাস

উপজাতি সম্প্রদায়	অবস্থান	উপজাতি সম্প্রদায়	অবস্থান
গারো	ময়মনসিংহ	**চাকমা**	রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি
হাজং	ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা	**সাঁওতাল**	রাজশাহী ও দিনাজপুর
হুদি	নেত্রকোনা	**রাজবংশী**	রংপুর
ওরাও	বগুড়া, রংপুর	**মুরং**	বান্দরবনের গভীর অরণ্যে
বনজোগ	বান্দরবনের গভীর অরণ্যে	**রাখাইন**	পটুয়াখালী
মারমা	কক্সবাজার, বান্দরবন ও পটুয়াখালী	**খাসিয়া**	সিলেট
পাংখো	বান্দরবন	**খুমি**	বান্দরবান
মনিপুরী	সিলেট	**টিপরা**	খাগড়াছড়ি, পার্বত্য চট্টগ্রাম
লুসাই	পার্বত্য চট্টগ্রাম	**তনচংগা**	রাঙ্গামাটি
কুকি	সাজেক ভেলী (রাঙ্গামাটি)		

বাংলাদেশ বেতার

তথ্যপ্রবাহ.........

- বাংলাদেশ বেতার স্থাপন করা হয়- **১৯৩৯ সালে।**
- বেতার বাংলাদেশের সদর দপ্তর অবস্থিত- **ঢাকার আগারগাঁও -এ।**
- 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' স্থাপিত হয়েছিল- **চট্টগ্রামের কালুরঘাটে।**
- বাংলাদেশের বেতার স্টেশন সংখ্যা- **১৩টি।**
- বাংলাদেশ বেতারের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ স্টেশন- **রাঙ্গামাটি।**
- 'বাংলাদেশ বেতারের' পূর্ব নাম ছিল- **রেডিও বাংলাদেশ।**
- বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারী রেডিও চ্যানেলের নাম- **রেডিও মেট্রোওয়েভ।**
- বাংলাদেশের প্রথম ঋগ রেডিও চ্যানেল- **রেডিও টু-ডে।**

বাংলাদেশ টেলিভিশন

- বাংলাদেশ টেলিভিশন স্থাপিত হয়- **১৯৬৪ সালে।**
- বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রথম টিভি ভবন স্থাপন করা হয়েছিল- **ঢাকার ডি.আই.টি. ভবন (বর্তমানে রাজউক ভবন)।**
- বাংলাদেশ টেলিভিশন সর্বপ্রথম ১০ মাইল/১৬ কিলোমিটার প্রচার ক্ষমতা নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে।
- বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রথম শিল্পী- **ফেরদৌসী রহমান।**

- বাংলাদেশ টেলিভিশনের প্রথম প্রচারিত নাটক- **একতলা দোতলা (এটি ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রচারিত হয়)।**
- বাংলাদেশে রঙ্গিন টেলিভিশন চালু হয়- **১ ডিসেম্বর, ১৯৮০ সালে।**
- ঢাকার রামপুরা টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপিত হয়- **১৯৭৫ সালে।**
- বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ টেলিভিশন কেন্দ্র- **২টি (ঢাকা ও চট্টগ্রাম)।**
- চট্টগ্রামে পূর্ণাঙ্গ টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপিত হয়- **১৯৯৬ সালে।**
- বাংলাদেশ টেলিভিশনের সম্প্রচার কেন্দ্র রয়েছে- **১৬টি।**
- বাংলাদেশ টেলিভিশনের রজতজয়ন্তী পালিত হয়- **১৯৮৯ সালে।**
- রামপুরা টিভি ভবনের নকশা প্রস্তুত করেন- **সুইডেনের প্রখ্যাত স্থপতি মিস্টার পিটার সেলসিং এবং বাংলাদেশের মাহবুবুল হক।**
- ঢাকা টেলিভিশনের প্রথম টিভি সিরিয়াল- **ত্রিরত্ন (১৯৬৬ সালে প্রচারিত হয়)।**
- বাংলাদেশে 'ডিস এন্টিনা' ব্যবহার চালু হয়- **১৯৯২ সালে।**
- বাংলাদেশ টেলিভিশন সি.এন.এন. (C.N.N.) এর অনুষ্ঠান সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করে- **১৯৯২ সালে (বর্তমানে সম্প্রচার বন্ধ)।**
- বাংলাদেশ টেলিভিশন বি.বি.সি এর অনুষ্ঠান সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করে- **১৯৯৩ (বর্তমানে সম্প্রচার বন্ধ)।**
- 'বাংলা টিভি' দেশের বাইরে প্রথম চালু হয়- **ব্রিটেনে, ১৯৯৮ সালে।**
- বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল- **একুশে টিভি (ETV)।**
- 'একুশে টিভি' আনুষ্ঠানিকভাবে সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করে- **২০০০ সাল থেকে।**
- 'একুশে টিভি' সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়- **২০০২ সালে।**
- বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্যাকেজ প্রোগ্রাম গৃহীত হয়- **১৯৯৪ সালে।**

- বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রথম প্যাকেজ নাটক- প্রাচীর পেরিয়ে।
- বিটিভি স্যাটেলাইট চ্যানেলের নাম- **বিটিভি ওয়ার্ল্ড।**
- বাংলাদেশ টেলিভিশন আনুষ্ঠানিক ভাবে স্যাটেলাইট চ্যানেল 'বিটিভি ওয়ার্ল্ড' সম্প্রচার শুরু করে- **১১ এপ্রিল ২০০৪ সন্ধ্যা ৭ টা থেকে।**

বাংলাদেশ ডাকবিভাগ

তথ্যপ্রবাহ.......

- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ডাক টিকিট চালু হয় ২০ জুলাই, ১৯৭১ সালে। স্বাধীনতার পরে ১ম ডাকটিকিট প্রকাশ ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২ সালে।
- বর্তমানে বাংলাদেশের ডাকটিকিট প্রকাশ হয় Security Printing Press গাজীপুর হতে।
- বাংলাদেশের প্রথম ডাক টিকিটের ডিজাইনার রিপ্টি চিন্টনিশ।
- স্বাধীনতার প্রথম ডাকটিকেটে শহীদ মিনারের ছবি ছিল।
- স্বাধীন বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ডাকঘর চুয়াডাংগায় স্থাপিত হয়।
- বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মনোগ্রাম একজন ধাবমান রানারের কাঁধে ঝোলানো চিঠির ব্যাগ, হাতে একটি বল- ম এবং এর মাথায় প্রজ্বলিত লণ্ঠন।
- বাংলাদেশ ডাক বিভাগের শে- াগান 'সেবাই আদর্শ'।
- ইসরাইলের সাথে বাংলাদেশের ডাক যোগাযোগ নেই।
- বাংলাদেশের সাথে ১৩ টি দেশের আন্তর্জাতিক মানি অর্ডার সার্ভিস চালু রয়েছে।
- বাংলাদেশের সাথে মোট ১৯ টি দেশের ইন্টেনপোষ্ট (ফ্যাক্স) সার্ভিস চালু আছে।
- বাংলাদেশের সাথে মোট ৪৯টি দেশের দ্রুততম এক্সপ্রেস মেইল সার্ভিস (ই.এম.এস) চালু আছে।
- ৫০ টি দেশের সাথে বাংলাদেশের ইনসিওরড লেটার সার্ভিস চালু আছে।
- বিশ্বের ৫৯ টি দেশের সাথে বাংলাদেশের ইনসিওরড পার্সেল সার্ভিস চালু রয়েছে।
- বাংলাদেশ ডাক বিভাগের সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত।
- 'বাংলাদেশ পোস্ট অফিস যাদুঘর' ঢাকার জি.পি.ও. তে অবস্থিত।
- বাংলাদেশের একমাত্র পোস্টাল একাডেমী রাজশাহীতে অবস্থিত।
- G.E.P. হলো Guaranteed Express Post। ১৯৮৪ সাল থেকে G.E.P. সার্ভিস চালু হয়। বাংলাদেশের ১৬৪ টি ডাকঘরে G.E.P. সার্ভিস চালু আছে।
- E.M.S. হলো International Express Mail Service। ২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশে E.M.S. চালু হয়।
- বাংলাদেশ ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩ সালে বিশ্ব ডাক সংস্থা (UPU)-এর সদস্য পদ লাভ করে।
- E.P.P হলো Express Parcel Post। ২৬ অগাস্ট, ২০০০ সালে E.P.P চালু হয়।
- E. Post হলো Electronic Post। E. Post চালু হয় ১৬ আগস্ট, ২০০০।
- Bangladesh Rural Telecom Authority হলো বাংলাদেশের ১ম বেসরকারী টেলিফোন সংস্থা।

বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত যেকোন সাধারণ জ্ঞানের PDF শীট ডাউনলোড করতে
ভিজিট করো ▸ www.courstika.com

- বর্তমানে বাংলাদেশে ৬টি সেলুলার টেলিফোন কোম্পানি আছে। ১ম সিটিসেল ও ৬ষ্ঠ ওয়ারিদ টেলিকম।
- বাংলাদেশে সেলুলার টেলিফোন ব্যবস্থা চালু হয় ১৯৯৩ সালে।
- বাংলাদেশে কার্ড ফোন ব্যবস্থা চালু হয় ১৯৯২ সালে।
- রংপুরের মিঠাপুকুরে ১৯৯০ সালে প্রথম ডিজিটাল একচেঞ্জ প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- PSTN হলো Public Switch Telephone Network.

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

তথ্যপ্রবাহ.......

- স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ইংরেজি নাম - Ministry of Health and Family Welfare.
- বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি ওষুধ প্রতিষ্ঠানের নাম - অ্যাসেন্সিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড (EDCL)।
- EDCL প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৬২ সালে।
- EDCL-এর পূর্ণরূপ - Essential Drugs company Limited.
- EDCL-এর আঞ্চলিক ইউনিট কোথায় অবস্থিত - বগুড়ায় (প্রতিষ্ঠা-১৯৮৫ সালে)।
- বাংলাদেশের একমাত্র পাবলিক হোমিওপ্যাথিক ডিগ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৮৯ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে)।
- মোহাম্মদপুর ফার্টিলিটি সার্ভিসেস অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার (MFSTC) প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৭৪ সালে।
- MFSTC-এর অবস্থান - মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
- MFSTC কোন হল - মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা ও পরিবার পরিকল্পনা।
- MFSTC-এর পূর্ণরূপ - Mohammadpur Fertility Services & Training Centre.
- দেশের প্রথম টেস্ট টিউব বেবি জন্মগ্রহণ করে - ৩০ মে ২০০১
- বাংলাদেশের প্রথম হিমায়িত ভ্রূণ শিশু অন্সরা জন্মগ্রহণ করে - ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮।
- বাংলাদেশের প্রথম স্বেচ্ছা প্রণোদিত পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি চালু হয় - ১৯৫৩ সালে।
- সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্লিনিক ভিত্তিক পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচি চালু হয় - ১৯৬০ সালে।
- মাঠভিত্তিক পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচি চালু হয় - ১৯৬৫ সালে।
- পরিবার-পরিকল্পনা অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয় - ১৯৭৫ সালে।
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকার Health, Nutrition and Population Sector Program (HNPSP) চালু করে - ২০০৩ সালে।
- NCPC-এর পূর্ণরূপ - National Council for Population Control.
- FPAB-এর পূর্ণরূপ - Family Planning Association of Bangladesh.
- FPAB প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৫৩ সালে।
- IPPF-এর পূর্ণরূপ - International Planned Parenthood Federation.
- বাংলাদেশ থেকে জাতীয়ভাবে টিকাদান কর্মসূচি গ্রহণ করে - ৭ এপ্রিল, ১৯৭৯ সালে।
- বাংলাদেশে থেকে জাতীয়ভাবে টিকাদান কর্মসূচি শুরু করা হয় - ১৯৮৫ সাল থেকে।
- Rift Vally Fever - মশক বাহিত রোগ।
- 'বাঘা মশার' জীবাণু - এডিস এলিপকপটাস।
- 'স্পিরুলিনা' - শৈবাল জাতীয় এক প্রকার খাদ্য ও ওষুধ।
- স্পিরুলিনার আবিষ্কারক - ড. ফ্লোরা মজিদ।
- ডায়বেটিস সচেতনতা দিবস পালিত হয় - ২৮ ফেব্রুয়ারি।
- জাতীয় স্যানিটেশন মাস - অক্টোবর।
- প্রতিবছর স্যানিটেশন মাস পালিত হয় - ২০০৩ সাল থেকে।
- বাংলাদেশে পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় - ১৯৭৬ সালে।
- বাংলাদেশকে জলবসন্ড় মুক্ত ঘোষণা করা হয় - ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসে।
- দেশে জাতীয় টিকা দিবস কর্মসূচি কখন গ্রহণ করা হয় - ১৯৯৫ সালে।
- মা ও শিশু স্বাস্থ্য পক্ষ পালন শুরু হয় - ১৯৯৪ সালে।
- বাংলাদেশ '২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য' কর্মসূচি গ্রহণ করে - ১৯৮১ সালে।
- রংধনু প্রতীক - স্বাস্থ্য সেবার।
- রংধনু চিহ্নিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও লোগো উদ্বোধন করা হয় - ২০ অক্টোবর, ২০০৮।
- সবুজ ছাতা - স্বাস্থ্য পরিচর্যা সেবার।
- সবুজ ছাতা প্রতীকের ব্যবহার শুরু হয় - ১৯৯৮ সালে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি হাসপাতালের নাম - পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র।
- খাবার স্যালাইন আবিষ্কার করে - ICDDRB
- দেশের মানসিক ব্যাধি হাসপাতাল অবস্থিত - পাবনায় হেমায়েতপুর।
- দেশের কৃত্রিম পা সংযোজন কেন্দ্র (কক্সবাজার) চালু হয় - ১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে।

বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত যেকোন সাধারণ জ্ঞানের PDF শীট ডাউনলোড করতে
ভিজিট করো ► www.courstika.com

- 'স্পির‍ুলিনা' নামক আলোড়ন সৃষ্টিকারী শৈবাল জাতীয় খাদ্য আবিষ্কার করে - সায়েন্স ল্যাবরেটরি।
- National Institute of Population Research and Training (NIPORT) প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত - ঢাকার আজিমপুরে।
- WHO দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 'Healthy City' ঘোষণা করে - চট্টগ্রাম মহানগরীকে।
- ঢাকার বাইরে প্রথম ওপেন হার্ট সার্জারি হয় - ২৯ মে ১৯৯১, ময়মনসিংহে।
- বাংলাদেশের খাদ্য ও পুষ্টি ইনস্টিটিউট অবস্থিত - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।
- দেশে সরকারি মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা - ১৮টি।
- দেশে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা - ৪৪টি।/অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১০
- বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি ডেন্টাল কলেজের নাম - ঢাকা ডেন্টাল কলেজ (মিরপুর, ঢাকা)
- ঢাকা ডেন্টাল কলেজের প্রতিষ্ঠা - ১৯৬১ সালে।
- বাংলাদেশে সরকারি ডেন্টাল ইউনিট - ২টি।
- বাংলাদেশে বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ - ১২ টি।
- দেশের প্রথম বেসরকারি মহিলা ডেন্টাল করেজের নাম - সাফেনা উইমেন্স ডেন্টাল কলেজ।
- সরকারি ডেন্টাল ইউনিট দুটি অবস্থিত - রাজশাহী ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ।
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ জাতীয় স্লোগান - দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়।
- এ, বি, সি, ডি ভিটামিনের অভাবজনিত রোগকে - ক্লিমিক্যাল রোগ বলা হয়।
- ভিটামিন 'সি'-এর অভাবে - স্কার্ভি রোগ হয়।
- ভিটামিন 'ডি'-এর অভাবে - রিকেট রোগ হয়।
- বাংলাদেশে ডায়রিয়া চিকিৎসা ও গবেষণার আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন একমাত্র প্রতিষ্ঠান - ICDDRB
- বাংলাদেশের চালে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক রয়েছে - ফরিদপুর জেলা। (সূত্র WHO)
- বাংলাদেশের জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট - ১টি, ঢাকায়।
- প্রথম জাতীয় টীকা দিবস পালন করা হয় - ১৬ মার্চ ১৯৯৫ (১ম রাউন্ড) ও ১৬ এপ্রিল ১৯৯৬ (২য় রাউন্ড)
- খাবার স্যালাইন উৎপাদনে দেশে স্থাপনা রয়েছে - ৫টি; যথা- ঢাকা, যশোর, কুমিল্লা, রংপুর ও বরিশাল।
- বাংলাদেশে সর্বপ্রথম AIDS শনাক্ত করা হয় - ১৯৮৯ সালে।
- বিশ্বে সর্বপ্রথম এইডস শনাক্ত করা হয় - ১৯৮১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে।
- এশিয়া মহাদেশে প্রথম এইডস শনাক্ত করা হয় - থাইল্যান্ড, ১৯৮৪ সালে।
- ডেঙ্গু জীবাণুবাহী মশার নাম - এডিস মশা।
- ডেঙ্গুর জীবাণু শনাক্তকারী পদ্ধতির আবিষ্কারক - ড. বিজন কুমার শীল।
- 'বার্ড ফ্লু' - পাখির এক ধরনের ইফ্লুয়েঞ্জা।
- যে কোনো প্রাণি বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হয় - H5 N1ভাইরাসের কারণে।
- বিশ্বের প্রথম বার্ড ফ্লুর অস্তিত্ব পাওয়া যায় - হংকং (১৯৯৭ সালে)
- HIV-এর পূর্ণরূপ - Human Immunodeficiency Virus.
- উপমহাদেশে সর্বপ্রথম আর্সেনিক দূষণ ধরা পড়ে - ১৯৭৮ সালে (ভারতের পশ্চিম বঙ্গে)।
- সর্বপ্রথম মৌল আর্সেনিক আবিষ্কার করেন - ১২৫০ সালে, জার্মানির আলবার্টাস ম্যাগনাম।
- বাংলাদেশে প্রথম আর্সেনিক শনাক্ত করা হয় - ১৯৯৩ সালের, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বারঘরিয়াতে।
- আর্সেনিকের দুটি বিষাক্ত যৌগ - আর্সেনাইট ও আর্সেনেট।
- 'ব্ল্যাক ফুট' - আর্সেকি আক্রান্ত মানবদেহে প্রদাহ সৃষ্টিকারী এক ধরনের রোগ।
- আর্সেনিকের প্রতীক - As।
- আর্সেনিকের পারমাণবিক সংখ্যা - ৩৩।
- সার্স (SARS)-এর পূর্ণরূপ - Severe Acute Respiratory Syndrome.
- সার্স রোগে আক্রান্ত হয় - করোনা ভাইরাসের কারণে।
- দেশের প্রথম কালাজ্বর হাসপাতাল ও ট্রেনিং সেন্টার ময়মনসিংহ অবস্থিত।
- বাংলাদেশে পরমাণু চিকিৎসাকেন্দ্র আছে - ১৩টি।
- বাংলাদেশে পরমাণু চিকিৎসাকেন্দ্রগুলো পরিচালনা করে - বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন।
- কলেরা হাসপাতাল (বর্তমানে ICDDR,B) - ঢাকার মহাখালীতে অবস্থিত।
- EPI - Expanded Programme on Immunization অর্থাৎ সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি।
- EPI টিকা প্রদান করে - পোলিও, হাম, ডিপথেরিয়া, যক্ষ্মা, ধনুষ্টঙ্কার, হুপিংকাশি।
- গুটি বসন্তের টিকা আবিষ্কৃত হয় - ১৯৭৬ সালে।
- BCG-এর পূর্ণরূপ - Bacille Calmette Guerin.
- DPT-এর পূর্ণরূপ - Diptheria-Pertussis-Tetanus.
- OPV-এর পূর্ণরূপ - Oral Polio Vaccine.
- TT-এর পূর্ণরূপ - Teranus Toxoid.
- প্রথম পোলিও টিকা - ১৯৫২ সালে আবিষ্কৃত হয়।
- মুখে খাবার পোলিও টিকা আবিষ্কৃত হয় - ১৯৬২ সালে।
- দেশের প্রথম ভাসমান হাসপাতালের নাম - জীবনতরী।

- জীবনতরীর মূল লক্ষ্য - প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসা করা।
- দেশের দ্বিতীয় ভাসমান হাসপাতাল - লাইফবয় ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতাল।
- লাইফবয় ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতাল যাত্রা শুর করে - ২০০১ সালে (প্রতিষ্ঠা ২৬ জানুয়ারি ১৯৯৮)।
- দেশের তৃতীয় ভাসমান হাসপাতাল - এমিরেটস ভাসমান ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতাল।
- বীরশ্রেষ্ঠ ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল যাত্রা শুর করে - ১ ফেব্রয়ারি ২০০৮।

বাংলাদেশের ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র

তথ্যপ্রবাহ.......

- ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র হচ্ছে- আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগের মাধ্যম।
- বাংলাদেশে ৪টি ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র আছে।

ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র	প্রতিষ্ঠার সাল
রাঙামাটির বেতবুনিয়া	১৯৭৫
গাজীপুরের তালিবাবাদ	১৯৮২
ঢাকার মহাখালী	১৯৯৫
সিলেট	১৯৯৭

কতিপয় গ্রন্থ

তথ্যপ্রবাহ.......

গ্রন্থ	লেখক
বনি আদম	গোলাম মোস্তফা
বিশ্বনবী	গোলাম মোস্তফা
লাল সালু	সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ
মরভাস্কর	কাজী নজরল ইসলাম
রাজবন্দীর জবানবন্দী	কাজী নজরল ইসলাম
শেষের কবিতা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গীতাঞ্জলি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শেষ লেখা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বনলতা সেন	জীবনানন্দ দাস
মহাশ্মশান	কায়কোবাদ
মোস্তফা চরিত	মাওলানা আকরাম খাঁ
বিষাদ সিন্ধু	মীর মোশাররফ হোসেন
স্পেন বিজয়	ইসমাইল হোসেন সিরাজী
বীরাঙ্গনা	মাইকেল মধুসূধন দত্ত
একেই কি বলে সভ্যতা	মাইকেল মধুসূধন দত্ত
পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়	সৈয়দ শামসুল হক
সূর্য দীঘল বাড়ি	আবু ইসহাক
খোয়াবনামা	আখতারজ্জামান ইলিয়াস
বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত	ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
তেইশ নম্বর তৈলচিত্র	আলাউদ্দিন আল আজাদ
বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন	মুহাম্মদ আব্দুল হাই
তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা	মুহাম্মদ আব্দুল হাই
সংশপ্তক	শহীদুল্লাহ কায়সার
সারেং বৌ	শহীদুল্লাহ কায়সার
হাজার বছর ধরে	জহির রায়হান
শেষ বিকেলের মেয়ে	জহির রায়হান
পদ্মা নদীর মাঝি	মানিক বন্দোপাধ্যায়
ফুড কনফারেন্স	আবুল মনসুর আহমদ
গ্যালিভারের সফলনামা	আবুল মনসুর আহমদ
ক্রীতদাসের হাসি	শওকত ওসমান
ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি	সত্যজিৎ রায়
সাঁঝের মায়া	বেগম সুফিয়া কামাল।

বিবিসির জরিপে সর্বকালের সেরা ২০ বাঙালি

প্রথম	বঙ্গবন্ধ শেখ মুজিবুর রহমান
দ্বিতীয়	বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
তৃতীয়	কাজী নজরল ইসলাম
চতুর্থ	শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক
পঞ্চম	নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু
ষষ্ঠ	বেগম রোকেয়া
সপ্তম	জগদীশচন্দ্র বসু
অষ্টম	ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
নবম	মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
দশম	রাজা রামমোহন রায়
একাদশ	শহীদ তিতুমীর
দ্বাদশ	লালন শাহ
ত্রয়োদশ	সত্যজিৎ রায়
চতুর্দশ	অমর্ত্য সেন
চঞ্চদশ	ভাষা শহীদগণ
ষোড়শ	ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
সপ্তদশ	স্বামী বিবেকানন্দ
অষ্টদশ	অতীশ দীপঙ্কর
উনবিংশ	শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান
বিংশ	হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভকারী বিদেশী ব্যক্তিত্ব

নাম	নাগরিকত্ব লাভ
কাজী নজরুল ইসলাম	১৯৭৬ সাল
মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী	১৮ ফেব্রয়ারি, ১৯৭৮ সাল

বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত যেকোন সাধারণ জ্ঞানের PDF শীট ডাউনলোড করতে
ভিজিট করো ► www.courstika.com

গর্ডন গ্রিনিজ	১৯৯৭ সাল
ভ্যালরি টেইলর	১৯৯৮ সাল
মেরি গাস্ট	৪ মার্চ, ১৯৯৯ সাল
অমর্ত্য সেন	১৯৯৯ সাল
ফাদার রিগন	৩০ ডিসেম্বর, ২০০৮ সাল

বাংলাদেশের প্রথম, বৃহত্তম, ক্ষুদ্রতম, শ্রেষ্ঠ, দীর্ঘতম, উচ্চতম, প্রথম মহিলা, বিবিধ

বাংলাদেশের প্রথম

প্রথম রাষ্ট্রপতি	শেখ মুজিবুর রহমান।
প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি	সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
প্রথম প্রধানমন্ত্রী	তাজউদ্দিন আহমেদ।
প্রথম পররাষ্ট্রমন্ত্রী	খন্দকার মোশতাক আহমেদ।
প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী	এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান।
প্রথম অর্থমন্ত্রী	ক্যাপ্টেন মনসুর আলী।
প্রথম স্পীকার (গণ পরিষদ)	শাহ আব্দুল হামিদ।
প্রথম স্পীকার (জাতীয় সংসদ)	মোহাম্মদ উল্লাহ।
প্রথম সেনাবাহিনীর প্রধান	এম.এ.জি. ওসমানী।
প্রথম এটর্নি জেনারেল	এ.এইচ. খন্দকার।
প্রথম প্রধান বিচারপতি	এ.এস.এম. সায়েম।
প্রথম প্রধান নির্বাচন কমিশনার	বিচারপতি মোহাম্মদ ইদ্রিস।
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর	এ.এন.হামিদুল্লাহ।
প্রথম বাণিজ্য জাহাজ	বাংলার দূত।
প্রথম রণতরী	বি.এন.এস.পদ্মা।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর	স্যার এ. পি.জে. হার্টস।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপমহাদেশের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর	স্যার এ.এফ. রহমান।
প্রথম আই.জি.পি	এম.এ.খালেক।
জাতীয় ফুটবলের প্রথম অধিনায়ক	জাকারিয়া পিন্টু।
ক্রিকেট দলের প্রথম অধিনায়ক	শামীম কবির।
টেস্ট ক্রিকেট দলের প্রথম অধিনায়ক	নাঈমুর রহমান দুর্জয়।
ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম মেয়র	ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত।
ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত প্রথম মেয়র	মোহাম্মদ হানিফ।
প্রথম ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রমকারী	ব্রজেন দাস।
প্রথম উপজাতীয় রাষ্ট্রদূত	শরসিন্দু শেখর চাকমা।
বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম মহিলা মহাব্যবস্থাপক	নাজনীন সুলতানা।
ব্যাংকের প্রথম মহিলা পরিচালক	আনিসা হামিদ।
প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলনকারী	আ.স.ম আব্দুর রব।
বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতিদানকারী	ভারত।

বাংলাদেশের বৃহত্তম

বৃহত্তম বিভাগ (আয়তনে)	চট্টগ্রাম।
বৃহত্তম জেলা	রাঙ্গামাটি।
বৃহত্তম থানা	শ্যামনগর।
বৃহত্তম শহর	ঢাকা।
বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর	চট্টগ্রাম।
বৃহত্তম রেলস্টেশন	কমলাপুর রেলস্টেশন।
বৃহত্তম বিমানবন্দর	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।
বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় (আয়তনে)	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
বৃহত্তম গ্রন্থাগার	পাবলিক লাইব্রেরী।
বৃহত্তম মসজিদ	বায়তুল মোকাররম মসজিদ।
বৃহত্তম যাদুঘর	জাতীয় যাদুঘর।
বৃহত্তম হাসপাতাল	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।
বৃহত্তম মেডিকেল কলেজ	ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।
বৃহত্তম স্টেডিয়াম	বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম
বৃহত্তম চিড়িয়াখানা	মিরপুর চিড়িয়াখানা
বৃহত্তম হোটেল	শেরাটন
বৃহত্তম সিনেমা হল	মনিহার (যশোর)।
বৃহত্তম পার্ক	রমনা পার্ক।
বৃহত্তম উদ্যান	সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।
বৃহত্তম বিল	চলন বিল।
বৃহত্তম বাঁধ	কাপ্তাই বাঁধ।
বৃহত্তম হাওড়	হাকালুকি হাওড়।

বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত যেকোন সাধারণ জ্ঞানের PDF শীট ডাউনলোড করতে
ভিজিট করো ► www.courstika.com

বৃহত্তম বনভূমি (একক)	সুন্দরবন।
বৃহত্তম দ্বীপ	ভোলা।
বৃহত্তম ব-দ্বীপ	সুন্দরবন।
বৃহত্তম চিনিকল	কের═ এন্ড কোম্পানি (চুয়াডাঙ্গা)।
বৃহত্তম পাটকল	আদমজী জুট মিল (বন্ধ)।
বৃহত্তম কাগজ কল	কর্ণফুলী কাগজ কল।
বৃহত্তম সার কারখানা	যমুনা সার কারখানা।
বৃহত্তম তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	ভেড়ামারা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
বৃহত্তম জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র	কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
বৃহত্তম সেচ প্রকল্প	তিস্ড়া ব্যারেজ প্রকল্প।
বৃহত্তম কনটেইনার জাহাজ	বাংলার দূত।
বৃহত্তম তফসিলী ব্যাংক	সোনালী ব্যাংক।
বৃহত্তম রেলওয়ে জংশন	ঈশ্বরদী।
বৃহত্তম সড়ক সেতু	বঙ্গবন্ধু সেতু।
বৃহত্তম রেলসেতু	হার্ডিঞ্জ ব্রীজ।
বৃহত্তম জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা	খুলনা শিপইয়ার্ড।
বৃহত্তম অফিস	বাংলাদেশ সচিবালয়।
বৃহত্তম ইউনিয়ন	বেগমগঞ্জ (নোয়াখালী)।
বৃহত্তম গ্রাম (এশিয়ার)	বানিয়াচং (হবিগঞ্জ জেলায়)।

বাংলাদেশের দীর্ঘতম

দীর্ঘতম সড়ক সেতু	বঙ্গবন্ধু সেতু।
দীর্ঘতম রেল সেতু	হার্ডিঞ্জ ব্রীজ।
দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত	কক্সবাজার।
দীর্ঘতম নদী	সুরমা/মেঘনা।

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ

শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী	শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন।
শ্রেষ্ঠ কবি	কাজী নজর═ল ইসলাম।
শ্রেষ্ঠ পল-ীকবি	জসিম উদ্দিন।
শ্রেষ্ঠ মহিলা কবি	বেগম সুফিয়া কামাল।
শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ	ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল- াহ।
শ্রেষ্ঠ কাঠ খোদাই শিল্পী	অলক রায়।
শ্রেষ্ঠ কাটুনিষ্ট	রফিকুন্নবী (রনবী)।
শ্রেষ্ঠ সংগীত সাধক	ওস্ড়াদ আলাউদ্দিন খাঁ।
শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গচিত্র	রফিকুন্নবী।
শ্রেষ্ঠ উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পী	বারীন মজুমদার।
শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকর	জহির রায়হান।
শ্রেষ্ঠ স্থপতি	ফজলুল হক খাঁন (এফ.আর.খান)।
শ্রেষ্ঠ পর্যটন কেন্দ্র	কক্সবাজার।
শ্রেষ্ঠ আধুনিক কবি	শামসুর রাহমান।
শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক	ডঃ কুদরত-ই-খুদা।
শ্রেষ্ঠ দাবাড়ু	নিয়াজ মোর্শেদ।
শ্রেষ্ঠ মহিলা দাবাড়ু	রানী হামিদ।
শ্রেষ্ঠ সাতার═	ব্রজেন দাস।
শ্রেষ্ঠ ভাস্কর	শামীম শিকদার।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম

ক্ষুদ্রতম বিভাগ	সিলেট
ক্ষুদ্রতম জেলা (জনসংখ্যায়)	বান্দরবান
ক্ষুদ্রতম থানা (জনসংখ্যায়)	রাজস্থলী (রাঙ্গামাটি)
ক্ষুদ্রতম জেলা (আয়তনে)	মেহেরপুর
ক্ষুদ্রতম থানা	কোতোয়ালি (ঢাকা)
ক্ষুদ্রতম ইউনিয়ন	সেন্টমার্টিন
ক্ষুদ্রতম পাখি	টুনটুনি

বাংলাদেশের উচ্চতম

উচ্চতম শৃঙ্গ	তাজিনডং (বিজয়)
উচ্চতম পাহাড়	গারো পাহাড়
উচ্চতম ভবন	বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন
উচ্চতম বৃক্ষ	বৈলাম বৃক্ষ
উচ্চতম পাহাড়	গারো পাহাড়

বাংলাদেশের প্রথম মহিলা

প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী	খালেদা জিয়া।
প্রথম মহিলা বিরোধীদলীয় নেত্রী	শেখ হাসিনা।
প্রথম মহিলা সচিব	জাকিয়া আখতার।
প্রথম মহিলা কর কমিশনার	ফেরদৌস আরা বেগম।
প্রথম মহিলা রাষ্ট্রদূত	মাহমুদা হক চৌধুরী।
প্রথম মহিলা কূটনীতিবিদ	তাহমিনা হক ডলি।
প্রথম মহিলা বিচারপতি	নাজমুন আরা সুলতানা।
প্রথম মহিলা বিগ্রেডিয়ার	সুরাইয়া বেগম।
প্রথম মহিলা এস.পি.	বেগম রওশন আরা।
প্রথম মহিলা পাইলট	কানিজ ফাতেমা।
প্রথম মহিলা ব্যারিস্টার	মিসেস রাবেয়া ভুঁইয়া।

courstika

প্রথম মহিলা কাস্টমস কমিশনার	হাসিনা খাতুন।
প্রথম মহিলা নোটারী পাবলিক	কামরুন্নাহার লাইলী।
প্রথম মহিলা মুসলিম অভিনেত্রী	বনানী চৌধুরী।
প্রথম মহিলা ডীন	বেগম আজিজুন্নেসা।
প্রথম মহিলা প্রো-ভিসি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)	জিন্নাতুন নিসা তাহমিদা বেগম।
প্রথম মহিলা পিএসসির চেয়ারম্যান	জিন্নাতুন নিসা তাহমিদা বেগম।
প্রথম মহিলা অধ্যক্ষ	অধ্যাপিকা ড. হোসনে আরা।
প্রথম মহিলা ওসি	হোসনে আরা বেগম।
প্রথম মহিলা শোর্ড অব অনার লাভকারী	মারজিয়া ইসলাম (নৌবাহিনী)।
প্রথম মহিলা বিটিভির মহাপরিচালক	ফেরদৌস আরা বেগম।
প্রথম মহিলা বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক	ড. নীলিমা ইব্রাহীম।
প্রথম জাতীয় অধ্যাপক	ড. সুফিয়া আহমেদ।
রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের প্রথম মহিলা মহাব্যবস্থাপক	আনিসা হামিদ (সোনালী ব্যাংক)।
ব্যাংকিং খাতে প্রথম মহিলা ব্যবস্থাপনা পরিচালক	আনিসা হামিদ (কর্মাস ব্যাংক)।
অল উইমেন ফ্লাইট পরিচালনাকারী প্রথম মহিলা	ক্যাপ্টেন শাহানা।
প্রথম মহিলা বীর প্রতীক খেতাব লাভকারী	ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম।
প্রথম মহিলা ভূ-তত্ত্ববিদ	আফিয়া আখতার।
প্রথম মহিলা সিএ ডিগ্রি লাভকারী	সুরাইয়া জান্নাত।
প্রথম মহিলা বাঙালী মুসলিম চিকিৎসক	ডা. জোহারা বেগম কাজী।
প্রথম টেস্ট টিউব শিশু চিকিৎসক	ডা. পারভিন ফাতেমা।
প্রথম মহিলা এডিশনাল ডিআইজি	ফাতেমা বেগম।
প্রথম মহিলা ট্রেন চালক	সালমা খান।

বিবিধ

প্রশস্ততম নদী	যমুনা।
সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত অঞ্চল	লাল খান (সিলেট)।
সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত অঞ্চল	লালপুর (নাটোর)।
সর্বোচ্চ ঘনবসতি অঞ্চল	ঢাকা।
সর্বনিম্ন ঘনবসতি অঞ্চল	বান্দরবন।

এক নজরে বাংলাদেশের ইতিহাসের উলে- খযোগ্য ঘটনাবলি

খ্রিস্টপূর্ব

১৯০০ ঃ আর্যগণ কতৃক উত্তর ভারত দখল।
৩২২ ঃ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কর্তৃক বাংলা অধিকার।
৩২৭ ঃ আলেকজান্ডার কর্তৃক ভারত আক্রমণ।
২৭৩ ঃ অশোকের সিংহাসনে অধিষ্ঠান।
১৮৭ ঃ মৌর্য বংশের পতন।

খ্রিস্টাব্দ

৭৮ ঃ কণিষ্কের সিংহাসন আরোহণ।
১০০ ঃ আর্যগণের বাংলায় আগমন।
৬০০ ঃ বঙ্গ ও গৌড়ের উত্থান।
৬০৬ ঃ শশাংকের গৌড় সিংহাসন লাভ।
৬৩৭ ঃ হিউয়েন সাং–এর বাংলায় আগমন।
৭১২ ঃ আরব দেশের মুসলমানদের বাংলায় আগমন।
৭৫০ ঃ পাল বংশের প্রতিষ্ঠা।
৭৭০ ঃ ধর্ম পালের সিংহাসন আরোহণ।
১০৫০ ঃ সেন বংশের উত্থান।
১০৭৪ ঃ হেমন্ড় সেনের সিংহাসন লাভ।
১০৯৭ ঃ বিজয় সেনের সিংহাসন লাভ।
১১২৪ ঃ পাল বংশের পতন।
১১৫৮ ঃ বল- াল সেনের সিংহাসন লাভ।
১১৭৯ ঃ লক্ষণ সেনের সিংহাসন লাভ।
১২০৪ ঃ বখতিয়ার খলজির বাংলার শাসনভার গ্রহণ।
১৩৩৮ ঃ ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ কর্তৃক বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা।
১৩৪২ ঃ ইলিয়াস শাহের সিংহাসন আরোহণ।
১৩৪৫ ঃ ইবনে বতুতার বাংলায় আগমন।
১৩৫২ ঃ ইলিয়াস শাহ কর্তৃক সোনারগাঁ বিজয়।
১৩৫৩ ঃ ফিরুজ শাহ তুঘলকের বাংলা আক্রমণ।
১৪৫৯ ঃ রুকনউদ্দিন বরবক শাহের সিংহাসন আরোহণ।
১৪৯৩ ঃ আলাউদ্দিন হুসাইন শাহের সিংহাসন লাভ।
১৫৬১ ঃ বাংলায় কররাণী বংশের প্রতিষ্ঠা।
১৫৯৯ ঃ ঈশা খাঁর মৃত্যু।
১৬০৮ ঃ ইসলাম খান চিশতী বাংলার সুবেদার নিযুক্ত হন।
১৬১০ ঃ মুঘল সুবাদার ইসলাম খান চিশতী কর্তৃক ঢাকায় বাংলার রাজধানী স্থানান্ড়র এবং 'জাহাঙ্গীর নগর' নামকরণ।
১৬৩৯ ঃ সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজা ঢাকায় বাংলার সুবাদার নিযুক্ত।
১৬৬৩ ঃ শায়েস্ড়া খান বাংলার সুবেদার নিযুক্ত।

১৬৬৪ ঃ শায়েস্তা খান কর্তৃক সুবেদার কার্যভার গ্রহণ।
১৬৬৮ ঃ ইংরেজ কুঠি স্থাপিত।
১৬৭১ ঃ ছোট কাটরা প্রাসাদ নির্মিত।
১৬৭৫ ঃ চক মসজিদ নির্মিত।
১৬৭৮ ঃ শাহজাদা মোহাম্মদ আজম কর্তৃক লালবাগ দুর্গের নির্মাণ শুরু।
১৬৮০ ঃ সাত গম্বুজ মসজিদ নির্মিত।
১৬৮৬ ঃ ইংরেজদের প্রথমবারের মত বাংলা আক্রমণ।
১৭০৭ ঃ মুর্শিদকুলি খান কর্তৃক বাংলাকে স্বাধীন ঘোষণা।
১৭২৭ ঃ মুর্শিদকুলি খানের মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন খান বংলার নবাব মনোনীত।
১৭৪০ ঃ সরফরাজ খানকে হত্যা করে আলীবর্দী খান বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার নবাবী লাভ করেন।
১৭৫২ ঃ আলীবর্দী খান কর্তৃক বাংলার শাসনকার্য চালানো জন্য সিরাজদৌল- াকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত।
১৭৫৬ ঃ সিরাজদৌল- ার ২৩ বছর বয়সে বাংলার মসনদে আরোহণ।
১৭৫৭ ঃ পলাশীর যুদ্ধ। সিরাজদৌল- া পরাজিত ও পরে নিহত (২৩ শে জুন)।
১৭৬০ ঃ মীর কাশিমের বাংলার সিংহাসনে আরোহণ।
১৭৬৪ ঃ মীর কাশিম ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধ (বক্সারের যুদ্ধ)।
১৭৭০ ঃ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১১৭৬ বঙ্গাব্দ)।
১৭৭২ ঃ ওয়ারেন হেস্টিংস বঙ্গদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত।
১৭৭৪ ঃ ক্লাইভের আত্মহত্যা।
১৭৮১ ঃ কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত।
১৭৯৩ ঃ কর্নওয়ালিস কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণা।
১৭৫৭ ঃ পলাশীর যুদ্ধ। সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যু।
১৭৬৩ ঃ ফকির সন্ন্যাসীদের আক্রমণ এবং ঢাকা ফ্যাক্টরী দখল।
১৭৭০ ঃ বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ।
১৮০০ ঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা।
১৮১৪ ঃ ইংরেজদের সাথে গুর্খাদের যুদ্ধ।
১৮১৮ ঃ ফরায়েজী আন্দোলনের সূত্রপাত।
১৮২৯ ঃ সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ।
১৮৩১ ঃ তিতুমীরের মৃত্যু।
১৮৪১ ঃ ঢাকা কলেজ প্রতিষ্ঠিত।
১৮৪৮ ঃ লর্ড ডালহৌসী গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত।
১৮৫৩ ঃ উপমহাদেশে প্রথম রেলগাড়ি চালু।
১৮৫৬ ঃ বিধবা বিবাহ চালু।
১৮৫৭ ঃ সিপাহী বিদ্রোহ।
১৮৫৭ ঃ লর্ড ক্যানিং কর্তৃক উপমহাদেশে কাগজের মুদ্রা চালু।
১৮৬০ ঃ নীল বিদ্রোহ।
১৮৬১ ঃ উপমহাদেশে লর্ড ক্যানিং কর্তৃক পুলিশ ব্যবস্থা চালু।
১৮৮৫ ঃ ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা।
১৮৯৯ ঃ লর্ড কার্জন ভাইসরয় নিযুক্ত।
১৮৫৮ ঃ জগন্নাথ কলেজ স্থাপিত।
১৮৬৪ ঃ ঢাকা পৌরসভা স্থাপিত।
১৮৭২ ঃ খাজা আবদুল গণি কর্তৃক আহসান মঞ্জিল নির্মাণ।
১৮৭৫ ঃ মিটফোর্ড হাসপাতালে মেডিকেল স্কুল স্থাপিত।
১৮৮০ ঃ ইডেন কলেজ স্থাপিত।
১৯০৪ ঃ লর্ড কার্জন–এর ঢাকা আগমন। কার্জন হলের ভিত্তি স্থাপন।
১৯০৫ ঃ বঙ্গ–ভঙ্গ (লর্ড কার্জন)। 'বঙ্গ–ভঙ্গের ফলে ঢাকা নতুন পূর্ব বঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের রাজধানী।
১৯০৬ ঃ 'অল ইন্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স তদানীন্তন শাহবাগ ইডেন গার্ডেনে অনুষ্ঠিত এবং 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত।
১৯০৯ ঃ মর্লি–মিন্টো আইন।
১৯০৯ ঃ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত।
১৯১১ ঃ বঙ্গ–ভঙ্গ রহিত (লর্ড হার্ডিঞ্জ)। ঢাকার প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা স্থগিত।
১৯১৬ ঃ লর্ড চেমসফোর্ড ভারতের গভর্ণর জেনারেল হন।
১৯১৬ ঃ মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস কর্তৃক লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষর।
১৯১৯ ঃ অসহযোগ আন্দোলন (মহাত্মা গান্ধী)।
১৯২০ ঃ খেলাফত আন্দোলন শুরু।
১৯২১ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত।
১৯২৩ ঃ চিত্তরঞ্জন দাস কর্তৃক বেঙ্গল প্যাক্ট স্বাক্ষর।
১৯২৭ ঃ সাইমন কমিশন গঠিত।
১৯২৮ ঃ নেহেরু রিপোর্ট পেশ।
১৯২৯ ঃ জিন্নাহ–এর ১৪ দফা ঘোষণা।
১৯৩০ ঃ ১৯৩০ সালের ১২ নভেম্বর এ বৈঠক বসে এবং ১৯৩১ সালের ১৯শে জানুয়ারি পর্যন্ত চলে।
১৯৩১ ঃ বড়লাট আরউইনের ভারত ত্যাগ।
১৯৩৫ ঃ ভারত শাসন আইন প্রবর্তন।
১৯৩৭ ঃ সাধারণ নির্বাচন হয়। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন।
১৯৩৯ ঃ কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পদত্যাগ।

courstika

১৯৩৯ ঃ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কর্তৃক 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' ঘোষণা।

১৯৪৩ ঃ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ।

১৯৪৭ ঃ ভারত বিভক্তি। ঢাকা পাকিস্তানের পূর্ব বঙ্গপ্রদেশের রাজধানী (পরে পূর্ব পাকিস্তান)।

২৩ মার্চ, ১৯৪০ ঃ শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক কর্তৃক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন।

১৯৪২ ঃ মহাত্মা গান্ধীর ভারত ছাড় আন্দোলন।

১৯৪৩ ঃ বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ (পঞ্চাশের মন্বন্তর)

৩ জুন, ১৯৪৭ ঃ পাকিস্তান ও ভারত নামক দু'টি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত সীমানা কমিশন গঠন। আগষ্ট ১৪, ১৯৪৭ ভারত বিভাগ। ভারতের পূর্ব এবং পশ্চিম দুই অংশ সম্বলিত পাকিস্তানের সৃষ্টি।

১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ ঃ ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে সৃষ্টি।

২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ ঃ সাংস্কৃতিক সংস্থা 'তমুদ্দিন মজলিশ' এর প্রতিষ্ঠা।

২৪ মার্চ, ১৯৪৮ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর Urdu and Urdu alone must be the state language of Pakistan ঘোষণা উপস্থিত কতিপয় ছাত্রের তীব্র প্রতিবাদ ও বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবী জ্ঞাপন।

GK Book ***F-22*** ঃ আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী।

১৬ অক্টোবর, ১৯৫১ ঃ আততায়ীর গুলিতে লিয়াকত আলী খান নিহত।

২৬ জানুয়ারী, ১৯৫২ ঃ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন। ফেব্রুয়ারীতে অব্যাহত ভাষা আন্দোলন।

২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ ঃ ভাষা আন্দোলন প্রতিহত করার জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রি খাজা নাজিমুদ্দিনের নির্দেশ। ১৪৪ ধারা জারী।

২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ ঃ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী ছাত্রদলের নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ-গুলীবর্ষণ হতাহত এবং ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সুদূর প্রসারী অগ্রযাত্রা।

২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ ঃ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ। পুলিশের গুলি বর্ষণ। গুলিবিদ্ধ হয়ে আবুল বরকত, রফিকও সালামের শাহাদত বরণ।

২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ ঃ শহীদ মিনার নির্মাণ।

১৯৫৪ ঃ পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচন।

১১ মার্চ, ১৯৫৪ ঃ সাধারণ নির্বাচনে পূর্ববঙ্গে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ।

৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৫ ঃ বাংলা একাডেমী স্থাপিত।

৭ অক্টোবর, ১৯৫৭ ঃ সামরিক আইন জারী।

৭ অক্টোবর, ১৯৫৮ ঃ সমগ্র পাকিস্তানের সামরিক আইন জারী।

১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ ঃ পাকিস্তান সরকার নিয়োজিত শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে সারা প্রদেশে হরতাল পালিত। ঢাকায় গুলিবর্ষণ-বহু সংখ্যক হতাহত।

২৭ এপ্রিল, ১৯৬২ ঃ শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হকের মৃত্যু।

৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৩ ঃ শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যু।

২৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৪ ঃ ঢাকা টেলিভিশনের উদ্বোধন।

৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ ঃ পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু।

১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ ঃ লাহোরে ছয় দফার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।

১৭ জানুয়ারী, ১৯৬৮ ঃ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসেবে বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার।

২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ ঃ তথাকথিত আগারতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার শেষে রেসকোর্সে শেখ মুজিবুর রহমানকে গণসম্বর্ধনা ও বঙ্গবন্ধু উপাধি দান।

২০ জানুয়ারী, ১৯৬৯ ঃ পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন শুরু ও পুলিশের গুলী বর্ষণে আসাদের মৃত্যু।

২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ ঃ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তি লাভ।

২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ ঃ শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেয়া হয়।

১২ নভেম্বর, ১৯৭০ ঃ ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় দশ লক্ষ লোক নিহত। ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের সাধারণ নির্বাচন। পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯-টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের ১৬৭টি আসন লাভ।

৩ মার্চ, ১৯৭১ ঃ জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার প্রতিবাদে পল্টনে জনসভায় শেখ মুজিব কর্তৃক 'অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক'।

৭ মার্চ, ১৯৭১ ঃ রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঐতিহাসিক ভাষণ 'এবারের সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

২৫ মার্চ, ১৯৭১ ঃ মধ্যরাতে সারা ঢাকায় সর্বশ্রেণীর জনগণের ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অতর্কিত সামরিক হামলা।

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ঃ ৯ মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ শেষে রেসকোর্সে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ কমান্ডের নিকট

বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত যেকোন সাধারণ জ্ঞানের PDF শীট ডাউনলোড করতে ভিজিট করো ► www.courstika.com

	পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিল স্বাক্ষর।
২ মার্চ, ১৯৭১	ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্র সভায় আ.স.ম. আব্দুর রব কর্তৃক স্বাধীন বাংলার পতাকা প্রদর্শন ও উত্তোলন।
৩ মার্চ, ১৯৭১	ঃ বঙ্গবন্ধু কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক।
৭ মার্চ, ১৯৭১	ঃ রেসকোর্স ময়দানে [বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান] বঙ্গবন্ধু কর্তৃক স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের ডাক।
১৬ মার্চ, ১৯৭১	ঃ বঙ্গবন্ধু–ইয়াহিয়া–ভুট্টো বৈঠক।
২২ মার্চ, ১৯৭১	ঃ বঙ্গবন্ধু–ইয়াহিয়া ভুট্টো বৈঠক।
২৩ মার্চ, ১৯৭১	ঃ নিজ বাসভবনে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন।
২৫ মার্চ, ১৯৭১	ঃ রাত ১১টার পর থেকে সারাদেশে পাক বাহিনীর নৃশংস হত্যাযজ্ঞ শুর“।
২৬ মার্চ, ১৯৭১	ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা।
২৭ মার্চ, ১৯৭১	ঃ চট্টগ্রামের কালুরঘাট থেকে 'স্বাধীন বাংলা বেতার চালু। মেজর জিয়াউর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচার।
১০ এপ্রিল, ১৯৭১	ঃ মুজিবনগরের বৈদ্যনাথ তলার মেহেরপুরে প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠন।
১৭ এপ্রিল, ১৯৭১	ঃ মুজিবনগরে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন ও শপথ গ্রহণ।
৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	ঃ ভারত কর্তৃক স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান।
১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১	ঃ স্বাধীনতা লাভ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নাবলী

০১। বাংলাদেশের প্রথম সিনেমা হল- (ঢাবি খ' ০২-০৩)
ক. পিকচার হাউস খ. শাবিস্তান
গ. রূপমহল ঘ. গুলিস্তান

০২। আর্সেনিক দূরীকরণ সনো ফিল্টারের উদ্ভাবক (ঢাবি ঘ' ০৭-০৮)
ক. মোস্তফা জব্বার খ. অধ্যাপক আবদুস সালাম
গ. অধ্যাপক আবুল হুসসাম
ঘ. অধ্যাপক আবদুল গনি

০৩। আয়তন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জেলা কোনটি? (ঢাবি ঘ' ০৩-০৪)
ক. ঢাকা খ. রাজশাহী
গ. ময়মনসিংহ ঘ. রাঙ্গামাটি

০৪। বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের উপজেলা হচ্ছে- (ঢাবি ঘ' ০৩-০৪)
ক. টেকনাফ খ. মহেশখালী
গ. মংলা ঘ. ভোলা সদর

০৫। বাংলাদেশের সর্ব উত্তরে জেলা- (ঢাবি ঘ' ০২-০৩)
ক. তেতুঁলিয়া খ. দিনাজপুর
গ. পঞ্চগড় ঘ. ঠাকুরগাঁও

০৬। বাংলাদেশের সর্ব পশ্চিমে অবস্থিত জেলা- (ঢাবি খ' ০০-০১)
ক. ঠাকুরগাঁও খ. পঞ্চগড়
গ. চাঁপাইনবাবগঞ্জ ঘ. সাতক্ষীরা

০৭। বাংলাদেশে স্থাপিত প্রথম ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র- (ঢাবি খ' ৯৭-৯৮)
ক. নাটোর খ. জালালাবাদ
গ. তালিবাবাদ ঘ. বেতবুনিয়া

০৮। বাংলাদেশ ক'টি ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র রয়েছে? (ঢাবি ঘ' ৯৬-৯৭)
ক. ১টি খ. ২টি
গ. ৩টি ঘ. ৪টি

০৯। বিশ্বের বৃহত্তম বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়- (ঢাবি ঘ' ০৬-০৭)
ক. কোলকাতা খ. ফ্র্যাঙ্কফুর্ট গ. লন্ডন ঘ. নিউইয়র্ক

১০। 'অপরাজিত' উপন্যাসের লেখক কে?(চবি ঘ- ০২-০৩)
ক. মানিক বন্দোপাধ্যায় খ. নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়
গ. বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যয় ঘ. শহীদুল- াহ কায়সার

১১। টেলিভিশন প্রথম প্রদর্শিত হয় কোন সালে? (ঢাবি খ' ৯৬-৯৭)
ক. ১৮৯৮ খ. ১৯০১ গ. ১৯০৪ ঘ. ১৯২৭

১২। কোন উপজাতিটি মাতৃতান্ত্রিক? (ঢাবি খ'৯৯-০০; ঘ' ০০-০১)
ক. সাঁওতাল খ. চাকমা গ. খাসিয়া ঘ. গারো

১৩। বাংলাদেশের অধিবাসী নয়- (ঢাবি খ' ০২-০৩, ০৩-০৪; জবি খ' ০৬-০৭; চবি খ' ০৪-০৫)
ক. রাজবংশী খ. মগ গ. কুকী ঘ. মাউরি

১৪। কোন আদিবাসী সম্প্রদায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বাইরে বসবাস করে? (ঢাবি খ'০৭-০৮)
ক. চাকমা খ. হাজং
গ. ত্রিপুরা ঘ. মার্মা

১৫। ১৯৯১- এর শুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট উপজাতীর সংখ্যা কত? (ঢাবি ঘ- ৯৬-৯৭)
ক. ১,২৫,০০৭ খ. ১২,০০,০০০
গ. ১,৩৫,০০,৫০০ ঘ. ১,৪০,০০,০০০

১৬। বাংলাদেশে উপজাতির সংখ্যা কত? (ঢাবি ঘ- ৯৯-০০)
ক. ৩১ খ. ৪০ গ. ১৭ ঘ. ২০

১৭। বাংলাদেশ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র অবস্থিত- (ঢাবি ঘ- ০৫-০৬)
ক. বৃহত্তর ঢাকায় খ. পটুয়াখালীতে
গ. বৃহত্তর ময়মনসিংহে ঘ. দিনাজপুরে

১৮। পুর“ষতান্ত্রিক আদিবাসী গোষ্ঠী- (ঢাবি ঘ- ০৬-০৭)
ক. গারো খ. মারমা গ. চাকমা ঘ. সাঁওতাল

courstika

১৯। বাংলাদেশের প্রথম উপজাতীয় কালচারাল একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়- (ঢাবি ঘ- ০৭-০৮)
ক. রাঙ্গামাটিতে খ. নেত্রকোণায়
গ. যশোরে ঘ. রংপুরে

২০। বাংলাদেশের কোন উপজাতি মুসলমান? (চবি খ- ০৬-০৭)
ক. গারো খ. চাকমা গ. খাসিয়া
ঘ. পাঙ্গন ঙ. মারমা

২১। কোন কবির মা-ও একজন কবি? (ঢাবি খ- ০৭-০৮)
ক. বিষ্ণু দে খ. শামসুর রহমান
গ. জীবনান্দ দাশ ঘ. আহসান হাবীব

২২। বিখ্যাত ভারতীয়-ব্রিটিশ সাহিত্যিক নীরদ সি চৌধুরীর পৈতৃক বাসভূমি কোথায়? (ঢাবি খ' ৯৯-০০)
ক. পশ্চিমবাংলার কৃষ্ণনগরে
খ. পশ্চিম বাংলার কলিকাতায়
গ. বাংলাদেশের কিশোরগঞ্জে
ঘ. বাংলাদেশের বিক্রমপুরে

২৩। এদের মধ্যে কোন রক্তের সম্পর্ক নেই-(ঢাবি খ- ৯৮-৯৯)
ক. ইন্দিরা গান্ধী ও সোনিয়া গান্ধী
খ. শ্রীমাভো বন্দরনায়েকে ও চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা
গ. সুকর্ণো ও মেঘবতী সুকর্ণোপুত্রী
ঘ. নুসরাত ভুট্টো ও বেনজীর ভুট্টো

২৪। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' এর প্রণেতা- (ঢাবি খ- ০৫-০৬)
ক. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস খ. মুহম্মদ এনামূল হক
গ. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘ. মুহম্মদ শহীদুল- াহ

২৫। 'অমরকোষ' কী জাতীয় গ্রন্থ? (ঢাবি খ- ০৪-০৫)
ক. মহাকাব্য খ. নাটক গ. অভিধান ঘ. উপন্যাস

২৬। আল বের ূনি রচিত গ্রন্থের নাম - (ঢাবি খ- ০২-০৩)
ক. কিতাবুল হিন্দ খ. চাচা নামা
গ. আইন-ই-আকবরি ঘ. বাহারিস্ড়ান-ই-গায়েবি

২৭। 'ইনিড' কে লিখেছেন? (ঢাবি খ- ০৩-০৪)
ক. হোমার খ. ট্যাসে গ. মিল্টন ঘ. ভার্জিল

২৮। সর্বপ্রথম ইংরেজি অভিধান সম্পাদন করেন কে? (ঢাবি খ- ০১-০২)
ক. স্যামুয়ের বাটলার খ. আইজকি ওয়াল্টন
গ. স্যামুয়েল জনসন ঘ. টমাল ব্রাউন

২৯। বেদের রচয়িতা – (ঢাবি খ- ৯৬-৯৭)
ক. ব্যাস খ. বাল্মীকি
গ. মনু ঘ. এদের কেউ নন

৩০। কোন গ্রন্থগুলি উপন্যাস? (চবি খ- ০৪-০৫)
ক. Hamlet ও সোনালি কাবিন
খ. Iliad ও বিষাদ সিন্দু
গ. Great Expectations ও ব্যাথার দান
ঘ. David Copperfield ও The Waste Land

উত্তরমালা

০১. গ	০২. গ	০৩. ঘ	০৪. ক	০৫. গ	০৬. গ	০৭. ঘ
০৮. ঘ	০৯. খ	১০. গ	১১. ঘ	১২. ঘ	১৩. ঘ	১৪. খ
১৫. খ	১৬. ক	১৭. গ	১৮. খ	১৯. খ	২০. ঘ	২১. গ
২২. গ	২৩. ক	২৪. গ	২৫. গ	২৬. ক	২৭. ঘ	২৮. গ
২৯. খ	৩০. ঘ					

আগে নিজে চেষ্টা কর, পরে সঠিক উত্তর জেনে নাও

০১। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন কবে বাংলাদেশ সফর করেন?
ক. ১৯৯৯ সালে খ. ২০০০ সালে
গ. ২০০১ সালে ঘ. ১৯৯৮ সালে

০২। বাংলাদেশের প্রথম মহিলা কূটনীতিক কে?
ক. মাহমুদা হক চৌধুরী খ. সুফিয়া আখতার
গ. তাহমিনা খান ডলি ঘ. নাজমুন আরা বেগম

০৩। উপজাতিদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘায়ু উপজাতি হচ্ছে-
ক. গারো উপজাতি খ. মুরং উপজাতি
গ. টিপরা উপজাতি ঘ. হাজং উপজাতি

০৪। বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওড় কোনটি?
ক. পাথরচাওলি খ. হাকালুকি
গ. রেউন ঘ. টাঙ্গুয়ার হাওড়

০৫। বাংলাদেশের বৃহত্তম ব-দ্বীপ কোনটি?
ক. ভোলা খ. কুয়াকাটা
গ. কক্সবাজার ঘ. সুন্দরবন

০৬। বাংলাদেশের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রদূত কে?
ক. তাহমিনা হক ডলি খ. তাহমিনা খান পলি
গ. মাহমুদা হক চৌধুরী ঘ. নাজমুন আল চৌধুরী

০৭। বাংলাদেশের সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয়-
ক. সিলেটের শ্রীমঙ্গলে খ. সিলেটের হরিপুরে
গ. নাটোরের লালপুরে ঘ. গাজীপুরের শ্রীপুরে

০৮। বাংলাদেশে কয়টি আবহওয়া কেন্দ্র রয়েছে?
ক. ২টি খ. ৩টি গ. ৪টি ঘ. ৫টি

০৯। বাংলাদেশের চতুর্থ ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত?
ক. রাঙ্গামাটি খ. গাজীপুর গ. মহাখালী ঘ. সিলেট

১০। বাংলাদেশের কোন ঋতুকে স্বতন্ত্র ঋতু বলা হয়?
ক. শীত ঋতু খ. বর্ষা ঋতু গ. গ্রীষ্ম ঋতু ঘ. বসন্ড় ঋতু

১১। ঢাকার রামপুরা TV কেন্দ্র চালু হয় কত সালে?
ক. ১৯৭৫ সালে খ. ১৯৬৪ সালে
গ. ১৯৮২ সালে ঘ. ১৯২১ সালে

১২। বিটিভি চালু হয়-
ক. ১৯৫৩ খ. ১৯৬৪ গ. ১৯৫৯ ঘ. ১৯৭৫

১৩। বিশ্বের কোন দেশের সাথে বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ নেই?

ক. ইসরাইল খ. মালদ্বীপ গ. নেপাল ঘ. তাইওয়ান

১৪। বাংলাদেশে কত সালে প্রথম রঙ্গীন টেলিভিশন চালু হয়?
ক. ১৯৮০ খ. ১৯৭৪ গ. ১৯৮৫ ঘ ১৯৭২

১৫। কোন উপজাতি বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি বসবাস করে?
ক. মারমা খ. চাকমা গ. টিপরা ঘ. খাসিয়া

১৬। বাংলাদেশ বেতার প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
ক. ১৯৩৮ সালে খ. ১৯৩৯ সালে
গ. ১৯৪০ সালে ঘ. ১৯৪৫ সালে

১৭। 'The city of God' করা বিখ্যাত গ্রন্থ?
ক. জন লক খ. সেন্ট অগাস্টিন
গ. জ্যাঁক রুশো ঘ. মন্টেস্কু

১৮। 'War and Peace' গ্রন্থটির লেখক কে?
ক. লিও টলস্টয় খ. চার্চিল
গ. রুজভেল্ট ঘ. মিল্টন

১৯। 'Sons and Lovers'-এর রচনাকারী হলেন-
ক. Shakespeare খ. Jhon Milton
গ. D. H. Lowrence ঘ. W, Hunter

২০। 'Shame'-এর রচয়িতা কে?
ক. V.S. Naipaul খ. Mario Puzo
গ. H.B. Stowe ঘ. Salman Rushide

উত্তরমালা

০১. খ	০২. গ	০৩. গ	০৪. খ	০৫. ঘ	০৬. গ	০৭. গ
০৮. গ	০৯. ঘ	১০. খ	১১. ক	১২. খ	১৩. ক	১৪. ক
১৫. খ	১৬. খ	১৭. খ	১৮. ক	১৯. গ	২০. ঘ	

লেকচার- ১৪

বাংলাদেশের জাতীয় দিবস

তথ্যপ্রবাহ.........

দিবসের নাম	তারিখ
শহীদ দিবস/ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস	২১ ফেব্রুয়ারি
জাতীয় পতাকা উত্তোলন দিবস	২ মার্চ
সশস্ত্র বাহিনী দিবস	২১ নভেম্বর
স্বাধীনতা দিবস	২৬ মার্চ
বিজয় দিবস	১৬ ডিসেম্বর
জাতীয় সংহতি ও বিপ্লব দিবস	৭ নভেম্বর
শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস	১৪ ডিসেম্বর
জাতীয় শিক্ষক দিবস	১৯ জানুয়ারি
শহীদ আসাদ দিবস	২০ জানুয়ারি
গণঅভ্যুত্থান দিবস	২৪ জানুয়ারি
ডায়াবেটিস সচেতনতা দিবস	২৮ ফেব্রুয়ারি
ফারাক্কা লং মার্চ দিবস	১৬ মে
পলাশী দিবস	২৩ জুন
জাতীয় শিশু দিবস (বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন)	১৭ মার্চ
বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস	১০ জানুয়ারি
জাতীয় শোক দিবস	১৫ আগস্ট
রাষ্ট্র ভাষা দিবস	১১ মার্চ
মুক্তিযোদ্ধা দিবস	১ ডিসেম্বর
সংবিধান দিবস	৪ নভেম্বর
মীনা দিবস	২৪ সেপ্টেম্বর
কৃষি দিবস	পহেলা অগ্রহায়ণ

বিভিন্ন বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহ

তথ্যপ্রবাহ.........

- **স্বনির্ভর বাংলাদেশ-** স্বনির্ভর বাংলাদেশ সকল রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য কাজ করে।
- **USAID-** The United States Agency for International Development. এটি ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সদর দপ্তর- ওয়াশিংটন ডিসি।
- **BATEXPO-** Bangladesh Apparel and Exposition। ১৯৮৯ সাল হতে প্রতিবছর এ মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
- **REHAB-** Real Estate and Housing Association of Bangladesh। এটি ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত।
- **BERC-** Bangladesh Energy Regulatory Commission। ২০০৪ সালের ২৭ এপ্রিল এটি যাত্রা শুরু করে।
- **RRI-** (River Research Institute নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট) ঃ ১৯৭৭ সালে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় এটি স্থাপিত হয়। বর্তমানে RRI- এর সদর দফতর ফরিদপুর।
- **BFDC-** Bangladesh Film Development Corporation. ডঃ আব্দুস সাদেক ও আব্দুল জব্বার খানের উদ্যোগে ১৯৫৭ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় গভর্নর ছিলেন এ, কে ফজলুল হক।
- **BBS-** Bangladesh Bureau of Statistics- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালে।
- **Privatization Commission-** ১৯৯৩ সালে ২০ মার্চ প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড (২০০০ সালে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন) জন্ম লাভ করে। মূলতঃ ১৯৭২

courstika

সালে জাতীয়করণের পর ১৯৮২ সালে প্রথম প্রাইভেটাইজেশন শুর— হয়। বাংলাদেশে সরাসরি সর্বোচ্চ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ইয়ং ওয়ান (দঃ কোরিয়া)। একজন বিদেশী ৫ লক্ষ মার্কিন ডলার বাংলাদেশে বিনিয়োগ করলে তিনি এদেশের নাগরিকত্ব পাবেন।

বাংলাদেশের স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান

বাংলা একাডেমী

ইতিহাসঃ বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর। ভবনের পূর্ব নাম 'বর্ধমান হাউস'। প্রথম মহাপরিচালক ড. মোঃ এনামুল হক, প্রথম সভাপতি মাওলানা মোঃ আকরাম খাঁ, এর বিভাগসমূহঃ (১) গবেষণা বিভাগ, (২) অনুবাদ বিভাগ, (৩) সংকলন বিভাগ, (৪) প্রকাশনা ও বিক্রয় বিভাগ, (৫) সংস্কৃতি বিভাগ ও (৬) গ্রন্থাগার বিভাগ।

বাংলা একাডেমী থেকে বর্তমান ৫টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। (১) বাংলা একাডেমী পত্রিকাঃ ত্রৈমাত্রিক (২) উত্তরাধিকারঃ ত্রৈমাসিক পত্রিকা (৩) ধানশালিকের দেশঃ (ষান্মাসিক কিশোর পত্রিকা।) (৪) বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকাঃ ষান্মাসিক। (৫) বাংলা একাডেমী জার্নাল। বর্তমান মহাপরিচালক– ড. শামসুজ্জামান।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

১৫ জুলাই, ১৯৭৭ সালে পুরনো হাইকোর্ট এলাকায় শিশু একাডেমীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। শিশুদের প্রতিভায় স্বীকৃতিদানের উদ্দেশ্যে শিশু একাডেমী ১৯৭৮ সাল থেকে জাতীয় শিশু কিশোর প্রতিযোগিতা প্রবর্তন করে। শিশু একাডেমী হতে প্রকাশিত পত্রিকার নাম 'মাসিক শিশু'। একাডেমী ভবনে শিশু যাদুঘর রয়েছে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী

১৯৭৪ সালে ঢাকায় সেগুন বাগিচা এলাকায় শিল্পকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে প্রায় সব জেলাতেই শিল্পকলা একাডেমীর শাখা স্থাপিত হয়েছে। ৫টি বিভাগের মাধ্যমে শিল্পকলা একাডেমী তার কার্যক্রম চালিয়ে থাকে। বিভাগ পাঁচটি হচ্ছে- (১) গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ, (২) অর্থ, হিসাব ও পরিকল্পনা বিভাগ। (৩) চার—কলা বিভাগ, (৪) নাট্যকলা বিভাগ, এবং (৫) সংগীত ও নৃত্য বিভাগ।

বাংলাদেশ পল-ী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল-া (BARD)

(BARD-Bangladesh Academy fro Rural Development) আখতার হামিদ খানের ব্যক্তিগত উদ্যোগে কুমিল- ার কোটবাড়ীতে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পল- ী উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরীক্ষমূলক প্রকল্প পরিচালনার মাধ্যমে পল- ী এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নই এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

ব্যান্সডক

(BANSDOC-Bangladesh Scientific and Technical Documentation Centre) ১৯৬২ সালে তৎকালীন 'পাকিস—ান বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ' (PCSIR) এর অঙ্গ সংগঠন হিসেবে ব্যান্সডক ঢাকাতে কার্যক্রম শুর— করে। স্বাধীনতা পরবর্তীতে এটি 'ব্যান্সডক' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে যাত্রা শুর— করে। ১৯৮৮ সালে আণবিক শক্তি কমিশনের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় "বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন"। গবেণষনা কাজের সহায়তা করার জন্য কমিশনের নিজস্ব গবেষণাগার, গ্রন্থাগার, প্রশাসনিক ভবন, ওয়ার্কসপ ভবন, লেকচার থিয়েটার, মিলনায়তন এবং ১০ এর অধিক বিভাগ রয়েছে।

বি.সি.আই. সি (বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা)

BCIC হল Bangladesh Chemical Industries Corpooration বা বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সার, রসায়ন ও তেজস শিল্প, বাংলাদেশ কাগজ বোর্ড সংস্থা এবং বাংলাদেশ টেনারিজ কর্পোরেশনের সমন্বয়ে এ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে তিনটি সংস্থাকে একত্রিত করে বাংলাদেশ রসায়ন শিল্প সংস্থা গঠন করা হয়েছে। এর অধীনে বর্তমানে ৩০টি শিল্প ইউনিট রয়েছে। শিল্প মন্ত্রাণালয়ধীন বিসিআইস সংশি- ষ্ট শিল্পসমূহের মানোন্নয়ন, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ প্রভৃতি কার্যাবলী পালন করে।

বি. এস. সি. আই, সি.

(বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা)

BSCIC-হল Bangladesh small and cottage Industries Corporation বা বাংলাদেশ ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থা। ১৯৫৭ সালে প্রথম ভাগে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা গঠিত হয়। স্বাধীনতা পূর্বকালে কুটির শিল্পের উন্নয়নের দায়িত্ব এই সংস্থার উপর ন্যস—ছিল। স্বাধীনতার পর 'বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা' নামে এটি পুনর্গঠিত সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংস্থা বেসরকারী স্বল্প বিনিয়োগকারীদেরকে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য প্রদান করে থাকে। এর সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত।

রাজউক (রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ)

১৯৫৬ সালে ঢাকা উন্নয়ন ট্রাস্ট বা ডি.আই.টি প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন রাস—াঘাট নির্মাণ, নতুন আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকা এবং পার্ক, খেলার মাঠ নির্মাণ, ঢাকা শহরের উন্নয়নে সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ এই সংস্থার কাজ। পরে এরশাদ সরকার ডি.আই.টি.কে রাজউকে পরিণত করে।

পেট্রোবাংলা

১৯৪৭ সালে পেট্রোবাংলা প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সারা দেশে তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন, পরিশোধন ও বাজারজাত করা

এ সংস্থার দায়িত্ব। এ ছাড়া এ সংস্থার অন্তর্গত ১১টি তৈল ও গ্যাস কোম্পানী দেশের অভ্যন্তরে তৈল ও গ্যাস ব্যবসায়ে কর্মরত আছে।

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কেন্দ্র (ইকসটেড)

১৯৯৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঢাকায় আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কেন্দ্র ইকসাটেড (ICSTD) এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ইকসটেড এর লক্ষ্য হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের মানুষকে দারিদ্রমুক্ত করা এবং দেশ ও জাতিসমূহের সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

একনেক

(ECNEC-Executive Committee of National Economic Council)

'একনেক' বা 'জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটি' প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে দেশের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত প্রণয়নকারী পরিষদ। এর প্রধান হচ্ছেন সরকার প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী।

গ্রামীণ ব্যাংক

১৯৮৩ সালের ২ অক্টোবর 'গ্রামীণ ব্যাংক' আত্মপ্রকাশ করে। গ্রামীণ ব্যাংকের অনুমোদিত মূলধন ১০ কোটি টাকা। পরিশোধিত মূলধন ৭.২ কোটি টাকা। এ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস।

ভাসমান হাসপাতাল 'জীবনতরী'

১০ এপ্রিল, ১৯৯৯ ভাসমান হাসপাতাল 'জীবনতরী' বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। ৪০ মি. দৈর্ঘ্য ও ১০ মি. প্রস্থ সম্বলিত সাদা রঙের ৩ তলা বিশিষ্ট সুসজ্জিত এ হাসপাতালটি মূলত প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসার জন্যে হলেও এখানে সাধারণ রোগীরাও বিনামূল্যে চিকিৎসা পাবে।

বি.এস.সি (BSC)

এর পূর্ণ নাম হলো Bangladesh Shipping Corporation (বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন)। এটি বন্দর, জাহাজ চলাচল ও নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। এর প্রধান অফিস চট্টগ্রামে অবস্থিত। এ সংস্থার কাজ হলো বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহার উপযোগী সমুদ্রগামী জাহাজ সংগ্রহ ও পরিচালনা করা।

পাবলিক সার্ভিস কমিশন (BPSC)

১৯৭২ সালে শাসনতন্ত্রের ১৩৭ নং ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যান ডঃ সাদাত হোসেন।

কার্যাবলী:

১। উপযুক্ত ব্যক্তিকে কর্মে নিয়োগ দান।
২। রাষ্ট্রপতির নির্দেশক্রমে প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান।
৩। কর্মের যোগ্যতা এবং নিয়োগ পদ্ধতি সংক্রান্ত সকল দায়িত্ব পালন।
৪। পদোন্নতির যাবতীয় কর্ম সম্পাদন।
৫। অবসর ভাতা এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য কার্য পালন।
৬। প্রতি বছর স্বীয় কার্যাবলীর রিপোর্ট প্রস্তুত করা এবং রাষ্ট্রপতির নিকট তা পেশ করা।

বি:দ্র: বিপিএসসি এর একজন সদস্যের মর্যাদা–অতিরিক্ত সচিবের সমান।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আয় ব্যয় তদারকির জন্য ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন। এ কমিশনের কার্যবলী, শিক্ষার মান, অর্থের চাহিদা ও যোগান, আয়-ব্যয় তদারকি, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি। বর্তমান-চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ. কে. আজাদ চৌধুরী।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BRRI)

১৯৭০ সালে ১ অক্টোবর বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান (BRRI-Bangladesh Rice Research Institute) প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরে অবস্থিত। দেশের উন্নতজাতের ধান উদ্ভাবনের জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলা হয়েছে।

বি.কে.এস.পি (BKSP)

এর পূর্ণ নাম হলো বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৬ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ ঢাকার সাভারে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে ১৩টি আন্তর্জাতিক খেলা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি

আর্ত মানবতার সেবায় নিয়োজিত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হলো বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি। বিশ্ব রেডক্রস সোসাইটির বাংলাদেশী শাখার নাম বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি। এর প্রধান কাজ হলো দেশের যাবতীয় দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে আর্ত মানবতার সেবা করা। এ সংগঠনটির প্রেসিডেন্ট হলেন প্রফেসর ডাঃ এম এস আকবর।

বি.এস.এস (BSS)

এর পূর্ণ নাম হলো বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা। এ সংস্থা বহিবিশ্বের বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা সমূহের সাথে সংবাদ আদান-প্রদান করে থাকে। এটা বাংলাদেশের প্রধান সংবাদ সংস্থা।

ইউ.এন.বি (UNB)

ইউ.এন.বি এর পূর্ণ নাম ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ (United News Bangladesh)। দেশের অন্যতম বেসরকারি সংবাদ সংস্থা। ১৯৮৮ সালের জানুয়ারি মাসে ইউ.এন.বি. প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি

ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে বিদ্বান লোকদের নিয়ে উন্নততর গবেষণা এবং মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান অনুসন্ধানের জন্য

বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত যেকোন সাধারণ জ্ঞানের PDF শীট ডাউনলোড করতে
ভিজিট করো ► www.courstika.com

ঢাকায় ১৯৫২ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি গঠিত হয়। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত। এখান থেকে বিভিন্ন গবেষণা, সাময়িকী, প্রবন্ধ, জার্নাল ইত্যাদি প্রকাশ হয়। বাংলা পিডিয়া এ সংস্থার অন্যতম প্রকাশনা।

নদী গবেষণা প্রতিষ্ঠান

বাংলাদেশের নদীসমূহকে সঠিকভাবে অর্থনৈতিক কাজে লাগানোর লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এর সদর দপ্তর ফরিদপুরে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ব্যবস্থা, ভাঙ্গনের কবল থেকে রক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা, অনুসন্ধান ও কার্যকারী ব্যবস্থা গ্রহণই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন

বিদেশী পর্যটকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন গঠিত হয়। এর সদরদপ্তর ঢাকার ফার্মগেট এলাকায়।

বি.এফ.এফ ডবি- উ.টি (BFFWT)

মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন তথা তাদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট বা বি.এফ.এফ.ডবি- উ.টি. প্রতিষ্ঠা করা হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ কল্যাণ সাধন কল্পে এ সংস্থা সম্পত্তি ক্রয়, শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনামাফিক পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে 'পরিকল্পনা কমিশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়। কমিশন ১০টি বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত এবং প্রতিটি বিভাগে একজন করে বিভাগীয় প্রধান রয়েছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট-কমিশন-কর্তৃপক্ষ-বোর্ড-একাডেমী-ইনস্টিটিউট

নাম	প্রতিষ্ঠাকাল/ কার্যক্রম শুরু	সদর দপ্তর
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BARI)	১৯৭৬	জয়দেবপুর, গাজীপুর
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI)	১ অক্টোবর ১৯৭০	জয়দেবপুর, গাজীপুর
বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট (BJRI)	১৯৫১	মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা
বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (BSRI)	১৯৫১	ঈশ্বরদী, পাবনা
বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (BINA)	১৯৬১	বা কৃ বি, ময়মনসিংহ
বাংলাদেশ নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (BRRI)	১৯৭৭	হারুকান্দি, ফরিদপুর
বাংলাদেশ মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	১৯৮৩	ফার্মগেট, ঢাকা
বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট (BTRI)	২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭	শ্রীমঙ্গল, সিলেট
বাংলাদেশ মৎস গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৯৮৪	ময়মনসিংহ
বাংলাদেশ জনসংখ্যা গবেষণা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT)	১৯৭৭	আজিমপুর, ঢাকা
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট (BPI)	১৯৮১	-
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	১৯৫৫	ষোল শহর, চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ মৌমাছি পালন ইনস্টিটিউট (BIA)	১৯৮১	ঢাকা
বাংলাদেশ রেশম গবেষণা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BSRTI)	১৯৬২	রাজশাহী
বাংলাদেশ প্রাণীসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (BLRI)	১৭ এপ্রিল ১৯৮৪	সাভার, ঢাকা
বাংলাদেশ নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	১৯৯৫	আগারগাঁও, ঢাকা
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	১৯৭৮	রাঙ্গামাটি
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট	১ জুলাই ১৯৮৮	বান্দরবান
বাংলাদেশ ফরেন ট্রেড ইনস্টিটিউট (BFTI)	-	কাওরান বাজার, ঢাকা
বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (SPARRSO)	১৯৮০	আগারগাঁও, ঢাকা
বাংলাদেশ আম গবেষণা কেন্দ্র	১৯৮৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
বাংলাদেশ গম গবেষণা কেন্দ্র	১৯৮০	নসিপুর, দিনাজপুর
বাংলাদেশ মসলা গবেষণা কেন্দ্র	১৯৯৫	বগুড়া
বাংলাদেশ ডাল গবেষণা কেন্দ্র	১৯৮৭	ঈশ্বরদী, পাবনা
বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (BPATC)	২৮এপ্রিল ১৯৮৪	সাভার, ঢাকা

কমিশন

নাম	প্রতিষ্ঠাকাল/ কার্যক্রম শুরু	সদর দপ্তর
বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন(BPSC)	১৯৭২	তেজগাঁও, ঢাকা
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন(BEC)	১৯৭২	আগারগাঁও, ঢাকা
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন(UGC)	১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩	আগারগাঁও, ঢাকা
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন(BAEC)	২৭ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩	আগারগাঁও, ঢাকা
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন(BERC)	১৩মার্চ ২০০৩	কারওয়ান বাজার, ঢাকা
দুর্নীতি দমন কমিশন(ACC)	২১ নভেম্বর ২০০৪	সেগুনবাগিচা, ঢাকা
বাংলাদেশ প্রাইভেটাইজেশন কমিশন	২০ মার্চ ১৯৯৩	ঢাকা
জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন	২০০৭	ঢাকা
রেগুলেটরি রিফর্মস কমিশন(RRC)	২৩ অক্টোবর ২০০৭	ঢাকা
বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন(BTC)	২৮ জুলাই ১৯৭৩	সেগুনবাগিচা, ঢাকা

কর্তৃপক্ষ

নাম	প্রতিষ্ঠাকাল/কার্যক্রম শুরু	সদর দপ্তর
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BIWTA)	৩১ অক্টোবর ১৯৫৮	মতিঝিল,ঢাকা
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (BBA)	৪ জুলাই ১৯৮৫	বনানী, ঢাকা
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (CDA)	১৯৫৯	কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম
রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (RDA)	১৯ অক্টোবর ১৯৭০	রাজশাহী
খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (KDA)	২১ জানুয়ারী ১৯৬১	খুলনা
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BRTA)	১ জুলাই ১৯৯০	তেজগাঁও ঢাকা
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ (MRA)	১ অক্টোবর ২০০৬	পুরানা পল্টন, ঢাকা
বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ(BEPZA)	১৯৮৩	ধানমন্ডি, ঢাকা
বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ (BSBK)	২০০১	কারওয়ান বাজার, ঢাকা
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (BTRC)	১৬ এপ্রিল ২০০১	রমনা, ঢাকা
জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ	১৫ মে ২০০৮	ঢাকা
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ	২০০৮	ঢাকা
বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA)	২০০৫	ধানমন্ডি, ঢাকা
জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ (NHA)	১৯৫৮	ঢাকা

বোর্ড

নাম	প্রতিষ্ঠাকাল/কার্যক্রম শুরু	সদর দপ্তর
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (BRDB)	১৯৮২	কারওয়ান বাজার, ঢাকা
বাংলাদেশ চা বোর্ড	১৯৭৭	চট্টগ্রাম
তুলা উন্নয়ন বোর্ড	১৯৭২	ফার্মগেট, ঢাকা
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB)	১৯৫৯	মতিঝিল
বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড (BHB)	৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৭	ঢাকা
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB)	২৪ অক্টোবর ১৯৫৪	মতিঝিল, ঢাকা
উদ্যান উন্নয়ন বোর্ড (HDB)	১৯৭৩	-
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR)	১৯৭২	ঢাকা

একাডেমী

নাম	প্রতিষ্ঠাকাল/কার্যক্রম শুরু	সদর দপ্তর
বাংলা একাডেমী	৩ ডিসেম্বর ১৯৫৫	রমনা, ঢাকা
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (BARD)	২৭ মে ১৯৫৯	কোটবাড়ী,কুমিল্লা
পল্লী উন্নয়ন	১৯জুন ১৯৭৪	বগুড়া

বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত যেকোন সাধারণ জ্ঞানের PDF শীট ডাউনলোড করতে
ভিজিট করো ▶ www.courstika.com

একাডেমী (RDA)		
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী	১৯৭৪	সেগুনবাগিচা, ঢাকা
বাংলাদেশ শিশু একাডেমী	১৫ জুলাই ১৯৭৭	ঢাকা
বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমী(BAS)	১৯৭৩	আগারগাঁও, ঢাকা
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (NAEM.	১৯৫৯	ধানমন্ডি, ঢাকা
বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমী (BMA)	১১ জানুয়ারী ১৯৭৪	ভাটিয়ারী চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ নেভাল একাডেমী (BNA)	১৯৭৬	পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ এয়ারফোর্স একাডেমী (BAFA)	১৯৭৪	যশোর
বাংলাদেশ সিভিল GK F # 23 একাডেমী	২১ অক্টোবর ১৯৮৭	শাহবাগ, ঢাকা
বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী	১৯৬২	জলদিয়া, চট্টগ্রাম
উপজাতীয় সাংস্কৃতিক একাডেমী	১৯৭৭	বিরিশিরি নেত্রকোনা
বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমী	১৯৭৩	ঢাকা
বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমী	১৯৭৩	ঢাকা
ইমাম ট্রেনিং একাডেমী (ITA)	১৯৭৯	ঢাকা
বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (BSC)	৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২	চট্টগ্রাম
শ্যুটিং একাডেমী	২০০৮	সিলেট
বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী	১৯১২	সারদা, রাজশাী
আনসার-ভিডিপি একাডেমী	১৯৭৬	শফিপুর, গাজীপুর
পোস্টাল একাডেমী	১৯৮৬	রাজশাহী

বাংলাদেশে অবস্থিত আন্তর্জাতিক সংস্থা

নাম	প্রতিষ্ঠাকাল/কার্যক্রম শুরু	সদর দপ্তর
আন্তর্জাতিক উদরাময় রোগ গবেষণা কেন্দ্র (ICDDRB)	১৯৭৮	মহাখালী,ঢাকা
সার্ক কৃষি তথ্য কেন্দ্র (SAIC)	১৯৮৯	ফার্মগেট, ঢাকা
সার্ক আবহাওয়া তথ্য কেন্দ্র (SMRC)	২ জানুয়ারি ১৯৯৫SASA RvwK`vyw`	আগারগাঁও, ঢাকা
	Kv`ywvy,,& ey,,	
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট	১৫মার্চ ২০০১	সেগুনবাগিচা, ঢাকা
এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমন্বিত পল- ী উন্নয়ন কেন্দ্র (CIRDAP)	৬ জুলাই	চামেলী হাইস, ঢাকা
আন্তর্জতিক জুট স্টাডি গ্রুপ(IJSG)	২৭ এপ্রিল ২০০২	ফার্মগেট, ঢাকা

কেন্দ্র

কেন্দ্রের নাম	গবেষণার ধরন	সদর দপ্তর
স্বাদু পানি কেন্দ্র	স্বাদু পানির মাছ চাষ গবেষণা	ময়মনসিংহ
নদী কেন্দ্র	নদীর মৎস সম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের গবেষণা	চাঁদপুর
লোনা পানি কেন্দ্র	লোনা পানির মাছ চাষ গবেষণা	পাইকগাছা, খুলনা
সামুদ্রিক মৎস ও প্রযুক্তি কেন্দ্র	সমুদ্রের মাছ চাষ ও সংগ্রহ, উৎপন্ন পণ্য উন্নয়ন ও গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গবেষণা	কক্সবাজার
চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র	চিংড়ি গবেষণা	বাগেরহাট
জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারন কেন্দ্র	মাশরুম গবেষণা	সাভার,ঢাকা
বন্যপ্রাণী (কুমির) প্রজনন কেন্দ্র(২০০২)	বন্যপ্রাণী গবেষণা (করমজল, বাগেরহাট)	
ফল গবেষণা কেন্দ্র (১৯৬০)	আম ও অন্যান্য আঞ্চলিক ফল গবেষণা	
তামাকের গবেষণা কেন্দ্র (১৯০৬)	তামাকের উৎপাদন ও মান	
টিউবার ফসল গবেষণা কেন্দ্র (১৯৮৭)	আলু গবেষণা, বীজ উৎপাদন	
উদ্যান গবেষণা কেন্দ্র (১৯৮৯)	প্রজনন, ফলের জাত উৎপাদন	
তেলবীজ গবেষণা কেন্দ্র	তেলবীজ গবেষণা ও গবেষণা	

সংস্থা সংগঠনের বর্তমান অবস্থান

সংস্থা	পূর্ব অবস্থান	বর্তমান অবস্থান

বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত যেকোন সাধারণ জ্ঞানের PDF শীট ডাউনলোড করতে
ভিজিট করো ► www.courstika.com

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন	মহাখালী, ঢাকা	বনানী, ঢাকা
বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড	বারিধারা, ঢাকা	শেরে বাংলানগর, ঢাকা
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন	বনানী, ঢাকা	রমনা, ঢাকা
বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী	নিউমুরিং, চট্টগ্রাম	জলদিয়া, চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমী	কুমিল্লা সেনানিবাস	ভাটিয়ারি, চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ এয়ারফোর্স একাডেমী	ঢাকা	যশোর
বাংলাদেশ চা বোর্ড	ঢাকা	চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট	ঢাকা	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
বাংলাদেশ মৎস গবেষণা ইনস্টিটিউট	চাঁদপুর	ময়মনসিংহ
নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট	ঢাকা	হারুকান্দি, ফরিদপুর

সংস্থা-সংগঠনের পূর্বনাম ও বর্তমান নাম

পূর্ব নাম	বর্তমান নাম
জিয়া ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড	আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার অ্যান্ড কেমিক্যাল লিমিটেড
রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়	বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়
যমুনা সেতু	বঙ্গবন্ধু সেতু
বেগম খালেদা জিয়া মেডিকেল কলেজ	শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ
ভাসানী নভোথিয়েটার	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার
বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড (BTTB)	বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লি.(BTCL)
ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (DESA)	ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লি. (DPDC)
ফার্স্ট লিজ ইন্টারন্যাশনাল লি.	ফার্স্ট লিজ ফিন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লি.
সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লি.	সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.
সারদা পুলিশ একাডেমী	বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী
প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড	প্রাইভেটাইজেশন কমিশন
আণবিক শক্তি কমিশন	বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন
যমুনা সেতু কর্তৃপক্ষ	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লি.	এবি ব্যাংক লি.

বাংলাদেশের শিক্ষা

তথ্যপ্রবাহ........

- শিক্ষার জন্য সাংবিধানিক অঙ্গীকার- **বাংলাদেশ সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।**
- বাংলাদেশে বর্তমানে স্বাক্ষরতার হার- **৫৪.৮%**।
- বাংলাদেশে শিক্ষার হার বেশি- **বরিশাল বিভাগে (৭৬.৭% সূত্রঃ ব্যানবেইস)**।
- বাংলাদেশে শিক্ষার হার কম- **সিলেট বিভাগে (৫৫% সূত্রঃ ব্যানবেইস)**।
- বাংলাদেশে শিক্ষার হার বেশি- **বরগুনা জেলায় (৮৬.৫৫% সূত্রঃ ব্যানবেইস)**।
- বাংলাদেশে শিক্ষার হার কম- **জামালপুর জেলায় (৩৯.৫৫% সূত্রঃ ব্যানবেইস)**।
- বাংলাদেশে শিক্ষার হার বেশি- **৪টি থানায়। যথা- ঢাকার ডেমরা, তেজগাঁও, টাঙ্গাইলের মির্জাপুর ও গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর (৮৯.৯০%)**।
- বাংলাদেশে শিক্ষার হার কম- **কিশোরগঞ্জের নিকলি থানায় (২৫.৮০% সূত্রঃ ব্যানবেইস)**।
- বাংলাদেশে প্রথম নিরক্ষরমুক্ত জেলা- **মাগুরা**।
- বাংলাদেশে সর্বশেষ ঘোষিত নিরক্ষরমুক্ত জেলা- **সিরাজগঞ্জ (সপ্তম, ১০ মে ২০০৩)**।
- বাংলাদেশে বর্তমান নিরক্ষরমুক্ত জেলা- **৭টি। (মাগুরা, জয়পুরহাট, রাজশাহী, লালমনিরহাট, চুয়াডাঙ্গা, গাজীপুর, সিরাজগঞ্জ)**।
- বাংলাদেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত গ্রাম- **কচুবাড়ীর কৃষ্টপুর (ঠাকুরগাঁও জেলায়)**।
- বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয়- **১৯৯০ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী**।
- বাংলাদেশে প্রথম বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়- **১৯৯২ সালে (৬৮টি থানায়)**।
- সারাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হয়- **১ জানুয়ারী ১৯৯৩ সালে**।
- বাংলাদেশে 'খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা' চালু হয়- **১৯৯৩ সালে**।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- **১৯২১ সালে (১ জুলাই)**।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত কমিশনের নাম- **নাথান কমিশন**।
- নাথান কমিশন গঠিত হয়- **১৯১২ সালে (১৩ সদস্য বিশিষ্ট)**।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ভি.সি.- **স্যার পি. জে. হার্টস**।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান ও উপমহাদেশের প্রথম ভি.সি.- **স্যার এ. এফ. রহমান (প্রথম বাঙ্গালী)**।
- বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচিত- **ব্যানবেইস (BANBEIS)** নামে।

বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত যেকোন সাধারণ জ্ঞানের PDF শীট ডাউনলোড করতে
ভিজিট করো ▶ www.courstika.com

- BANBEIS (ব্যানবেইস) এর পূর্ণ অভিব্যক্তি- **Bangladesh Bureau of Educational Information and statistics.**
- BANBEIS প্রতিষ্ঠিত হয়- **১৯৭৬ সালে।**
- বাংলাদেশে ক্যাডেট কলেজ- **১২টি।**
- প্রথম ক্যাডেট কলেজ- **ফৌজদার হাট ক্যাডেট কলেজ (১৯৫৮ সালে)।**
- বাংলাদেশে প্রথম মহিলা ক্যাডেট কলেজ অবস্থিত- **ময়মনসিংহে।**
- সর্বশেষ স্থাপিত ক্যাডেট কলেজ- **জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজ।**
- বাংলাদেশে মহিলাদের জন্য ক্যাডেট কলেজ রয়েছে- **৩টি। যথা- ১. ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ, ২. ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ ও ৩. জয়পুরহাট গার্লস ক্যাডেট কলেজ।**
- বাংলাদেশে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়- **৩১টি (সর্বশেষ- পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, প্রস্তাবিত ৩ টি সহ ৩৪ টি)**
- বাংলাদেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়- **৫৯ টি।**
- বাংলাদেশে সরকারী মেডিকেল কলেজ- **১৮টি।**
- বাংলাদেশে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়- **১টি।**
- মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচিত- **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (BSMMU)।**
- OIC পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়- **IIT**
- IIT এর পরিবর্তিত (বর্তমান) নাম- **IUT (Islamic University of Tecnology)**
- ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজি অবস্থিত- **গাজীপুরে।**
- বাংলাদেশে BIT- **৪টি (গাজীপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও খুলনা) (বিঃদ্রঃ ৪টি BIT বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়)।**
- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর থেকে কুষ্টিয়ায় স্থানান্তর করা হয়- **১৯৯০ সালের জানুয়ারী মাসে।**
- মাধ্যমিক ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়- **২০০১ সাল থেকে।**
- উচ্চ মাধ্যমিক ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হয়- **২০০৩ সালে।**
- বাংলাদেশে একমাত্র মিউজিক কলেজটি অবস্থিত- **ঢাকায়।**
- একমাত্র গার্হস্থ্য অর্থনীতি মহাবিদ্যালয়টি অবস্থিত- **ঢাকায়।**
- কলেজ অব লেদার টেকনোলজি- **১টি (ঢাকায়)।**
- বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়- **১৯৮০ সালে।**
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়- **১৯৯২ সালে।**
- বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা- **প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে।**
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধানের পদবী- **মহাপরিচালক।**
- বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিশুদের নির্ধারিত বয়স- **৬-১১ বছর।**
- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী সংক্ষেপে বলে- **NAPE.**
- NAPE প্রতিষ্ঠিত হয়- **১৯৭৭ সালে (ময়মনসিংহ)।**
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বাংলাদেশের UNESCO স্বাক্ষরতা পুরস্কার লাভ করে- **১৯৯৮ সালে।**
- বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়- **১৯৭৩ সালে।**
- বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান- **অধ্যাপক নজরুল ইসলাম।**
- বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন- **স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান।**
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- **১৯৫৩ সালে।**
- বাংলাদেশ প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয় (BUET) প্রতিষ্ঠিত হয়- **১৯৬১ সালে।**
- বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- **১৯৬১ সালে।**
- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- **১৯৬৬ সালে।**
- উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- **১৯৯২ সালে।**
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- **১৯৯২ সালে।**
- বাংলাদেশের একমাত্র আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়- **জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।**
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি দান করেন- **নবাব সলিমুল-াহ।**
- 'বঙ্গবন্ধু' চেয়ার স্থাপন করা হয়- **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে (১৫মার্চ ১৯৯৯)।**
- 'আব্দুর রাজ্জাক' চেয়ার স্থাপন করা হয়- **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে।**
- 'বোস' চেয়ার স্থাপন করা হয়- **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে।**
- 'বেগম রোকেয়া' চেয়ার স্থাপন করা হয়- **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন্স স্ট্যাডিজ বিভাগে।**
- বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় শিক্ষা কমিশন- **কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন (১৯৭২ সাল)।**
- শামসুল হক শিক্ষানীতি মন্ত্রীসভায় অনুমোদিত হয়- **২০০০ সাল।**
- সরকার বাংলাদেশকে নিরক্ষরমুক্ত করবে বলে ঘোষণা করেছে- **২০১৫ সালের মধ্যে।**
- ৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে- **১৯৯৪ সালে।**

বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত যেকোন সাধারণ জ্ঞানের PDF শীট ডাউনলোড করতে ভিজিট করো ► www.courstika.com

- বাংলাদেশে নারী শিক্ষা প্রসারে বেতন মওকুফ ও বৃত্তি প্রদান বিষয়ক ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল এসিসট্যান্স প্রজেক্ট বাস্ড়বায়নে আর্থিক সহায়তা দান করছে- **বিশ্বব্যাংক, (I.D.A) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও নোরাড।**
- সন্দীপন হল- **রাজশাহী জেলার দুই বছর মেয়াদী স্বাক্ষরতা আন্দোলন।**
- ইংরেজি সাহিত্যে পি. এইচ. ডি অর্জনকারী প্রথম বাঙ্গালী মুসলমান- **ডঃ সাজ্জাদ হোসেন।**
- বাংলাদেশে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড - **৮টি।**
- বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড- **১টি।**
- শিক্ষাকে বাংলাদেশের সংবিধানে স্বীকৃতি দেয়া হয়- **মৌলিক প্রয়োজন হিসাবে ।**
- বাংলাদেশের সর্বপ্রথম 'জাতীয় অধ্যাপক' নিয়োগ করা হয়- **১৯৭৫ সালের ১৭ মার্চ।**
- শিক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য সর্বোচ্চ সরকারী স্বীকৃতি- **জাতীয় অধ্যাপক।**
- জাতীয় অধ্যাপক হিসাবে সর্বপ্রথম নিয়োগ দেয়া হয়- **৩ জনকে। তাঁরা হলেন-**
  ১. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন
  ২. প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক
  ৩. ড. কাজী মোতাহার হোসেন।
- জাতীয় অধ্যাপক নিয়োগ করা হয়- **৫ বছরের জন্য।**
- এ পর্যন্ড় কত জন জাতীয় অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন- **১৭ জন।**
- জাতীয় অধ্যাপক নির্ধারণ কমিটির সভাপতি- **শিক্ষা মন্ত্রী।**
- এ পর্যন্ড় মহিলা জাতীয় অধ্যাপক পদে নিয়োগ পেয়েছেন- **একজন (অধ্যাপিকা সুফিয়া আহমেদ)।**
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অনার্স কোর্সকে ৪ বছর মেয়াদী করা হয়- **২০০২ সালে।**
- বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়- **নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (১৯৯২ সাল)।**
- বাংলাদেশের একমাত্র রাজনীতি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়- **খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়।**
- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভি.সি. ছিলেন- **ডাঃ এম.এ.বারী।**
- উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভি.সি. ছিলেন- **ডঃ শমসের আলী।**
- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভি.সি. ছিলেন- **ডঃ আজিজুর রহমান মলি- ক।**
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভি.সি ছিলেন- **আই এইচ. জুবেরী।**

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর

প্রতিষ্ঠান	সদর দপ্তর
বাংলাদেশ এয়ার ফোর্স ট্রেনিং সেন্টার	যশোর
বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী	চট্টগ্রামের ভাটিয়ারী
বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী	চট্টগ্রামের জলদিয়া
বাংলাদেশ নেভাল একাডেমী	চট্টগ্রামের পতেঙ্গা
পুলিশ একাডেমী	রাজশাহী জেলার সারদা
আনসার একাডেমী	গাজীপুরের সফিপুর
পোস্টাল একাডেমী	রাজশাহী
বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী স্টাফ কলেজ	ঢাকার মিরপুর
পুলিশ স্টাফ কলেজ	ঢাকার মিরপুর
নগর গবেষণা কেন্দ্র	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সমুদ্র বিদ্যা ইনষ্টিটিউট	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
বন বিদ্যা ইনষ্টিটিউট	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

পূর্ণরূপ জেনে নাও

- **TOEFL-** Test of English as Foreign Language
- **BOU** - Bangladesh Open University.
- **SAT**- Scolastic Aptitude Test.
- **FSSAP**- Femals Secondary School Assistance Project.
- **BPATC**- Bangladesh Public Administration Training Centre.
- **DANIDA-** Danish National Development Agency.
- **CIDA**-Canadian International Development Agency.
- **JICA-** Japan International Cooperation Agency.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তথ্যপ্রবাহ.........

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়- **১৯২১ সালের ১ জুলাই।**
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত কমিশনের নাম- **নাথান কমিশন।**
- নাথান কমিশনের সদস্য ছিল- **১৩ জন।**
- নাথান কমিশন গঠিত হয়- **১৯১২ সালে।**
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জমি দান করেন- **নবাব সলিমুল- াহ।**

বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত যেকোন সাধারণ জ্ঞানের PDF শীট ডাউনলোড করতে
ভিজিট করো ► www.courstika.com

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত - **৬০০ একর (প্রতিষ্ঠাকালীন) জমির উপর।**
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে বিভাগ ছিল- **১২টি বিভাগ।**
- প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ ছিল- **৩টি (কলা, বিজ্ঞান ও আইন)।**
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক ছিল- **ছাত্র-ছাত্রী ৮৭৭ জন ও শিক্ষক ৬০ জন।**
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভি.সি. ছিলেন- **পি.জে. হার্টস।**
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান ও উপমহাদেশের প্রথম ভি.সি. ছিলেন- **স্যার এ.এফ. রহমান (প্রথম বাঙ্গালী)।**
- বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মোট আয়তন- **২৫৬ একর।**
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান বিভাগের সংখ্যা- **৬৬ টি।**
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে অনুষদ রয়েছে- **১৩ টি।**
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ইনস্টিটিউট রয়েছে- **৮ টি।**
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে রিসার্চ সেন্টার ও গবেষণা ব্যুরো রয়েছে- **৩১টি।**
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে হল- **১৭টি (ছেলেদের ১৩টি ও মেয়েদের ৪টি)।**
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভি.সি. অধ্যাপক আ আ ম স আরেফীন সিদ্দিক- **২৭তম ভি.সি।**
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী - **লীলা নাগ।**
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম মহিলা প্রো-ভি.সি. ছিলেন- **জিন্নাতুন নেসা তাহমিদা বেগম (উদ্ভিদ বিজ্ঞান)।**
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা ডীন ছিলেন- **বেগম আজিজুন্নেসা।**
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে প্রথম ভি.সি. হওয়ার গৌরব অর্জন করেন- **ডঃ সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন (৬ষ্ঠ ভিসি) (১৯৪৮-১৯৫৩ সাল)।**
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি.সি. ছিলেন- **বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী (১৯৬৯-১৯৭২ সাল)।**
- ৫২'র ভাষা আন্দোলনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভি.সি. ছিলেন- **সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন।**
- স্বাধীন বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়- **১৮ ডিসেম্বর ১৯৯৯ সালে (৪০ তম সমাবর্তন)।**
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়- **১৯২৩ সালে।**
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৯ সালে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী পেয়েছেন- **শেখ হাসিনা ও প্রফেসর অমর্ত্য সেন।**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রাপ্ত নোবেল বিজয়ীগণ

চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন	১৯৩২	ডিএসসি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৯৩৬	ডি.লিট
প্রফেসর আব্দুস সালাম	১৯৯৩	ডিএসসি
প্রফেসর অমর্ত্য সেন	১৯৯৯	ডিএসসি
ড.মুহাম্মদ ইউনূস	২০০৭	ডিএল

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকাল

তথ্যপ্রবাহ........

প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রতিষ্ঠা সাল
কলকাতা মাদ্রাসা	১৭৮১ সাল
ব্যাপিস্ট মিশন ও ছাপাখানা	১৭৯৯ সাল
কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি	১৮১৭ সাল
স্কুল-কলেজ ও স্কুল সোসাইটি	১৮১৮ সাল
শ্রীরামপুর কলেজ	১৮১৮ সাল
আরপুলি কলেজ	১৮১৮ সাল
বিশপাস	১৮১৮ সাল
গৌড়ীয় সমাজ	১৮২৩ সাল
ব্রহ্ম মন্দির	১৮২৮ সাল
অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হিন্দু অ্যাসোসিয়েসান	১৮৩০ সাল
জেলা স্কুল	১৮৩৫ সাল
তত্ত্ববোধিনী সভা	১৮৩৯ সাল
কাউন্সিল অব এডুকেশন	১৮৪২ সাল
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	১৮৫৭ সাল
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি	১৯১১ সাল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৯২১ সাল
এশিয়াটিক সোসাইটি	১৯৫২ সাল
বাংলা একাডেমী	১৯৫৫ সাল
শিশু একাডেমী	১৯৭৭ সাল

বাংলাদেশের শিক্ষা কমিশন

তথ্যপ্রবাহ........

- লর্ড ম্যাকলে শিক্ষা কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন- **১৮৩৪ সালে।**
- উইলিয়াম এ্যাডাম বাংলা ও বিহারের শিক্ষা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত হন- **১৮৩৫ সালের ২০ জানুয়ারী।**

বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত যেকোন সাধারণ জ্ঞানের PDF শীট ডাউনলোড করতে
ভিজিট করো ► www.courstika.com

- লর্ড কার্জন এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারে ব্রতী হন- **১৯০১ সালের শিমলা শিক্ষা সম্মেলনে গৃহিত ১৫০টি শিক্ষা সংক্রান্ড় প্রস্ড়াবনার ভিত্তিতে** ।
- ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিধিবদ্ধ হয়- **১৯০৪ সালে**।
- হান্টার কমিশন বড় লাট লর্ড রিপন কর্তৃক নিয়োগ লাভ করে- **১৮৮২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারী**।
- ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে- **স্যাডলার কমিশন**।
- পাকিস্ড়ানের প্রথম শিক্ষা কমিটির নাম- **আকরাম খান কমিটি**।
- আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়- **১৯৫৭ সালে**।
- হামদুর রহমান শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়- **১৯৬৪ সালে**।
- শামস-উল-হক শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়- **১৯৭০ সালে**।
- কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়- **১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই**।
- কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট পেশ করে- **১৯৭৪ সালের ৩০ মে**।
- জাতীয় শিক্ষা পরিষদ রিপোর্ট পেশ করে- **১৯৭৫ সালের ৫ আগষ্ট**।
- জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়- **১৯৮৭ সালের ২৩ এপ্রিল**।
- অধ্যাপক এম. শামসুল হক শিক্ষা কমিটি গঠিত হয়- **১৯৯৭ সালে**।
- এ পর্যন্ড় মোট কতটি (বাংলাদেশ আমল) শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়- **৫টি**।
- বর্তমান ২০১০ শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান- **অধ্যাপক কবীর চৌধুরী**।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রথম ভিসি

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	স্যার পি জে হার্টস
জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়	অধ্যাপক আলী আহসান
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	সদরুদ্দিন আহমেদ চৌধুরী
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	গোলাম আলী ফকির
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	অধ্যাপক এম এ বারী
বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	প্রফেসর এম এ কাদেরী
হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	সৈয়দ মেরাজুল হোসেন
খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	অধ্যাপক ড. এহসানুল হক
বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	ড. এ এম আশরাফুল কামাল
শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	ড. এ. এম. ফারুক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	ড. আই এইচ জুবেরী
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	ড. আজিজুর রহমান মলি- ক
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	ড. এম এ রশিদ
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	ড. ওসমান গণি
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	ড. মমতাজ উদ্দিন চৌধুরী
উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	ড. এম. শমসের আলী
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	ড. হারুন কে এম. ইউসুফ
মাওলানা ভাষানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	ড. খলিলুর রহমান
ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	ড. এম আনোয়ারুল আজীম
চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	ড. মীর শহীদুল ইসলাম

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৯২১ সালে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৫৩ সালে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৬৬ সালে
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৬১ সালে
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৬১ সালে
জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৭০ সালে
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৮৫ সালে
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৯০ সালে
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৯১ সালে
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৯২ সালে
উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৯২ সালে
বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৯৭ সালে
বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৯৮ সালে
হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	২০০০ সালে
শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	২০০১ সালে
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	২০০০ সালে
মাওলানা ভাষানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	২০০৩ সালে

courstika

বিশ্ববিদ্যালয়	
রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	২০০৩ সালে
খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	২০০৩ সালে
ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	২০০৩ সালে
চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	২০০৩ সালে

খেলাধূলা

অলিম্পিক

তথ্যপ্রবাহ.........

- আধুনিক অলিম্পিক কোথায় শুরু হয়- **গ্রীসের এথেন্সে ১৮৯৬ সালে।**
- আধুনিক অলিম্পিকের জনক- **ব্যরন পিয়েরে দ্য কুবার্তো (ফ্রান্স)।**
- ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি (IOC) গঠিত হয়- **১৮৯৬ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে।**
- IOC এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত- **সুইজারল্যান্ডের লুজান শহরে।**
- বিশ্ব অলিম্পিকের পতাকা- **পরস্পর সংযুক্ত বিভিন্ন রং-এর পাঁচটি বৃত্ত।**
- মহিলারা প্রথম অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে- **১৯২৮ সালে।**
- শীতকালীন অলিম্পিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়- **১৯২৪ সালে।**
- শতবর্ষ অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়- **১৯৯৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় (২৬ তম)।**
- পরবর্তী ২৩তম শীতকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে- **২০১৪ সালে রাশিয়ায়।**
- এশিয়াতে এ পর্যন্ড় অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয়- **৩ বার। ১৯৬৪ সালে টোকিওতে (১৮ তম) ১৯৮৮ সালে সিউলে (২৪ তম), ২০০৮ সালে বেইজিংয়ে (২৯তম)।**
- এ পর্যন্ড় অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয়নি- **৩ বার। ১৯১৬, ১৯৪০, ১৯৪৪ সালে (প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে)।**
- অলিম্পিক যাদুঘর অবস্থিত- **লুজান (সুইজারল্যান্ড)।**
- ২০০৮ সালে অলিম্পিক হয়- **চীনে বেইজিংয়ে (২৯ তম)।**
- ২০১২ সালে অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে- **ইংল্যান্ডে (৩০ তম)।**
- অলিম্পিকের ইতিহাসে সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা- **১৯৭২ সালে মিউনিখ অলিম্পিকে ফিলিস্তিনি কমান্ডো কর্তৃক ১১ জন ইসরাইলী অ্যাথলেট হত্যা।**
- বাংলাদেশ প্রথমবারের মত অলিম্পিকে অংশ নেয়- **১৯৮৪ সালে লস এঞ্জেলসে ২৩ তম অলিম্পিকে।**
- অলিম্পিকে বাংলাদেশের প্রথম প্রতিযোগী- **স্প্রিন্টার সাইদুর রহমান ডন।**
- বিশ্বের সর্ববৃহৎ ক্রীড়া অনুষ্ঠান- **অলিম্পিক গেমস।**
- ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির প্রথম সভাপতি ছিলেন- **ফ্রান্সের ব্যারণ পিয়েরে দ্যা কুবার্তো।**
- পাঁচটি বলয় চিহ্নিত অলিম্পিক পতাকা উত্তোলন করা হয়- **১৯২০ সালে অনুষ্ঠিত সপ্তম অলিম্পিকে।**
- অলিম্পিক পতাকা উত্তোলনের সময় যে গান গাওয়া হয় তার সুরকার ও গীতিকার- **স্পাইরাস সামারস ও কোস্টিড়ম পালামাস।**
- অলিম্পিক গেমসকে বলা হয়- **গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ।**
- প্রাচীন অলিম্পিকে বিজয়ীদের পুরস্কার ছিল- **জলপাই পাতার মুকুট।**
- অলিম্পিকে প্রথম স্বর্ণজয়ী মহিলা- **সি কুপার (গ্রেট ব্রিটেন)।**
- অলিম্পিকে স্বর্ণজয়ী প্রথম এশীয় মহিলা ক্রীড়াবিদ- **১৯২৮ সালে জাপানের মিকিওদা ওদা ট্রিপল, জাম্প ইভেন্টে।**
- অলিম্পিক শপথ প্রথম পাঠ করানো হয়- **১৯২০ সালে। বেলজিয়ামের এন্টাওয়ার্পে ভিক্টর বোসেন পাঠ করান।**
- বিশ্ব অলিম্পিক দিবস পালিত হয়- **২৩ জুন।**
- অলিম্পিকের ৮টি বিভাগের সবকটিতে পুরস্কার পেয়েছেন- **সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে আলেকসান্দার দিতিয়াতিন ১৯৮০ সালের মস্কো অলিম্পিকে (স্বর্ণ -৩টি, রৌপ্য - ৪টি এবং ব্রোঞ্জ - ১টি)।**
- ধুমপানমুক্ত অলিম্পিক ছিল- **১৯৯৬ সালের আটলান্টা অলিম্পিক।**
- অলিম্পিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়- **৪ বছর পর।**

এক নজরে অলিম্পিক-২০০৮

- বেইজিং অলিম্পিকের মাসকট: **ফুওয়া (Good Luck Doll)**
- বেইজিং অলিম্পিক অলিম্পিকের কততম আসর: **২৯তম**
- বেইজিং অলিম্পিক এশিয়াতে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকের কততম আসর: **৩য়**
- অংশগ্রহণকারী দেশ ও অঞ্চলের সংখ্যা: **২০৫টি**
- অলিম্পিক ভিলেজ খুলে দেয়া হয়: **২৭ জুলাই, ২০০৮**
- অলিম্পিক ভিলেজে আসা প্রথম দল: **পোল্যান্ড**
- অলিম্পিক ভিলেজের মেয়র: **চেন জিলি**
- বেইজিং অলিম্পিকের মশাল প্রজ্বলন করেন: **১৯৮৪ সালের লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকে ৩টি সোনাসহ ৬টি পদক জয়ী অ্যাথলেট-লি নিং**

বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত যেকোন সাধারণ জ্ঞানের PDF শীট ডাউনলোড করতে
ভিজিট করো ► www.courstika.com

- বেইজিং অলিম্পিকের প্রথম স্বর্ণ জয় করেন: **চেক প্রজাতন্ত্রের শ্যুটার ক্যাটরিনা ইমন্স**
- অলিম্পিক ইতিহাসে আজারবাইজানের হয়ে প্রথম স্বর্ণ পদক বিজয়ী: **জুডোগীর মামমাদলী এলনোর**
- অলিম্পিক ইতিহাসে বাহরাইনের হয়ে প্রথম স্বর্ণ পদক বিজয়ী: **দূরপাল-ার দৌড়বিদ রাশিদ রামজি (১৫০০ মিটার)**
- অলিম্পিক ইতিহাসে আফগানিস্তানের হয়ে প্রথম পদক বিজয়ী: **রোহুল-াহ নিকপাই (তায়াকান্দোতে ব্রোঞ্জ)**
- বেইজিং অলিম্পিকে দ্রুততম সাতারু (পুরুষ): **ফিজার সিয়েলো (ব্রাজিল)**
- বেইজিং অলিম্পিকে দ্রুততম সাতারু (মহিলা): **ব্রিটা স্টিফেন(জার্মানি)**
- বেইজিং অলিম্পিকে দ্রুততম মানব হন: **উসেইন বোল্ট (জ্যামাইকা)**
- বেইজিং অলিম্পিকের দ্রুততম মানবী হন: **শেলি- এ্যান ফিজার (জ্যামাইকা)**
- অলিম্পিকের ইতিহাসে ভারতের পক্ষে ১ম ব্যক্তিগত স্বর্ণপদক জয় করেন: **অভিনব সিংহা বিন্দ্রা (শ্যুটার, ১০ মিটার এয়ার রাইফেল)**
- বেইজিং অলিম্পিকে টেনিস- এর পুরুষ এককে স্বর্ণপদক জিতেন: **রাফায়েল নাদাল (স্পেন)**
- বেইজিং অলিম্পিকে টেনিস- **এর মহিলা এককে স্বর্ণপদক জিতেন: এলেনা দেমেন্ড্রিয়েভা (রাশিয়া)**
- সর্বকালের সেরা অলিম্পিয়ান বেইজিং অলিম্পিকে সর্বাধিক রেকর্ডধারী: **মাইকেল ফেলপস**

ফুটবল

তথ্যপ্রবাহ.........

- ফুটবল খেলার জন্ম- **চীনে**।
- বিশ্ব ফুটবলের প্রধান সংস্থার নাম- **FIFA (Federation of International Football Association.)**
- FIFA জন্মলাভ করে- **২১ মে, ১৯০৪ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে**।
- FIFA র প্রথম সভাপতি ছিলেন- **জুলেরিমে**।
- FIFA-র বর্তমান সভাপতি- **সেপ ব-াটার (সুইজারল্যান্ড)**।
- FIFA-র বর্তমান সদস্য- **২০৮টি (সর্বশেষ মন্টিনিগ্রো)**।
- একটি ফুটবলের পরিধি- **২৭ - ২৮ ইঞ্চি**।
- আদর্শ ফুটবলের ওজন- **১৪ - ১৬ আউন্স**।
- আন্তর্জাতিক মানের একটি ফুটবল ম্যাচের সময়- **মাঝের বিরতি ছাড়া ৪৫ মিনিট করে মোট ৯০ মিনিট**।
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফুটবল স্টেডিয়ামের নাম- **ব্রাজিলের মারকানা স্টেডিয়াম (প্রায় ২ লক্ষ আসনবিশিষ্ট)**।
- আয়তনে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ফুটবল স্টেডিয়াম- **চেক প্রজাতন্ত্রের প্রাগে অবস্থিত স্টাইভ স্টেডিয়াম**।
- বিশ্বের প্রথম মহিলা রেফারী- **পাবলো বাজোলি**।
- ফিফা প্রতিষ্ঠিত হয়- **ফ্রান্সের প্যারিসে**।
- ফুটবলের উর্বর ভূমি হিসেবে খ্যাত- **ল্যাটিন আমেরিকা**।
- তিনবার ফিফা বর্ষসেরা খেলোয়াড় হবার কৃতিত্ব অর্জন করেন- **জিনেদিন জিদান ও রোনালদো**।
- ফুটবলের জীবন্ত কিংবদন্তী- **পেলে (ব্রাজিল)**।
- ফুটবলের সম্রাট- **কালো মানিক পেলে (ব্রাজিল)**।
- ফুটবলের রাজপুত্র বলা হয়- **ম্যারাডোনাকে**।
  'টোটাল ফুটবলের জনক'- **হল্যান্ডের জোহান ক্রুইক**।

বিশ্বকাপ ফুটবল

- প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়- **১৯৩০ সালে, উরুগুয়ে**।
- প্রথম বিশ্বকাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়- **উরুগুয়ে (রানার্স আপ আর্জেন্টিনা)**।
- বিশ্বকাপের প্রথম গোলদাতা- **ফ্রান্সের লুই লরেন্ট**।
- বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়- **৪ বছর পরপর**।
- বিশ্বকাপ ট্রফির প্রথম নাম ছিল- **জুলেরিমে কাপ**।
- বর্তমান বিশ্বকাপ ফুটবলের ট্রফির নাম- **ফিফা বিশ্বকাপ**।
- নতুন ফিফা বিশ্বকাপ চালু হয়- **১৯৭৪ সাল থেকে**।
- ফিফা ট্রফির ভাস্কর- **ইটালির সিনভিও গাজ্জানগা**।
- জুলে রিমে ট্রফির ভাস্কর- **মঁশিয়ে আবেল লাফারিওর (ফ্রান্স)**।
- এক বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলদাতা- **ফ্রান্সের জাস্ট ফন্টেইন (১৩টি গোল)**।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে সর্বোচ্চ গোলদাতা- **ব্রাজিলের রোনালদো (১৫টি গোল)**।
- বিশ্বকাপে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা- **জার্মানীর গার্ড মুলার (১৪টি গোল)**।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে সর্বাধিকবার চ্যাম্পিয়ন দেশ- **ব্রাজিল। পাঁচবার (১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৭০, ১৯৯৪, ২০০২)**।
- ২০১০ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়- **দক্ষিণ আফ্রিকাতে**।
- ২০১৪ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে- **ব্রাজিলে**।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে "গোল্ডেন বুট" চালু হয়- **১৯৮২ সালে (স্পেন বিশ্বকাপ)**।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে "মাসকট" চালু হয়- **১৯৬৬ সালে (প্রথম মাসকট উইলি)**।
- বিশ্বকাপ ফুটবলে "গোল্ডেন বল" চালু হয়- **১৯৮২ সালে (স্পেন বিশ্বকাপ)**।

courstika

➢ বিশ্বকাপ ফুটবলে "গোল্ডেন গোল" চালু হয়- **১৯৯৮ সালে (ফ্রান্স বিশ্বকাপে)**।

➢ ২০০৬ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়- **ইতালি (রানার্স আপ - ফ্রান্স)**।

➢ ২০০৬ সালের বিশ্বকাপ ফুটবলে সেরা খেলোয়াড় (গোল্ডেন বল) নির্বাচিত হন- **ফ্রান্সের জিনেদিন জিদান**।

GK Book F-24

➢ বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়নি- **১৯৪২ ও ১৯৪৬ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে।**

➢ প্রথমবারের মতো এশিয়া মহাদেশে বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়- **২০০২ সালে**।

➢ বিশ্বকাপ ফুটবলের চূড়ান্ড় পর্বে অংশগ্রহণকারী প্রথম মুসলিম দেশ- **মিশর (১৯৩৮ সালে)**।

➢ ১৯৬৬ সালে চুরি যাওয়া বিশ্বকাপ ট্রফিটি উদ্ধারে সহায়তাকারী কুকুরটির নাম- **পিকলস**।

বিশ্বকাপ ফুটবল- ২০১০

ফাইনাল সমাচার

- **অনুষ্ঠিত :** ১১ জুলাই, ২০১০
- **ভেনু :** সকার সিটি স্টেডিয়াম, জোহানেসবার্গ।
- **অংশগ্রহণকারী দল :** স্পেন ও নেদারল্যান্ড
- **প্রধান রেফারি :** হাওয়ার্ড ওয়েব (ইংল্যান্ড)।
- **অন্যতম আকর্ষণ :** আফ্রিকার কিংবদন্ড়ী বর্ণবাদবিরোধী নেতা ন্যালসন ম্যান্ডেলার উপস্থিতি।
- **প্রত্যাশিত গোল :** ১১৬ মিনিটের মাথায় সেস ফ্যাব্রিগাসের বাড়িয়ে দেয়া বলে শট করে ম্যাচের একমাত্র ও অপ্রতিরোধ্য গোলটি করেন বার্সেলোনা তারকা স্পেনের আন্দ্রেস ইনিয়েস্ড়া। বিশ্বকাপ ফাইনালে একমাত্র গোল করেন।
- **হলুদ কার্ড :** ১৩টি (নেদারল্যান্ড ১০ স্পেন ৩টি)।
- **লাল কার্ড :** ১টি। ১০৯ মিনিটের মাথায় জন হেইটিঙ্গা (নেদারল্যান্ড)।
- **ফাউল :** ৪৭টি।

একনজরে ১৯তম বিশ্বকাপ ফুটবল- ২০১০

- **অনুষ্ঠিত :** ১১ জুন-১১ জুলাই, ২০১০
- **স্বাগতিক :** দক্ষিণ আফ্রিকা (প্রথমবারের মতো আফ্রিকার কোন দেশ)
- **থিম সং :** Waka Waka, গায়িকা শাকিরা ও তার ব্যান্ড দল 'ফ্রেশলিগ্রাউন্ড'।
- **বল :** জাবুলানি (অর্থ- উদযাপন করা)
- **মাসকট :** জাকুমি (জন্ম : ১৬ জুন, ১৯৯৪)
- **অভিষেক :** স্লে- াভাকিয়া।
- **স্টেডিয়াম :** এবারের খেলা দক্ষিণ আফ্রিকার ৯টি প্রধান শহরের ১০টি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।
- **অংশগ্রহণ :** ছয়টি অঞ্চল থেকে ৩২টি দল ৮টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে ৭৩৬ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন।
- **এশিয়ান দেশ :** ৪টি। (জাপান, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও অস্ট্রেলিয়া)। মোট ম্যাচ : ৬৪টি।
- **মোট গোল :** ১৪৫ (ম্যাচ প্রতি ২.২৭)।
- **মোট দর্শক :** ৩১,৭৮,৮৫৬ জন (ম্যাচ প্রতি ৪৯,৬৭০ জন)।
- **মোট হলুদ কার্ড :** ২৪৬।
- **মোট লাল কার্ড :** ১৭।
- **চ্যাম্পিয়ন :** স্পেন। প্রথমবারের মতো। (হেরে টুর্নামেন্ট শুর" করে চ্যাম্পিয়ন হওয়া প্রথম দল ও সবচেয়ে কম, মাত্র আটটি গোল করে সোনালি ট্রফি জেতা প্রথম দল)।
- **রানার্সআপ :** নেদারল্যান্ড। তৃতীয়বারের মতো (১৯৭৪, ১৯৭৮, ২০১০)।
- **তৃতীয় স্থান :** জার্মানি (চতুর্থবারের মতো)।
- **চতুর্থ স্থান :** উর"গুয়ে।

প্রাইজমানি

- **চ্যাম্পিয়ন :** ৩০ মিলিয়ন ডলার
- **রানার্সআপ :** ২৪ মিলিয়ন ডলার

courstika

যা জানা জর"রী

- গোল্ডেন বল (সেরা খেলোয়াড়) দিয়াগো ফোরলান (উর"গুয়ে)।
- গোল্ডেন বুট (সর্বাধিক গোলদাতা ৫টি) টমাস মুলার (জার্মানি)।
- সেরা উদীয়মান (তর"ণ) খেলোয়াড় টমাস মুলার (জার্মানি)।
- সেরা গোলরক্ষক (গোল্ডেন গ- াভ্‌স) ইকার ক্যাসিয়াস (স্পেন)।
- ফেয়ার পে- পুরস্কার স্পেন।
- দলগতভাবে সর্বোচ্চ গোল জার্মানি (১৬টি)।
- একটিও গোল করেনি হন্ডুরাস, আলজেরিয়া।
- দলগতভাবে বেশি গোল খেয়েছে উ. কোরিয়া (১২টি)।
- ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ গোল করেছে যৌথভাবে চারজন টমাস মুলার (জার্মানি), ডেভিড ভিয়া (স্পেন), ওয়েসলি স্নাইডার (নেদারল্যান্ড), দিয়গো ফোরলান (উর"গুয়ে)। প্রত্যেকে পাঁচটি করে গোল করেন।
- দলগতভাবে বেশি হলুদ কার্ড দেখেছে হল্যান্ড (২২টি)।
- দলগতভাবে কম হলুদ কার্ড দেখেছে উ. কোরিয়া (২টি)।
- এক ম্যাচে সর্বাধিক হলুদ কার্ড ১৩টি। (স্পেন-হল্যান্ডের মধ্যে ফাইনাল খেলায়)।
- একমাত্র অপরাজিত দেশ নিউজিল্যান্ড।
- বিশ্বকাপের ২১০০তম গোল করেন মেক্সিকোর জাভিয়ের হার্নান্দেজ।

- দ্রুততম গোল আর্জেন্টিনার বিপক্ষে জার্মানির টমাস মুলার (২:৩৮ সেকেন্ডে)।
- সবচেয়ে বেশি বয়সী গোলদাতা মেক্সিকোর কুয়েতমোক ব্লাঙ্কো (৩৭ বছর ১৫১ দিন বয়গে.।
- সবচেয়ে কম বয়সী গোলদাতা টমাস মুলার (২০ বছর ২৭৩ দিনে) অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে।
- এ পর্যন্ড় ১৯টি বিশ্বকাপে ইউরোপ শিরোপা জিতেছে ১০ বার ও লাতিন আমেরিকা ৯ বার।
- দেশ হিসেবে স্পেন অষ্টম শিরোপা জয়ী দেশ। অন্য সাত দেশ হলো– ব্রাজিল (৫), ইতালি (৪), জার্মানি (৩), আর্জেন্টিনা (২), উরুগুয়ে (২), ইংল্যান্ড (১), ফ্রান্স (১)।

আরও জেনে নিন : বিশ্বকাপে অবিনশ্বর রেকর্ড

- সবচেয়ে বেশি শিরোপা জয় ব্রাজিলের পাঁচবার।
- বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি উপস্থিতি ব্রাজিল ১৯ বার।
- ৩ বার বিশ্বকাপ জেতা একমাত্র ফুটবলার পেলে (১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৭০)।
- সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলা পে- য়ার লোথার ম্যাথিউস (জার্মানি ২৫ টি ম্যাচ)।
- বিশ্বকাপে কনিষ্ঠতম ফুটবলার নরমান হোয়াইটসাইট (১৭ বছর ৪১ দিন, আয়ারল্যান্ড)।
- সবচেয়ে বেশি গোল রোনালদোর (ব্রাজিল) ১৫টি।
- এক টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশি গোল জ্যাঁ ফন্টেইন ১৩টি।
- সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা পেলে (ব্রাজিল ১৭ বছর ২৩৯ দিন)।
- সর্বকনিষ্ঠ হ্যাটট্রিক পেলে (১৭ বছর ২৪৯ দিন, ১৯৫৮ সালে ব্রাজিল-সুইডেন খেলায়)।
- সবচেয়ে বেশি বয়সী গোলদাতা রজার মিলা (৪২ বছর ৩৯ দিন)।
- সবচেয়ে দ্রুততম গোল ১১ সেকেন্ডে হাকান সুকুর (তুরস্ক)।
- সবচেয়ে বেশি গোলের ম্যাচ (৭-৫) আর্জেন্টিনা-সুইজারল্যান্ড ১৯৫৪।
- সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলা অধিনায়ক দিয়াগো ম্যারাডোনা ১৬ ম্যাচ।
- খেলোয়াড় ও কোচ হিসেবে টুর্নামেন্ট জয় মারিয়ো জাগালো ও ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ার।
- বেঞ্চে থেকেও লাল কার্ড দেখা খেলোয়াড় ক্লদিও ক্যানিজিয়া (আর্জেন্টিনা) ২০০২ সালে।

২০১০ বিশ্বকাপে যা কিছু প্রথম

- প্রথম গোল করেন সাবালালা (দক্ষিণ আফ্রিকা)।
- প্রথম হলদু কার্ড পান অ্যাক্রেইন জুয়ারেজ (মেক্সিকো)।
- প্রথম লাল কার্ড পান নিকোলাস লোডিরো (উরুগুয়ে)।
- প্রথম ম্যাচে দর্শক ৮৪ হাজার ৪৯০ জন।
- প্রথম জয় দক্ষিণ কোরিয়ার।
- হ্যাটট্রিক : আর্জেন্টিনার গঞ্জালো হিগুয়েন।
- প্রথম শিরোপা জয় স্পেনের।

রোল অব অনার ৩ (বিশ্বকাপ ফুটবল ১ম-১৯তম)

সাল	স্বাগতিক	চ্যাম্পিয়ন	রানার্স আপ	ফলাফল
১৯৩০	উরুগুয়ে	উরুগুয়ে	আর্জেন্টিনা	৪-২
১৯৩৪	ইতালি	ইতালি	চেকোস্লোভাকিয়া	২-১
১৯৩৮	ফ্রান্স	ইতালি	হাঙ্গেরি	৪-২
১৯৫০	ব্রাজিল	উরুগুয়ে	ব্রাজিল	
১৯৫৪	সুইজারল্যান্ড	পশ্চিম জার্মানি	হাঙ্গেরি	৩-২
১৯৬২	সুইডেন	ব্রাজিল	সুইডেন	৫-২
১৯৬২	চিলি	ব্রাজিল	চেকোস্লোভাকিয়া	৩-১
১৯৬৬	ইংল্যান্ড	ইংল্যান্ড	পশ্চিম জার্মানি	৪-২
১৯৭০	মেক্সিকো	ব্রাজিল	ইতালি	৪-১
১৯৭৪	পশ্চিম জার্মানি	পশ্চিম জার্মানি	নেদারল্যান্ডস	২-১
১৯৭৮	আর্জেন্টিনা	আর্জেন্টিনা	নেদারল্যান্ড	৩-১
১৯৮২	স্পেন	ইতালি	পশ্চিম জার্মানি	৩-১
১৯৮৬	মেক্সিকো	আর্জেন্টিনা	পশ্চিম জার্মানি	৩-২
১৯৯০	ইতালি	পশ্চিম জার্মানি	আর্জেন্টিনা	১-০
১৯৯৪	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	ব্রাজিল	ইতালি	৩-২ পেনাল্টি
১৯৯৮	ফ্রান্স	ফ্রান্স	ব্রাজিল	৩-০

বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত যেকোন সাধারণ জ্ঞানের PDF শীট ডাউনলোড করতে ভিজিট করো ► www.courstika.com

২০০২	কোরিয়া-জাপান	ব্রাজিল	জার্মানি	২-০
২০০৬	জার্মানি	ইতালি	ফ্রান্স	৫-৩ পেনাল্টি
২০১০	দক্ষিণ আফ্রিকা	স্পেন	নেদারল্যান্ড	১-০

Note : ১৯৫০ সালের বিশ্বকাপে কোন অফিসিয়াল ফাইনাল ম্যাচ ছিল না।

ক্রিকেট

তথ্যপ্রবাহ.........

- ক্রিকেট খেলার জন্ম- **ইংল্যান্ডে।**
- পিচ হচ্ছে- **ক্রিকেট খেলার মাঠের মাঝখানে ২২ গজ লম্বা ও ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি চওড়া স্থান।**
- ক্রিকেট খেলার মাঠ - **ডিম্বাকৃতির।**
- ক্রিকেট খেলায় প্রত্যেক দলে খেলোয়াড় থাকে- **১১ জন।**
- ক্রিকেট স্ট্যাম্পের দৈর্ঘ্য মাটি থেকে- **২৭ ইঞ্চি।**
- ক্রিকেট ব্যাটের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হবে সর্বাধিক- **ব্যাটের দৈর্ঘ্য হবে সর্বাধিক ৩৮ ইঞ্চি এবং প্রস্থ হবে ৪.৫ ইঞ্চি।**
- অ্যাসেস, সিলিপয়েন্ট, এল.বি.ডবি- উ, গুগলি কথাগুলো ব্যবহৃত হয়- **ক্রিকেট খেলায়।**
- বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয়- **৪ বছর পর পর** ।
- আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (ICC) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ- **২টি (ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া)।**
- বর্তমানে বিশ্বে টেস্ট খেলুড়ে দেশের সংখ্যা- **১০টি, যথা ঃ ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, জিম্বাবুয়ে, দঃ আফ্রিকা ও বাংলাদেশ। (তবে ১৮ জানুয়ারি ২০০৩ থেকে জিম্বাবুয়ের টেস্ট স্ট্যাটাস স্থগিত রাখা হয়েছে)।**
- মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেট শুরু হয় - **১৯৭৩ সালে।**
- প্রথম টেস্ট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়- **অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে ১৫ - ১৭ মার্চ ১৮৭৭। ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে।**
- টেস্ট ইতিহাসের প্রথম ম্যাচে জয়ী হয়- **অস্ট্রেলিয়া।**
- ওয়ানডে ক্রিকেটে সর্বপ্রথম হ্যাট্রিক করেন- **জালালউদ্দিন (পাকিস্তান)।**
- আই সি সি এর পূর্ণ রূপ- **ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল।**
- আই. সি. সি-র পূর্ণ সদস্য- **১০টি।**
- আই. সি. সি-র সর্বশেষ পূর্ণ সদস্য- **বাংলাদেশ।**
- ১৯৯৭ সালে আই সি সি-র চ্যাম্পিয়ন- **বাংলাদেশ।**
- টেস্টে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী- **মুত্তিয়া মুরালিধরন (৮০০ উইকেট)।**
- ওয়ান ডে তে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী- **মুত্তিয়া মুরালিধরন।**
- টেস্টে সর্বোচ্চ রানের মালিক- **ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্রায়ান লারা।**
- ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ রানের মালিক- **শচীন টেন্ডুলকার** ।
- টেস্ট এবং ওয়ানডে ক্রিকেটে দুটি করে হ্যাট্রিক করার গৌরব অর্জন করেছেন- **ওয়াসিম আকরাম (পাকিস্তান)।**
- ওয়ানডে ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরী করেন- **পাকিস্তানের শহীদ আফ্রিদি (৩৭ বলে)।**
- ওয়ান ডে ক্রিকেটে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ইনিংসের মালিক- **ভারতের শচীন টেন্ডুলকার - ২০০ রান।**
- টেস্ট ক্রিকেটে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান করেন- **ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্রায়ান লারা ৪০০ রান (ইংল্যান্ডের বিপক্ষে)।**
- বিশ্বকাপ ক্রিকেট শুরু হয়- **১৯৭৫ সাল থেকে।**
- বাংলাদেশ ওয়ান ডে স্ট্যাটার্স লাভ করে- **১৫ জুন, ১৯৯৭ সালে।**
- বাংলাদেশ টেস্ট স্ট্যাটার্স লাভ করে- **২৬ জুন ২০০০ সালে।**
- বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলে- **ভারত (১০ নভেম্বর ২০০০)।**
- বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতির বোলার হওয়ার গৌরব অর্জন করেন- **শোয়েব আকতার (১০০.৪ মাইল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে)।**
- টেস্ট ক্রিকেট শুরু হয়- **১৮৭৭ সালে।**
- একদিনের ক্রিকেট ম্যাচ শুরু হয়- **১৯৭১ সালে।**

বিশ্বকাপ ক্রিকেট সমাচার

তথ্যপ্রবাহ.........

- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ম্যাচ খেলেন - **ওয়াসিম আকরাম (৩৮টি ম্যাচ)।**
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি উইকেট পান - **ওয়াসিম আকরাম (৭১টি)।**
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রান করেন - **শচীন টেন্ডুলকার ১৭৩২ রান (৩৩টি ম্যাচে)।**
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি বার খেলার রেকর্ড - **জাভেদ মিয়াদাদ (৬টি বিশ্বকাপ)।**
- এক বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রান সংগ্রহ - **শচীন টেন্ডুলকার (৬৭৩ রান অষ্টম বিশ্বকাপে)।**
- এক বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রহ - **গে- ন ম্যাকগ্রা (২৬টি নবম বিশ্বকাপে)।**
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি ম্যান অব দ্য ম্যাচ - **শচীন টেন্ডুলকার (৬ বার)।**
- বিশ্বকাপ তথা ওয়ানডে ক্রিকেটের ইতিহাসে ইনিংসের প্রথম তিন বলে হ্যাটট্রিক করার রেকর্ড - **চামিন্দা ভাস (বাংলাদেশের বিপক্ষে)।**
- অষ্টম বিশ্বকাপে ১ ওভারে ৪ উইকেট লাভ করেন - **চামিন্দা ভাস (বাংলাদেশের বিপক্ষে)।**

- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে এ পর্যন্ত হ্যাটট্রিক হয় - **৫টি**।
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে প্রথম হ্যাটট্রিক করেন - **ভারতের চেতন শর্মা ১৯৮৭ সালে**।
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সবচেয়ে দ্রুততম বল করেন - **শোয়েব আখতার (১০০.২৪ মাইল বা ১৬১.৩ কিলোমিটার/ঘন্টা)**।
- বিশ্বকাপ তথা ওয়ানডে ক্রিকেটে সংক্ষিপ্ততম ম্যাচ - **কানাডা-শ্রীলংকার ম্যাচ (২৩.২ ওভার) কানাডা ১৮.৪ ওভার ও শ্রীলংকা ৪.৪ ওভার**।
- বিশ্বকাপ তথা ওয়ানডে ক্রিকেটে দলীয় সর্বনিম্ন স্কোর - **শ্রীলংকার বিপক্ষে কানাডা ৩৬ রান (২০০৩)**।
- বিশ্বকাপ ইতিহাসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রান – **দক্ষিন আফ্রিকার গ্যারী কারস্টেন অপরাজিত ১৮৮ রান (সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে)**।
- ওয়ানডে ক্রিকেটে প্রথম ৫০০ উইকেট সংগ্রহকারী বোলার - **ওয়াসিম আকরাম (পাকিস্তান)**।
- একদিনের ক্রিকেটের ইতিহাসে কোন দলের ১১নং ব্যাটসম্যানের রেকর্ড - **শোয়েব আখতার (৪৩ রান ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে)**।
- বিশ্বকাপে দলীয় সর্বোচ্চ রান - **বারমুডার বিপক্ষে ভারতের ৪১৩ রান**।
- বিশ্বকাপের ইতিহাসে ১ ইনিংসে সর্বোচ্চ ৬ - **ইমরান নাজির (৮টি ৬ মারেন নবম বিশ্বকাপ ফাইনালে)**।
- অষ্টম বিশ্বকাপ ক্রিকেটে একমাত্র খেলোয়ার কাম কোচ - **নামিবিয়ার কোচ লেনি লুই**।
- অষ্টম বিশ্বকাপ কোন খেলোয়ার দুটি ভিন্ন রেকর্ড করেন - **নামিবিয়ার বোলার রুডি ফনফুরেন। তিনি নামিবিয়ার হয়ে বিশ্বকাপ ক্রিকেট ও নামিবিয়ার হয়ে রাগবি ওয়ার্ল্ড কাপে অংশ নিয়ে এক অসাধারণ রেকর্ড করেন**।
- প্রথম রঙিন পোশাকে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয় - **১৯৯২ সালে**।
- বিশ্বকাপে সর্বপ্রথম বলটি করেন- **ভারতের মদন লাল (লর্ডসে) ১৯৭৫ সালে**।
- বিশ্বকাপে প্রথম বলটি খেলেন- **ইংল্যান্ডের জনজেমসন (লর্ডসে) ১৯৭৫ সালে**।
- বিশ্বকাপে প্রথম খেলায় অংশগ্রহণ করে- **ভারত বনাম ইংল্যান্ড ১৯৭৫ সালে**।
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে প্রথম জয়ী দল- **ইংল্যান্ড**।
- প্রথম বিশ্বকাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়- **ওয়েস্ট ইন্ডিজ**।
- বিশ্বকাপে প্রথম শতরান করেন- **ইংল্যান্ডের ডেনিস অ্যামিস (লর্ডসে)** ১৯৭৫ সালে ভারতের বিপক্ষে- **উদ্বোধনী ম্যাচ (১৩৭ রান)**।
- বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বেশি বয়সে অভিষেক হওয়া খেলোয়াড়- **ইংল্যান্ডের জন প্রিঙ্গল**।

বিশ্বকাপ ক্রিকেট- ২০১১

- ☑ চ্যাম্পিয়ন দেশ- ভারত।
- ☑ রানার্স আপ দেশ- শ্রীলংকা।
- ☑ চ্যাম্পিয়ন দেশ- ভারত।
- ☑ রানার্স আপ দেশ- শ্রীলংকা।
- ☑ বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০১১ এর মোট ম্যাচ–৪৯টি।
- ☑ বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০১১ এর ম্যাচ টাই হয়–১টি।
- ☑ বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০১১ তে ম্যাচ পরিত্যাক্ত–১টি।
- ☑ বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০১১ তে মোট রান–২১,৩৩৩
- ☑ বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০১১ তে মোট চার–১৯০২টি
- ☑ বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০১১ তে মোট ছক্কা–২৫৮টি।
- ☑ বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০১১ তে সেঞ্চুরি জুটি- ৩৮টি।
- ☑ বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০১১ তে মোট সেঞ্চুরি–২৪টি।
- ☑ ইনিংসে ৪ উইকেট বা তার চেয়ে বেশি–৩৪ বার।
- ☑ সর্বোচ্চ দলীয় রান–৩৭০/৪; ভারত, বিপক্ষ বাংলাদেশ।
- ☑ সর্বনিম্ন দলীয় রান: ৫৮, বাংলাদেশ বিপক্ষ ওয়েস্টইন্ডিজ।
- ☑ বড় রানের ব্যবধানে হার: ২৩১ রানে, দ.আফ্রিকা; বিপক্ষ নেদারল্যান্ডস।
- ☑ উইকেটের ব্যবধান: ১০ উইকেটে: কেনিয়া ও জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে নিউজিল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপেক্ষ পাকিস্তান এবং ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শ্রীলংকা
- ☑ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ছোট জয়– ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা (৬ রানের ব্যবধানে)
- ☑ এক ম্যাচে সর্বাধিক রান–৬৭৬, ভারত-ইংল্যান্ড।
- ☑ এক ইনিংসে সর্বাধিক অতিরিক্ত রান–৪৬, পাকিস্তানের বিপক্ষে কেনিয়ার দেয়া রান।
- ☑ সর্বাধিক ম্যান অব দ্য ম্যাচ: ৪ বার, যুবরাজ সিং (ভারত)।

ব্যাটিং

- ☑ ইনিংসে সর্বোচ্চ স্কোর; ১৭৫ শেবাগ (ভারত), বিপক্ষ বাংলাদেশ।
- ☑ সর্বোচ্চ গড়–৯৩, কুমার সাঙ্গাকারা (শ্রীলংকা);
- ☑ মোট সেঞ্চুরি–৪টি (১৮ জন)। ২টি করে সেঞ্চুরি করেছেন ৬ জন [মাহেলা জয়াবর্ধানে, উপুল থারাঙ্গা ও তিলকারত্নে দিলশান (শ্রীলংকা); শচীন টেন্ডুলকার (ভারত); এ বি ডি ভিলিয়ার্স (দ. আফ্রিকা) এবং রায়ান ডয়েসকয়েট (নেদারল্যান্ডস।]
- ☑ শূন্য রানে আউট: ৩ বার করে স্যাম এনগোচে (কেনিয়া) ও শফিউল ইসলাম (বাংলাদেশ)
- ☑ সর্বাধিক ছক্কা–১৪টি, রস টেইলর (নিউজিল্যান্ড); বিপক্ষ পাকিস্তান
- ☑ চার–ছক্কায় এক ইনিংসের সর্বোচ্চ রান: কেভিন ও ব্রায়ান (আয়ারল্যান্ড)। ১১৩ রানের মধ্যে ৮৮ রান (১৩টি চার ও ৬টি ছক্কা); বিপক্ষ ইংল্যান্ড

- ☑ ইনিংসে সর্বোচ্চ স্ট্রাইক রেট–৩৮৭.৫০ (৬ বলে ৩১ রান) জেমস ফ্রাঙ্কলিন (নিউজিল্যান্ড); বিপক্ষ কানাডা
- ☑ সর্বোচ্চ রানের পার্টরারশিপ; ২৮২ (প্রথম উইকেট জুটিতে), উপুল থারাঙ্গা-তিলকারত্নে দিলশান (শ্রীলংকা); বিপক্ষ জিম্বাবুয়ে।

বোলিং

- ☑ সর্বাধিক উইকেট– ৮ ম্যাচে ২১ উইকেট, শহীদ আফ্রিদি (পাকিস্তান) এবং ৯ ম্যাচে ২১ উইকেট, জহির খান (ভারত)
- ☑ সেরা বোলিং (এক ইনিংগে.–৬/২৭, কেমার রোচ (ওয়েস্ট ইন্ডিজ); বিপক্ষ নেদারল্যান্ড
- ☑ সেরা বোলিং গড়- ১০.৭১ (কমপক্ষে ১০ উইকেটে নেয়া বোলারের মধ্যে); ইমরান তাহির (দ.আফ্রিকা)
- ☑ সেরা ইকোনমি রেট- ৩.১৪ (কমপক্ষে ২০ ওভার বোলিং করা বোলারের মধ্যে); অজন্তা মেন্ডিস (শ্রীলংকা)
- ☑ সেরা স্ট্রাইক রেট (উইকেট প্রতি বল) ১৬.৯ (কমপক্ষে ১০ উইকেট নেয়া বোলারের মধ্যে); ইমরান তাহির (দ. আফ্রিকা)
- ☑ সর্বাধিক চার ও ততোধিক উইকেট- ৪ বার; শহীদ আফ্রিদি (পাকিস্তান)
- ☑ ইনিংসের সেরা ইকোনোমি- ১.৬০; পাকিস্তানের মোহাম্মদ হাফিজ (১০ ওভারে ১৬ রান); বিপক্ষ ও.ইন্ডিজ এবং বাংলাদেশের শফিউর ইসলাম (৯.২ ওভারে ১৫ রান); বিপক্ষ নেদারল্যান্ডস।
- ☑ ইনিসংসে ৫ উইকেট শিকার- ৯ বার (৮ জন); এর মধ্যে শহীদ আফ্রিদি (পাকিস্তান) ২ বার এ কৃতিত্ব অর্জন করেন।
- ☑ ইনিংসে দেয়া সর্বোচ্চ রান–৯.৫ ওভারে ৯১ রান, জেমস অ্যান্ডারসন (ইংল্যান্ড); বিপক্ষ ভারত
- ☑ বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০১১ তে হ্যাটট্রিক– ২টি;কেমার রোচ (ওয়েস্ট ইন্ডিজ) বিপক্ষ নেদারল্যান্ড ও লাসিথ মালিঙ্গা (শ্রীলংকা) বিপক্ষ কেনিয়া।

উইকেট কিপিং

- ☑ সর্বোচ্চ ডিসমিসাল: ৯ ম্যাচে ১৪টি (১০টি ক্যাচ ও ৪টি স্টাম্পিং); কুমার সাঙ্গাকারা (শ্রীলংকা)।
- ☑ এক ম্যাচে সর্বোচ্চ ডিসমিসাল: ৪টি করে ৪ জন; কুমার সাঙ্গাকারা (শ্রীলংকা), ব্রাড হাডিন (অস্ট্রেলিয়া), ম্যাট প্রায়র (ইংল্যান্ড) এবং মারউইক ভ্যান উইক (দ. আফ্রিকা)

ফিল্ডিং

- ☑ সর্বোচ্চ ক্যাচ–৯ ম্যাচে ৮টি: মাহেলা জয়াবর্ধানে (শ্রীলংকা)
- ☑ এক ম্যাচে সর্বোচ্চ ক্যাচ–৩টি করে ৪ জন–এল্টন চিগুম্বরা (জিম্বাবুয়ে), নিকোলাস কারভেজি (নেদারল্যান্ডগ., জহির খান (ভারত), রস টেইলর (নিউজিল্যান্ড)
- ☑ সর্বোচ্চ ওয়ানডে ম্যাচ খেলা খেলোয়াড়: শচীন টেন্ডুলকার: (ভারত); আগে রেকর্ডের অংশীদার ছিল সনাথ জয়াসুরিয়া (শ্রীলংকা)।

বদলে যাওয়া রেকর্ডসমূহ

- ☑ সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়–৩২৯/৭ আয়ারল্যান্ড; ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। আগের রিকর্ডটি ৩১৭/৭ শ্রীলংকা; বিপক্ষ জিম্বাবুয়ে।
- ☑ এক ম্যাচে সর্বোচ্চ রান; ৬৭৬ রান; ভারত-ইংল্যান্ড। সর্বাধিক পরাজয়: ৩৭টি জিম্বাবুয়ের; আগে ছিল ৩৩টি।
- ☑ একটানা জয়–২৫টি অস্ট্রেলিয়া; আগে ছিল ২৩টি।
- ☑ সর্বোচ্চ রান: ৪৫ ম্যাচে ২২৭৮ রান, শচীন টেন্ডুলকার (ভারত), আগে ছিল ৩৬ ম্যাচে ১৭৯৬ রান।
- ☑ দ্রুততম সেঞ্চুরি–৫০ বলে কেভিন ও' ব্রায়ান; বিপক্ষ ইংল্যান্ড। এর আগের রেকর্ড ছিল অস্ট্রেলিয়ার ম্যাথু হেইডেন; দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ৬৬ বলে।
- ☑ সর্বাধিক সেঞ্চুরি; ৬টি, শচীন টেন্ডুলকার (ভারত)।

বিশ্বকাপ আসরের সেরা:

- ☑ সর্বাধিক ৫০ বা তদূর্ধ্ব রানের ইনিংস: শচীন টেন্ডুলকার; ২১টি। সর্বাধিক ছক্কা: ৩১টি, রিকি পন্টিং (অস্ট্রেলিয়া); এর আগে ছিল ২৮টি, হার্শেল গিবস (দ আফ্রিকা)।
- ☑ সর্বোচ্চ জুটি: প্রথম উইকেটে শ্রীলংকার উপুল থারাঙ্গা ও তিকারত্নে দিলশান ২৮২ রানের এবং ষষ্ঠ উইকেটে আয়ারল্যান্ডের কেভিন ও 'ব্রায়ান ও অ্যালেক্স কুসাক ১৬২ রানের নতুন বিশ্বকাপ রেকর্ড গড়েন।
- ☑ প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপে দুটি হ্যাটট্রিক করেন ল্যাসিথ মালিঙ্গা (শ্রীলংকা)।
- ☑ সর্বাধিক ক্যাচ (ফিল্ডার); ৪৬ ম্যাচে ২৮টি; রিকি পন্টিং (অস্ট্রেলিয়া)।
- ☑ সর্বকনিষ্ট খেলোয়াড়- নীতিশ কুমার (কানাডা)।

এক নজরে বিশ্বকাপ ক্রিকেট

বিশ্বকাপ	সাল	ভেন্যু	চ্যাম্পিয়ন	রানার্স আপ
প্রথম বিশ্বকাপ	১৯৭৫	ইংল্যান্ড	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	অস্ট্রেলিয়া
দ্বিতীয় বিশ্বকাপ	১৯৭৯	ইংল্যান্ড	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	অস্ট্রেলিয়া
তৃতীয় বিশ্বকাপ	১৯৮৩	ইংল্যান্ড	ভারত	ওয়েস্ট ইন্ডিজ
চতুর্থ বিশ্বকাপ	১৯৮৭	ভারত ও পাকিস্তান	অস্ট্রেলিয়া	ইংল্যান্ড

বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত যেকোন সাধারণ জ্ঞানের PDF শীট ডাউনলোড করতে
ভিজিট করো ► www.courstika.com

পঞ্চম বিশ্বকাপ	১৯৯২	অস্ট্রেলিয়া	পাকিস্তান	ইংল্যান্ড
ষষ্ঠ বিশ্বকাপ	১৯৯৬	পাকিস্তান, ভারত ও শ্রীলংকা	শ্রীলংকা	অস্ট্রেলিয়া
সপ্তম বিশ্বকাপ	১৯৯৯	ইংল্যান্ড	অস্ট্রেলিয়া	পাকিস্তান
অষ্টম বিশ্বকাপ	২০০৩	দক্ষিণ আফ্রিকা	অস্ট্রেলিয়া	ভারত
নবম বিশ্বকাপ	২০০৭	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	অস্ট্রেলিয়া	শ্রীলংকা
দশম বিশ্বকাপ	২০১১	বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা	ভারত	শ্রীলংকা

T-20 বিশ্বকাপ ক্রিকেট

- ✓ প্রথম স্বীকৃত টুয়েন্টি ২০ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়- **২০০৫ সালে (অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে)**।
- ✓ প্রথম টুয়েন্টি ২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেট অনুষ্ঠিত হয়- **১১-২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭, দক্ষিণ আফ্রিকা**।
- ✓ প্রথম টুয়েন্টি ২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের মাসকট - **১১-২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭, দক্ষিণ আফ্রিকা**।
- ✓ প্রথম টুয়েন্টি ২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের মাসকট **- ড. বিট**
- ✓ প্রথম টুয়েন্টি ২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের চ্যাম্পিয়ান **- ভারত (রানার্স আপ পাকিস্তান)**
- ✓ টুয়েন্টি ২০ বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয় – **২ বছর পর পর**
- ✓ আন্তর্জাতিক টুয়েন্টি ২০ ক্রিকেটে প্রথম সেঞ্চুরিয়ান - **ক্রিস গেইল** (২০০৭)
- ✓ আন্তর্জাতিক টুয়েন্টি ২০ ক্রিকেটে প্রথম হ্যাটট্রিককারী বোলার- **ব্রেটে লি** (২০০৭)
- ✓ তৃতীয় টুয়েন্টি ২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের চ্যাম্পিয়ান - **ইংল্যান্ড (রানার্স আপ অস্ট্রেলিয়া)**
- ✓ টুয়েন্টি ২০ বিশ্বকাপে ক্রিকেটের সর্বাধিক রানের অধিকারী - **মাহেলা জয়াবর্ধনে (শ্রীলংকা)**
- ✓ টুয়েন্টি ২০ বিশ্বকাপে ক্রিকেটের সর্বাধিক উইকেট শিকারি **- শহীদ আফ্রিদি (পাকিস্তান)**

T20 বিশ্বকাপ : রোল অব অনার

সাল	স্থান	চ্যাম্পিয়ান	রানার্স-আপ
২০০৭	দক্ষিণ আফ্রিকা	ভারত	পাকিস্তান
২০০৯	ইংল্যান্ড	পাকিস্তান	শ্রীলংকা
২০১০	ওয়েস্ট ইন্ডিজ	ইংল্যান্ড	অস্ট্রেলিয়া
২০১২	শ্রীলংকা	-	-
২০১৪	বাংলাদেশ	-	-

T-20 বিশ্বকাপ ২০১০

- ✓ ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠিত হয়- **T-20 বিশ্বকাপ (তৃতীয় আসর)**
- ✓ এতে অংশগ্রহণ করে- **১২-টি দল**
- ✓ প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করে- **আফগানিস্তান**
- ✓ চ্যাম্পিয়ান দল- **ইংল্যান্ড এবং রানার্স-আপ অস্ট্রেলিয়া**
- ✓ সর্বোচ্চ দলীয় রান- **শ্রীলংকা; ২৬০/৬ (২০০৭); বিপক্ষ কেনিয়া**
- ✓ সর্বনিম্ন দলীয় রান- **আয়ারল্যান্ড ৬৮/১০ (২০১০); বিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ**
- ✓ সর্বোচ্চ ব্যবধানে জয়- **শ্রীলংকা ১৭২ রানে (২০০৭); বিপক্ষ কেনিয়া**
- ✓ সর্বাধিক ব্যক্তিগত রান- **মাহেলা জয়াবর্ধনে (শ্রীলংকা; ১৮ ম্যাচে ৬১৫ রান (২০০৭-২০১০)**
- ✓ এক টুর্নামেন্টে সর্বাধিক রান- **তিলকারত্নে দিলশান (শ্রীলংকা); ৭ ম্যাচে ৩১৭ রান; ২০০৯**
- ✓ সর্বাধিক ব্যক্তিগত রান (এক ইনিংগে.- **ক্রিস গেইল (ওয়েস্ট ইন্ডিজ); ১১৭* (৫৭ বলে)**
- ✓ সেরা বোলিং- **উমর গুল (পাকিস্তান); ৫/৬* বিপক্ষ নিউজিল্যান্ড**
- ✓ সর্বাধিক উইকেট- **শহীদ আফ্রিদি (পাকিস্তান); ২০ ম্যাচে ২৭টি (২০০৭-২০১০)**
- ✓ এক টুর্নামেন্টে সর্বাধিক উইকেট- **ডার্ক ন্যানেস (অস্ট্রেলিয়া); ৭ ম্যাচে ১৪টি**
- ✓ সর্বাধিক শিকার (উইকেট রক্ষক)- **কামরান আকমল (পাকিস্তান); ২০ ম্যাচে ২০টি**
- ✓ সর্বাধিক ক্যাচ (ফিল্ডার)-**এবি ডি ভিলিয়ার্স(দ.আফ্রিকা); ১৬ ম্যাচে ১৬টি**
- ✓ সর্বাধিক ম্যাচ খেলা খেলোয়াড়- **৩ জন; পাকিস্তানের কামরান আকমল, মিসবাহ-উল-হক ও শহীদ আফ্রিদি; ২০টি(২০০৭-২০১০)**

বাংলাদেশ ক্রিকেট

তথ্যপ্রবাহ.........

- ➤ বাংলাদেশ ওয়ানডে স্ট্যাটাস লাভ করে- **১৫ জুন, ১৯৯৭**।
- ➤ বাংলাদেশ টেস্ট স্ট্যাটাস লাভ করে- **২৬ জুন, ২০০০**।
- ➤ বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলে - **ভারতের সাথে**।
- ➤ বাংলাদেশ প্রথম টেস্ট খেলে- **বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে** (২০০০ সালে)।
- ➤ ওয়ানডে এবং টেস্টে সর্বাধিক রান সংগ্রহকারী- **হাবিবুল বাশার**।
- ➤ বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ টেস্ট সেঞ্চুরিয়ান- **মোহাম্মদ আশরাফুল (বাংলাদেশ)**।
- ➤ বাংলাদেশের টেস্ট হ্যাটট্রিককারী বোলার- **অলক কাপালি** (৩২ তম)।

- একদিনের আন্ড়র্জাতিক ক্রিকেটের ইতিহাসের বাংলাদেশের একমাত্র হ্যাটট্রিককারী বোলার- **মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন (২১ তম)।**
- বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজে জয়ী হয়- **জিম্বাবুয়ের বির“দ্ধে।**
- বাংলাদেশের সফল বোলার- **মোহাম্মদ রফিক।**
- বাংলাদেশ ক্রিকেটের বর্তমান কোচ- **জিমি সিডন্স (অস্ট্রেলিয়া)।**
- টেস্টে এক ইনিংসে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রানের অধিকারী- **মোহাম্মদ আশরাফুল (১৫৮ রান)।**
- বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট অধিনায়ক- **নাইমুর রহমান দুর্জয়।**
- ওয়ান ডে ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ দলীয় স্কোর- **৩০১ রান (কেনিয়ার বির“দ্ধে)।**
- টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ দলীয় ইনিংস- **৪৮৮ রান (জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে)।**

T-20 বিশ্বকাপে বাংলাদেশ

- ✓ সর্বোচ্চ রান- **১৬৫/৪ (১৮ ওভার); বিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ; জোহানেসবার্গ; ২০০৭**
- ✓ সর্বনিম্ন রান- **৮৩/১০ (১৫.৫ ওভার) বিপক্ষ শ্রীলংকা; জোহানেসবার্গ; ২০০৭**
- ✓ ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ- **৭১, জুনায়েদ সিদ্দিকী; বিপক্ষ পাকিস্ড়ান; কেপটাউন; ২০০৭**
- ✓ সেরা বোলিং- **৪/৩৪ সাকিব আল হাসান; বিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জোহানেসবার্গ; ২০০৭**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নাবলী

০১। এখন পর্যন্ড় কতজন বাংলাদেশী দাবায় গ্রান্ডমাস্টার খেতাব অর্জন করেছেন? (ঢাবি-খ' ০৭-০৮)
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

০২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন- (ঢাবি-খ' ০৭-০৮)
ক. জগদীশচন্দ্র বসু খ. আনন্দমোহন বসু
গ. বুদ্ধদেব বসুঘ. সত্যেন্দ্রনাথ বসু

০৩। ঢাকা বিশ্বদিব্যালয়ের কোন প্রাক্তন উপাচার্য ভারতের এক প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির ভাই? (ঢাবি-খ' ০৭-০৮)
ক. ড. মাহমুদ হোসেন
খ. স্যার এ. এফ. রহমান
গ. ড. আর. সি. মজুমদার
ঘ. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী

০৪। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য -(ঢাবি-ঘ' ০৭-০৮)
ক. স্যার এ এফ রহমান খ. পিজে হার্টগ
গ. উইলিয়াম জোনস ঘ. জি এইচ ল্যাংলি

০৫। ২০১১ সালে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে - (ঢাবি-ঘ' ০৭-০৮)
ক. ভারতে খ. পাকিস্ড়ানে
গ. শ্রীলংকায় ঘ. বাংলাদেশে

০৬। বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন - (ঢাবি-ঘ' ০৬-০৭)
ক. মফিজউদ্দিন কমিশন খ. শামসুল হক কমিশন
গ. মাজেদ খান কমিশন ঘ. কুদরত-ই-খুদা কমিশন

০৭। বাংলাদেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয় - (ঢাবি-খ' ০৫-০৬)
ক. ১৯৯২ সালে খ. ১৯৯১ সালে
গ. ১৯৯০ সালে ঘ. ১৯৮৯ সালে

০৮। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত কমিশনের নাম- (ঢাবি-ঘ' ০৫-০৬)
ক. নাথান কমিশন খ. খুদা কমিশন
গ. ম্যাকলে কমিশন ঘ. মেটকাফ কমিশন

০৯। বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান কে ছিলেন? (ঢাবি-ঘ' ০৩-০৪)
ক. ডক্টর আব্দুল মজিদ খান খ. ডক্টর কুদরত-ই-খুদা
গ. ডক্টর মফিজউদ্দিন ঘ. প্রফেসর এম. শামসুল হক

১০। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান উপাচার্য কে ছিলেন? (ঢাবি-ঘ' ০৩-০৪)
ক. ডক্টর ওসমান গণি
খ. ডক্টর মাহমুদ হাসান
গ. ডক্টর মোযাজ্জেম হোসেন
ঘ. স্যার এ. এফ. রহমান

১১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন - (ঢাবি-খ' ০২-০৩)
ক. আর সি মজুমদার খ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
গ. বুদ্ধদেব বসু ঘ. ড. মুহম্মদ শহীদুল- াহ

১২। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? (ঢাবি-ঘ' ০০-০১)
ক. ১৯১৮ সালে খ. ১৯২১ সালে
গ. ১৯২৩ সালে ঘ. ১৯২৫ সালে

১৩। একদিনের আন্ড়র্জাতিক ক্রিকেটে কোন বোলার সর্বাধিক উইকেট লাভ করেছেন? (চবি খ-২০০২-২০০৩)
ক. কপিল দেব খ. ওয়াসিম আকরাম
গ. ব্রেট লী ঘ. উক্ত তিনজনের কেউ নন

১৪। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. ঢাকা খ. রাজধানী
গ. ময়মনসিংহ ঘ. বগুড়া

১৫। আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন কে করেছেন? (ঢাবি-ঘ' ৯৮-৯৯)
ক. রাজা রামমোহন রায় খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

courstika

গ. স্যার সৈয়দ আহমেদ ঘ. লর্ড মেকলে

১৬। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোন সালে প্রতিষ্ঠিত? (ঢাবি-ঘ' ৯৮-৯৯)
ক. ১৯০৫ সালে খ. ১৯১১ সালে
গ. ১৯১৬ সালে ঘ. ১৯২১ সালে

১৭। কোন দিনটি বাংলাদেশের জাতীয় শিশু দিবস হিসাবে পরিচিত? (ঢাবি-ঘ' ৯৭-৯৮)
ক. ১১ জানুয়ারি খ. ৭ নভেম্বর
গ. ২৬ মার্চ ঘ. ১৭ মার্চ

১৮। বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ইতিহাসে দ্রুততম সেঞ্চুরি কার? (চবি ৬-০২-০৩)
ক. ভিভ রিচার্ডস খ. জন ডেভিসন
গ. শচীন টেন্ডুলকার ঘ. শহীদ আফ্রিদি

১৯। বাংলাদেশে বর্তমান শিক্ষার হার কত? (ঢাবি-ঘ' ৯৭-৯৮)
ক. ৪২.৬% ভাগ খ. ৩৮.০% ভাগ
গ. ৩২.৬% ভাগ ঘ. ৩৬.০% ভাগ
* সঠিক উত্তর : অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১১ অনুসারে।

২০। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য কে? (ঢাবি-ঘ' ৯৭-৯৮)
ক. এ. এফ. রহমান খ. পি. জে. হার্টস
গ. হামিদুর রহমান ঘ. এম. ও. গণি

২১। বাংলাদেশে শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবসটি কত তারিখে পালিত হয়? (ঢাবি-ঘ' ৯৬-৯৭)
ক. ১৪ ডিসেম্বর খ. ২৫ মার্চ
গ. ১৫ ডিসেম্বর ঘ. ২১ ফেব্রুয়ারি

২২। ২০০৬ সালে সঙ্গীতে একুশে পদকপ্রাপ্ত ব্যক্তি - (ঢাবি-খ' ০৬-০৭)
ক. বশির আহমেদ খ. ফেরদৌসী বেগম
গ. মাহমুদুন্নবী ঘ. আনোয়ারউদ্দিন খান

২৩। বিটিআরসি-র পুরো নাম - (ঢাবি-খ' ০৬-০৭)
ক. বাংলাদেশ টোব্যাকো রেগুলেটরি কমিটি
খ. বাংলাদেশ টেলিকম রেগুলেটরি কমিশন
গ. ব্রিটিশ টেলিফোন রিসিভিং কাউন্সিল
ঘ. বাংলাদেশ টেলিফোন রেগুলেটরি কমিটি

২৪। টেস্ট ক্রিকেটে ইনজামাম উল হক পাকিস্তানের পক্ষে কার সর্বমোট রানের রেকর্ড ভাঙতে ব্যর্থ হয়েছেন? (ঢাবি ঘ'০৭-০৮)
ক. জাভেদ মিয়াঁদাদ খ. শোয়েব মালিক
গ. জাহির আব্বাস ঘ. ইমরান খান

২৫। বাংলাদেশের কোন বিজ্ঞানী "কলিঙ্গ" পুরস্কার লাভ করেন? (ঢাবি-ঘ' ০৪-০৫)
ক. স্যার জগদীশচন্দ্র বসু
খ. ড. আব্দুল- াহ আল-মুতী শরফুদ্দীন
গ. ড. কুদরত-ই-খুদা ঘ. ড. জামিলুর রেজা চৌধুরী

২৬। বাংলাদেশের কোন বোলার টেস্ট ক্রিকেটে হ্যাট্রিক করেন? (ঢাবি-ঘ' ০৩-০৪)
ক. তুষার ইমরান খ. মাশরাফী-বিন-মর্তুজা
গ. অলক কাপালী ঘ. মোহাম্মদ রফিক

২৭। কোন অলিম্পিক গেম্‌সে বাংলাদেশ প্রথম অংশগ্রহণ করে? (ঢাবি-ঘ' ০৩-০৪)
ক. লস এঞ্জেলেস খ. আটলান্টা
গ. মস্কো ঘ. মেক্সিকো সিটি

২৮। বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেট টেস্ট দলের অধিনায়ক কে ছিলেন? (ঢাবি-ঙ' ০৩-০৪)
ক. আমিনুল ইসলাম খ. নাঈমুর রহমান
গ. আকরাম খান ঘ. খালেদ মাহমুদ

২৯। কান চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলাদেশী ছায়াছবি- (ঢাবি-খ' ০২-০৩)
ক. লালসালু খ. সূর্যদীঘল বাড়ী
গ. দীপু নম্বর টু ঘ. মাটির ময়না

৩০। BIDS বোঝায় - (ঢাবি-খ' ০২-০৩)
ক. বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান
খ. বাংলাদেশ বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান
গ. বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সার্ভিস
ঘ. বাংলাদেশ সেচ উন্নয়ন খাত

৩১। কোন বাংলাদেশী স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র সপ্তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছেন?
ক. কালিঘর খ. ঠিকানা
গ. পরবাসী মন আমার ঘ. বিহঙ্গ

৩২। ২০০১ সালে কোন প্রতিষ্ঠানটি বিল গেটস্‌ পদক অর্জন করে? (ঢাবি-ঘ' ০১-০২)
ক. আইসিডিডি আরবি খ. এটমিক এ্যানার্জি কমিশন
গ. বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
ঘ. বিসিএসআইআর

৩৩। আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত বাংলাদেশের ছায়াছবি- (ঢাবি-খ' ৯৬-৯৭)
ক. জীবন থেকে নেয়া খ. সূর্যদীঘল বাড়ী
গ. মুক্তির গান ঘ. সূর্য গ্রহণ

৩৪। বাংলাদেশের সর্বপ্রথম জাদুঘর কোনটি? (ঢাবি-ঘ' ০৪-০৫)
ক. সোনারগাঁ জাদুঘর খ. বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর
গ. জাতীয় জাদুঘর ঘ. মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘর

৩৫। বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর কোথায় অবস্থিত? (ঢাবি-ঘ' ০২-০৩)
ক. শাহবাগে খ. সোনারগাঁয়ে
গ. চট্টগ্রামে ঘ. কুষ্টিয়ায়

৩৬। বাংলাদেশের জাতীয় ফল কি? (ঢাবি-ঘ' ০৩-০৪)
ক. আম খ. কলা
গ. কাঁঠাল ঘ. লিচু

বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত যেকোন সাধারণ জ্ঞানের PDF শীট ডাউনলোড করতে ভিজিট করো ► www.courstika.com

৩৭। বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠানটি মাইক্রো ক্রেডিট সম্মেলনের উদ্যোক্তা? (চবি খ' ০৬-০৭)
ক. চার্টার্ড ব্যাংক খ. ন্যাশনাল ব্যাংক
গ. গ্রামীণ ব্যাংক ঘ. এবি ব্যাংক
ঙ.অগ্রণী ব্যাংক

৩৮। এদের মধ্যে কে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন না? (চবি খ' ০৩-০৪)
ক. এ. আর. মলি- ক খ. মোহাম্মদ আলী
গ. আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন
ঘ. সৈয়দ আলী আহসান

৩৯। সিউনী অলিম্পিক'এ দ্র ততম মানবী কে? (ঢাবি খ- ২০০০-২০০১)
ক. ক্যারল কুপার খ. ক্যাথি ফ্রিম্যান
গ. সি কুপার ঘ. ম্যারিয়ান জোন্স

৪০। ২০১০ সালে এশিয়ার কোন দেশটি কমনওয়েলথ গেমসের আয়োজক হবার গৌরব অর্জন করে? (চবি খ'০৫-০৬)
ক. ভারত খ. চীন গ. জাপান
ঘ. দক্ষিণ কোরিয়া ঙ. নেপাল

৪১। 'ডেভিস কাপ' কোন খেলার সঙ্গে সম্পর্কিত? (চবি ঘ- ২০০৬-২০০৭)
ক. ফুটবল খ. ক্রিকেট গ. গলফ
ঘ. লন টেনিস ঙ. মুষ্টিযুদ্ধ

৪২। ২০০৮ সালে অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয়েছে- (ঢাবি ঘ' ০৫-০৬)
ক. সিউলে খ. আমস্টারড্যামে
গ. বেইজিংয়ে ঘ. মিউনিখে

৪৩। ২০০৮ সালের অলিম্পিক কোন দেশে অনুষ্ঠিত হয়? (ঢাবি খ'০৩-০৪)
ক. গ্রীস খ. ইংল্যান্ড গ. চীন ঘ. ডেনমার্ক

৪৪। ২০০৫ ফিফার বর্ষসেরা ফুটবলার ...(ঢাবি খ' ০৫-০৬)
ক. জিদান খ. বেকহাম
গ. রোনাল্ডো ঘ. রোনালদিনহো

৪৫। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গতির বলটি করেন কোন ফার্স্ট বোলার? (ঢাবি খ' ৯৯-০০)
ক. মাইকেল হোল্ডিং খ. জেফ থমসন
গ. শোয়েব আখতার ঘ. ব্রেট লী

৪৬। অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটদল কতবার চ্যাম্পিয়নস ট্রফি অর্জন করল? (ঢাবি খ- ২০০৫-২০০৬)
ক. একবার খ. দুইবার গ. তিনবার ঘ. চারবার

৪৭। একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ১১,০০০ রান সংগ্রহকারী দ্বিতীয় ব্যক্তি? (ঢাবি খ' ০৫-০৬)
ক. ইনজামামুল হক খ.শচিন টেন্ডুলকার
গ. ব্রায়ান লারা ঘ. এ্যালান বোর্ডার

উত্তরমালা

১	গ	২	ঘ	৩	গ	৪	খ	৫	ঘ
৬	ঘ	৭	গ	৮	ক	৯	খ	১০	ঘ
১১	ক	১২	খ	১৩	ঘ	১৪	গ	১৫	গ
১৬	ঘ	১৭	ঘ	১৮	ঘ	১৯	*	২০	খ
২১	ক	২২	ঘ	২৩	খ	২৪	ক	২৫	খ
২৬	গ	২৭	ক	২৮	খ	২৯	ঘ	৩০	ক
৩১	ক	৩২	ক	৩৩	খ	৩৪	খ	৩৫	খ
৩৬	গ	৩৭	গ	৩৮	ক	৩৯	ঘ	৪০	ক
৪১	ঘ	৪২	গ	৪৩	গ	৪৪	ঘ	৪৫	গ
৪৬	ক	৪৭	ক						

আগে নিজে চেষ্টা কর, পরে সঠিক উত্তর জেনে নাও

০১। বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর কোথায় অবস্থিত?
ক. ঢাকা খ. ময়নামতি গ. রাজশাহী ঘ. সোনার গাঁ

০২। বাকল্যান্ড বাঁধ কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
ক. শীতলক্ষ্যা খ. বুড়িগঙ্গা গ. মেঘনা ঘ. যমুনা

০৩। বাংলাদেশের কোথায় ফিসারী ইনস্টিটিউট অবস্থিত?
ক. চট্টগ্রাম খ. চাঁদপুর গ. খুলনা ঘ. সবগুলোই

০৪। 'মহাস্থানগড়' কোথায় অবস্থিত?
ক. যশোর খ. খুলনা গ. চট্টগ্রাম ঘ. বগুড়া

০৫। জাতীয় স্মৃতিসৌধের ফলক কতটি?
ক. ৭ টি খ. ৯ টি গ. ২৩ টি ঘ. ১১ টি

০৬। লালবাগ দুর্গের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেন কে?
ক. মীর জুমলা খ. শায়েস্ড়া খান
গ. মুর্শিদকুলি খান ঘ. ইসলাম খান

০৭। শালবন বিহার কোথায় অবস্থিত?
ক. ঢাকা খ. ময়মনসিংহ
গ. কুমিল- া ঘ. খুলনা

০৮। গ্রীমাণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা -
ক. ড. মুহাম্মদ ইউনুস খ. ড. মুহাম্মদ ইউসুফ
গ. ড. মুহাম্মদ কাদিরিয়া ঘ. ফজলে হাসান আবেদ

০৯। 'লালপুকুর' কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. রংপুর খ. কুমিল- া
গ. রাজশাহী ঘ. বরিশাল

১০। বাংলাদেশের বৃহত্তম নদী বন্দর কোনটি?
ক. নারায়নগঞ্জ খ. মংলা
গ. চালনা ঘ. চট্টগ্রাম

১১। বাংলাদেশের প্রধান পর্যটন কেন্দ্র কোনটি?
ক. রাঙ্গামাটি খ. ময়নামতি
গ. পাহাড়পুর ঘ. কক্সবাজার

১২। সাগর কন্যা বলা হয় -
ক. ভোলাকে খ. কক্সবাজারকে

গ. কুয়াকাটাকে ঘ. সবগুলোকেই

১৩। শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রধান প্রশাসনিক পদের নাম কি?
ক. সভাপতি খ. পরিচালক
গ. মহাপরিচালক ঘ. নির্বাহী পরিচালক

১৪। বাংলা একাডেমী কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৯৬৫ সালে খ. ১৯৭০ সালে
গ. ১৯৫৫ সালে ঘ. ১৯৫২ সালে

১৫। বাংলাদেশে নতুন নোট চালু করার ক্ষমতা আছে কার?
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের খ. সোনালী ব্যাংকের
গ. গভর্ণরের ঘ. অর্থমন্ত্রীর

১৬। বাংলাদেশে প্রথম নোট চালু হয় কবে?
ক. ৪ জুলাই, ১৯৭২ খ. ৪ মার্চ, ১৯৭২
গ. ৪ এপ্রিল, ১৯৭২ ঘ. ৪ মার্চ, ১৯৭১

১৭। মুক্তিযুদ্ধের সময় ১০নং সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন-
ক. কাজী নূরূজ্জামান খ. আব্দুল জলিল
গ. নিয়মিত কেউ ছিলেন না ঘ. মেজর শফিউল- াহ

১৮। বাংলাদেশের আয়ের সিংহভাগ আসে কোথা হতে?
ক. পোশাক শিল্প হতে খ. মৎস্য শিল্প হতে
গ. কর সংগ্রহ হতে ঘ. কৃষি খাত হতে

১৯। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ চিনিকল কোনটি?
ক. জয়পুরহাট চিনি কল খ. কুষ্টিয়া চিনিকল
গ. কের্ু এন্ড কোং লিঃ দর্শনা ঘ. ঠাকুরগাঁও

২০। BARD কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. বগুড়া খ. দিনাজপুর
গ. কুমিল- া ঘ. গাজীপুর

২১। জনবসতির ঘনত্ব সর্বাপেক্ষা কম কোন জেলায়?
ক. দিনাজপুর খ. ভোলা
গ. খাগড়াছড়ি ঘ. বান্দরবান

২২। বাংলাদেশের সর্বউত্তরের স্থান "বাংলাবান্ধা" কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
ক. মহানন্দা খ. করতোয়া
গ. পদ্মা ঘ. তিস্ড়া

২৩। বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওড় কোনটি?
ক. পাথরচাওলি খ. হাকালুকি
গ. রেউন ঘ. টাঙ্গুয়ার হাওড়

২৪। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ঐতিহ্যবাহী তীর্থস্থান "মহামুনি বিহার" কোথায় অবস্থিত?
ক. ময়নামতি খ. দিনাজপুর
গ. রাউজান ঘ. মহাস্থানগড়

২৫। বাংলাদেশের প্রথম সরকারি EPZ কোনটি?
ক. ঢাকা EPZ খ. কুমিল- া EPZ
গ. চট্টগ্রাম EPZ ঘ. ঈশ্বরদী EPZ

২৬। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ঋণদাতা গোষ্ঠী হচ্ছে -
ক. IMF খ. IDA গ. IDB ঘ. IFC

২৭। বিদেশী বিনিযোগকারীদের মধ্যে বাংলাদেশে বিনিয়োগকারী সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান কোনটি?
ক. ইয়ংওয়ান খ. ন্যামনাম
গ. অক্সিডেন্টাল ঘ. কেয়ার্ণ এনার্জি

২৮। ময়মনসিংহ জেলার "ত্রিশাল" কোন কবির বাল্য স্মৃতির জন্য বিখ্যাত?
ক. নজর্ুল ইসলাম খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গ. জসিম উদ্দিন ঘ. শামসুর রাহমান

২৯। জাতীয় সংগীত গাওয়ার সাথে সাথে প্রথম পতাকার উত্তোলন করা হয় ১৯৭১ সালের -
ক. ২ মার্চ খ. ৩ মার্চ গ. ৭ মার্চ ঘ. ২৩ মার্চ

৩০। বাংলাদেশে একমাত্র নোট ছাপাখানা সিকিউরিটি প্রেস চালু হয় কবে?
ক. ১৯৯৮ সালে খ. ১৯৮৯ সালে
গ. ১৯৮৭ সালে ঘ. ১৯৯০ সালে

৩১। বাজারে চালু কোন কোন নোটে অর্থসচিবের স্বাক্ষর আছে?
ক. ১ ও ২ টাকার নোটে খ. ১ ও ৫ টাকার নোটে
গ. ১ ও ১০ টাকার নোটে ঘ. ১ ও ৫০ টাকার নোটে

৩২। উপমহাদেশের সর্বপ্রথম মুদ্রা আইন কবে পাশ করা হয়?
ক. ১৮৩৫ সালে খ. ১৮৩৬ সালে
গ. ১৮৩৭ সালে ঘ. ১৮২০ সালে

৩৩। বাংলাদেশের সিকিউরিটি প্রেস থেকে ছাপানো প্রথম নোট কোনটি?
ক. ২০ টাকার নোট খ. ১০ টাকার নোট
গ. ৫০ টাকার নোট ঘ. ১০০ টাকার নোট

৩৪। বাংলাদেশের প্রচলিত নোটগুলির মধ্যে নিম্নের কোন নোটটি ব্যাংক নোট নয়?
ক. ২০ টাকার নোট খ. ১ টাকার নোট
গ. ৫ টাকার নোট ঘ. ১০ টাকার নোট

৩৫। বিশ্বব্যাংক কোন ধরণের ঋণ প্রদান করে?
ক. দীর্ঘমেয়াদি খ. স্বল্পমেয়াদি
গ. সর্বোচ্চ ৫০ বছরের ঘ. সর্বোচ্চ ২০ বছরের জন্য

৩৬। গ্রামীণ ব্যাংক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৯৮০ সালে খ. ১৯৮৩ সালে
গ. ১৯৯০ সালে ঘ. ১৯৭২ সালে

৩৭। কোন ব্যাংক বাংলাদেশের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীকে ঋণ দিয়ে দেশে বিদেশে সুনাম অর্জন করেছে?
ক. কৃষি ব্যাংক খ. গ্রামীণ ব্যাংক
গ. সমবায় ব্যাংক ঘ. ইসলামিক ব্যাংক

৩৮। ইসলামী শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক -
ক. ইসলামী ব্যাংক
খ. আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক
গ. সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক ঘ. সবগুলোই

৩৯। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোথায় প্রথম গ্রামীণ ব্যাংকের মডেল তৈরী করা হয়?

courstika

ক. নিউইয়র্কে খ. ওয়াশিংটনে
গ. ক্যালিফোর্নিয়ায় ঘ. ফ্লোরিডায়

৪০। পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ কোনটি?
ক. বাংলাদেশ খ. নেপাল
গ. ভূটান ঘ. মায়ানমার

৪১। আয়তনে বাংলাদেশের বড় জেলা কোনটি?
ক. রংপুর খ. খুলনা গ. ঢাকা ঘ. রাঙ্গামাটি

৪২। বাংলাদেশের শীতলতম মাস কোনটি?
ক. এপ্রিল খ. জানুয়ারি গ. মার্চ ঘ. ফেব্রুয়ারি

৪৩। "ঠাকুরগাঁও" কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
ক. কংশ খ. যমুনা গ. টাঙ্গন ঘ. সুরমা

৪৪। আণবিক কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৯৭১ সালে খ. ১৯৭২ সালে
গ. ১৯৭৯ সালে ঘ. ১৯৭৮ সালে

৪৫। "চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র" কোথায় অবস্থিত?
ক. চাঁদপুর খ. ফরিদপুর গ. ঢাকা ঘ. বাগেরহাট

৪৬। বাংলাদেশের একমাত্র মিউজিক কলেজটি কোথায় অবস্থিত?
ক. ঢাকা খ. বরিশাল গ. চট্টগ্রাম ঘ. খুলনা

৪৭। "উড়ির চর" কোথায় অবস্থিত?
ক. নোয়াখালী খ. লক্ষীপুর গ. রাজশাহী ঘ. ভোলা

৪৮। লালমাই পাহাড় কোথায় অবস্থিত?
ক. বরিশাল খ. কুমিল- া গ. নোয়াখালী
ঘ. ভোলা

৪৯। ঢাকা বিভাগে কতটি জেলা রয়েছে?
ক. ১৫ টি খ. ১৭ টি গ. ১১ টি ঘ. ১৬ টি

৫০। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়টি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৯৯২ সালে খ. ১৯৯৭ সালে
গ. ১৯৯৮ সালে ঘ. ২০০০ সালে

৫১। "Police" শব্দটি কোন ভাষা থেকে উৎপত্তি হয়েছে?
ক. চীনা খ. পর্তুগীজ গ. ইংরেজী ঘ. ইতালী

৫২। বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৯৭৯ সালে খ. ১৯৭৪ সালে
গ. ১৯৭৬ সালে ঘ. ১৯৭২ সালে

৫৩। উপমহাদেশে প্রথম কত সালে রেলগাড়ি চালু হয়?
ক. ১৮৫২ সালে খ. ১৮৫৪ সালে
গ. ১৮৫৩ সালে ঘ. ১৮৫৮ সালে

৫৪। ভৈরব ব্রীজ কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
ক. পদ্মা খ. কর্ণফুলী গ. যমুনা ঘ. মেঘনা

৫৫. "দেশ বার্তা" নামক বাংলা পত্রিকা কোন শহর থেকে প্রকাশিত হয়?
ক. প্যারিস খ. নিউইয়র্ক
গ. লন্ডন ঘ. মস্কো

৫৬। উপমহাদেশে প্রথম সবাক চলচ্চিত্রের নাম কি?
ক. পথের পাঁচালী খ. জামাই ষষ্ঠী
গ. আলী বাবা ও চলি- শ চোর ঘ. মুখ ও মুখোশ

৫৭। বরেন্দ্র যাদুঘর কোথায় অবস্থিত?
ক. বরিশাল খ. কুমিল- া
গ. রাজশাহী ঘ. ঢাকা

৫৮। "লালন যাদুঘর" কোথায় অবস্থিত?
ক. কুষ্টিয়া খ. বরিশাল গ. ঢাকা ঘ. কুমিল- া

৫৯। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৯৭১ সালে খ. ১৯৭৮ সালে
গ. ১৯৭৪ সালে ঘ. ১৯৭৬ সালে

৬০। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার কে?
ক. জহির রায়হান খ. আব্দুল জব্বার
গ. তানভীর মোকাম্মেল ঘ. মোরশেদুল ইসলাম

৬১। "সীতাকোট বিহার" কোথায় অবস্থিত?
ক. রংপুর খ. দিনাজপুর
গ. পিরোজপুর ঘ. নওগাঁ

৬২। "বাংলাবান্দা" স্থল বন্দরটি কোথায় অবস্থিত?
ক. পঞ্চগড় খ. লালমনিরহাট
গ. সাতক্ষীরা ঘ. কুমিল- া

৬৩। উপমহাদেশে প্রথম সবাক চলচ্চিত্র নির্মিত হয় কবে?
ক. ১৯৫১ সালে খ. ১৯৩১ সালে
গ. ১৯৫৬ সালে ঘ. ১৯৪৮ সালে

৬৪। বিভাগ অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি রয়েছে কোন বিভাগে?
ক. চট্টগ্রাম খ. ঢাকা গ. রাজশাহী ঘ. রংপুর

৬৫। "মাওয়া ফেরীঘাট" কোন নদীর তীরে অবস্থিত?
ক. যমুনা খ. পদ্মা গ. কর্ণফুলী ঘ. সুরমা

৬৬। চা উৎপাদনে বিশ্বের প্রথম দেশ কোনটি?
ক. ভারত খ. শ্রীলঙ্কা গ. নেপাল ঘ. ভূটান

৬৭। বাংলাদেশের কোন জেলায় তামাকে বেশি জন্মে?
ক. যশোর খ. রংপর গ. নবাবগঞ্জ ঘ. সিলেট

৬৮। "উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী" বনাঞ্চল কয়টি জেলায় করা হয়েছে?
ক. ৮ টি খ. ১০ টি গ. ১২ টি ঘ. ২৮ টি

৬৯। পেন্সিল তৈরি হয় কোন কাঠ দিয়ে?
ক. গেওয়া খ. ধুন্দল গ. গরান ঘ. সুন্দরী

৭০। বৃষ্টির পানিতে কোন ভিটামিন থাকে?
ক. ভিটামিন এ খ. ভিটামিন বি
গ. ভিটামিন সি ঘ. ভিটামিন ডি

৭১। "পোস্টাল একাডেমী" কোথায় অবস্থিত?
ক. রাজশাহী খ. রাঙ্গামাটি গ. দিনাজপুর ঘ. রংপুর

৭২। "যশোর" এর পূর্বনাম কি?
ক. জাহানাবাদ খ. খলিফাতাবাদ
গ. নদীয়া ঘ. শমসেরনগর

৭৩। "কুলাউড়া পাহাড়" কোথায় অবস্থিত?
ক. বান্দরবান খ. মৌলভী বাজার
গ. খাগড়াছড়ি ঘ. সিলেট

বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত যেকোন সাধারণ জ্ঞানের PDF শীট ডাউনলোড করতে
ভিজিট করো ▸ www.courstika.com

৭৪। বাংলাদেশের শিপিং কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় কোথায় অবস্থিত?
ক. ঢাকা খ. চট্টগ্রাম গ. দিনাজপুর ঘ. চাঁদপুর

৭৫। পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারটি কি নামে পরিচিত?
ক. সোমনাথপুর বিহার খ. সোমপুর বিহার
গ. কোটবাড়ী বিহার ঘ. জগন্নাথগঞ্জ বিহার

৭৬। আহসান মঞ্জিলকে কত সালে জাতীয় যাদুঘরে রূপান্ড়রিত করা হয়?
ক. ১৯৭২ সালে খ. ১৮৭২ সালে
গ. ১৯৮২ সালে ঘ. ১৯৯২ সালে

৭৭। Soft Loan Window নামে খ্যাত -
ক. IFC খ. IMF গ. IBRD ঘ. IDA

৭৮। বাংলাদেশের নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. চাঁদপুর খ. ফরিদপুর গ. ঢাকা ঘ. বরিশাল

৭৯। সত্য পীরের ভিটা কোথায় অবস্থিত?
ক. বগুড়া খ. নওগাঁ গ. কুমিল- া ঘ. দিনাজপুর

৮০। BARD কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৯৫০ সালে খ. ১৯৫৯ সালে
গ. ১৯৮৩ সালে ঘ. ১৯৮৫ সালে

৮১। বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর চালু হয় কবে?
ক. ১৯৯১ সালে খ. ১৯৯৩ সালে
গ. ১৯৯৫ সালে ঘ. ১৯৯৬ সালে

৮২। বাংলাদেশে স্কাউট প্রশিক্ষণের স্থায়ী কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
ক. পুটিয়া খ. সারদা গ. মৌচাক ঘ. বনানী

৮৩। বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত -
ক. পুঁজিবাদী খ. মিশ্র গ. সাম্যবাদী ঘ. ক + খ

৮৪। উত্তরা গণভবন বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?ক. রাজশাহী খ. দিনাজপুর গ. রংপুর ঘ. নাটোর

৮৫। বাংলা একাডেমী কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৯৫৫ সালে খ. ১৯৭৪ সালে
গ. ১৯৭৬ সালে ঘ. ১৯৭৭ সালে

৮৬। হিলি স্থল বন্দর বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?
ক. লালমনিরহাট খ. নীলফামারী
গ. কুড়িগ্রাম ঘ. দিনাজপুর

৮৭। বাংলাদেশে কোন সালকে বিনিয়োগ বর্ষ বলা হয়?
ক. ১৯৯৩ সালে খ. ১৯৯৫ সালে
গ. ১৯৯৭ সালে ঘ. ১৯৯৯ সালে

৮৮। প্রাচীন জমিদার বাড়ির জন্য বিখ্যাত স্থান “পুটিয়া” কোথায় অবস্থিত?
ক. চট্টগ্রাম খ. পতেঙ্গা গ. রাজশাহী ঘ. দিনাজপুর

৮৯। “দি হাবিব ব্যাংক লিঃ” কোন ব্যাংকের পূর্বনাম?
ক. সোনালী ব্যাংক খ. অগ্রণী ব্যাংখ
গ. জনতা ব্যাংক ঘ. রূপালী ব্যাংক

৯০। “র‍্যা দ্য সাভার” উম্মেচন করা হয় কোন দেশে?
ক.ফ্রান্স খ. জাপান গ. বৃটেন ঘ. জার্মানী

৯১। মুদ্রা অবমূল্যায়নের মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে -
ক. রপ্তানী বৃদ্ধি খ. আমদানী কমানো
গ. বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ানো ঘ. সবগুলো

৯২। বাংলাদেশের প্রথম রঙ্গীন চলচ্চিত্র কোনটি?
ক. মুখ ও মুখোশ খ. সঙ্গম
গ. আগামী ঘ. পথের পাঁচালী

৯৩। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারী সার কারখানা কোনটি?
ক. যমুনা সার কারখানা খ. কাফকো
গ. ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা ঘ. আশুগঞ্জ সার কারখানা

৯৪। বাংলাদেশে একমাত্র লৌহ ও ইস্পাত কারখানাটি অবস্থিত?
ক. খুলনা খ. সৈয়দপুর
গ. চট্টগ্রাম ঘ.জয়দেবপুর

৯৫। দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ কোন নদীর মোহনায় অবস্থিত?
ক. পদ্মা খ. মেঘনা
গ. হাড়িয়ায়াপাঙ্গা ঘ. যমুনা

৯৬। আই.আই.টি পরিচালনাকারী সংস্থা কোনটি।
ক. Common Wealth খ. NAM
গ. OIC ঘ. SARC

৯৭। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার-
ক.আব্দুল জব্বার খ. হীরালাল সেন
গ. জহির রায়হান ঘ. জয়নুল আবেদীন

৯৮। বাংলাদেশের বৃহত্তম ব-দ্বীপ কোনটি?
ক. ভোলা খ. কুয়াকাটা
গ. কক্সবাজার ঘ. সুন্দরবন

৯৯। বাংলাদেশের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রদূত কে?
ক. তাহমিনা হক ডলি খ. তাহমিনা খান পলি
গ. মাহমুদা হক চৌধুরী ঘ. নাজমুন আল চৌধুরী

১০০। বাংলাদেশ UNESCO সাক্ষরতা পুরস্কার লাভ করে কবে?
ক. ১৯৯৮ সালে খ. ১৯৯৯ সালে
গ. ২০০০ সালে ঘ. ১৯৯৭ সালে

১০১। বাংলাদেশ আনসার একাডেমী কোথায় অবস্থিত?
ক. সারদা খ. জলদিয়া গ. ভাটিয়ারী ঘ. সফিপুর

১০২। প্রশিকা নামক সংস্থাটি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৯৮০ সালে খ. ১৯৮১ সালে
গ. ১৯৭৩ সালে ঘ. ১৯৭৬ সালে

১০৩। বৈরাগির ভিটা কোথায় অবস্থিত?
ক. রাজশাহী খ. দিনাজপুর
গ. বগুড়া ঘ. নাটোর

উত্তরমালা

০১. ঘ	০২. খ	০৩. খ	০৪. ঘ	০৫. ক
০৬. খ	০৭. গ	০৮. ক	০৯. ক	১০. ক

বাংলাদেশ এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী সংক্রান্ত যেকোন সাধারণ জ্ঞানের PDF শীট ডাউনলোড করতে ভিজিট করো ► www.courstika.com

১১. ঘ	১২. গ	১৩. গ	১৪. গ	১৫. ক
১৬. খ	১৭. গ	১৮. ক	১৯. গ	২০. গ
২১. ঘ	২২. ক	২৩. খ	২৪. গ	২৫. গ
২৬. খ	২৭. ক	২৮. ক	২৯. খ	৩০. খ
৩১. ক	৩২. ক	৩৩. খ	৩৪. খ	৩৫. ক
৩৬. খ	৩৭. খ	৩৮. ঘ	৩৯. গ	৪০. ক
৪১. ঘ	৪২. খ	৪৩. গ	৪৪. খ	৪৫. ঘ
৪৬. ক	৪৭. ক	৪৮. খ	৪৯. খ	৫০. গ
৫১. খ	৫২. ঘ	৫৩. গ	৫৪. ঘ	৫৫. গ
৫৬. খ	৫৭. গ	৫৮. ক	৫৯. গ	৬০. ক
৬১. খ	৬২. ক	৬৩. খ	৬৪. ক	৬৫. খ
৬৬. ক	৬৭. খ	৬৮. খ	৬৯. খ	৭০. খ
৭১. ক	৭২. খ	৭৩. খ	৭৪. খ	৭৫. খ
৭৬. ঘ	৭৭. ঘ	৭৮. খ	৭৯. খ	৮০. খ
৮১. ক	৮২. গ	৮৩. খ	৮৪. ঘ	৮৫. ক
৮৬. ঘ	৮৭. গ	৮৮. গ	৮৯. খ	৯০. ক
৯১. ঘ	৯২. খ	৯৩. খ	৯৪. গ	৯৫. গ
৯৬. গ	৯৭. গ	৯৮. ঘ	৯৯. গ	১০০. ক
১০১. ঘ	১০২. ঘ	১০৩. গ		

courstika